New Zealand
Sarbojonin Durgotsav
23rd October 2015

Organised by

Probasee Bengalee Association of NZ Inc.

Magazine 2015.indd 1 22/10/15 10:21 pm

বাঙ্গালীর প্রিয় যাবতীয় খাদ্য সামগ্রী এখানে পাওয়া যায়।

বিশেষ আকর্ষণ - কালোজিরা চাল, বিরিয়ানী এবং পোলাউ-র চাল, ইলিশ, রুই, বোয়াল, কাজরী, বাতাসী মাছ, শুটকী, নোনা ইলিশ ইত্যাদি আরও অনেক কিছু

Director : Mustafezur (John)

Supavalue Supermarket

Khan 2nd Generation Ltd

4 & 5 Kew Lane, Otara, Auckland, New Zealand

Mobile (0064) 021 564 607, Phone: (09)274 6248, Fax: (09)274 6249 E-mail : jibbon45@hotmail.com

Magazine 2015.indd 2 22/10/15 10:21 pm

সম্পাদকীয়

অবশেষে দেখতে দেখতে বছর ঘুরে পূজো এসে গেলো। বাঙ্গালীর বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে শারদীয় (শরৎকালে) দুর্গাপূজার স্থান সবার উপরে এবং প্রথমে। বাঙলাদেশে শারদীয় (শরৎকালে) দুর্গাপূজা বহুকাল থেকে প্রচলিত হলেও দুর্গাপূজা মূলত বছরে দুবার অনুষ্ঠিত হয়। একবার আশ্বিনমাসে অর্থাৎ শতকালে ও একবার চৈত্র অর্থাৎ বসন্তকালে। শুক্লা সপ্তমী থেকে শুক্লা নবমী পর্যন্ত আশ্বিন মাসের পূজা 'শারদীয় দুর্গাপূজা' এবং চৈত্র মাসের পূজা 'বাসন্তীপূজা' নামে খ্যাত। ভারতের অন্য প্রান্তে এই (শরৎকালে) সময় নবরাত্রি পালিত হয়। শারদীয় দুর্গাপূজার আগে কিন্তু কেবলমাত্র বসন্তকালেই দূর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হোত। অবশ্য এখনও এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তবে বসন্ত কালের এই দূর্গাপূজা এখন 'বাসন্তী' পূজা নামেই বেশী পরিচিত। তবে আগে একেই ('বাসন্তী পূজা'কেই) দূর্গা পূজা বলা হোত। তখন বাসন্তী পূজা নামে কিছুই ছিল না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, দূর্গা পূজার প্রথম প্রবর্তক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, দ্বিতীয় বার দূর্গা পূজা করেন স্বয়ং ব্রহ্মা আর তৃতীয়বার দূর্গা পূজার আয়োজন করেন মহাদেব।

Magazine 2015.indd 1 22/10/15 10:21 pm

হিন্দু শাস্ত্রে 'দুর্গা' নামটির ব্যাখ্যা নিম্নোক্তরূপে প্রদত্ত হয়েছে :

'দ' অক্ষর দৈত্যনাশক, উকার বিঘ্ননাশক-, 'রেফ' রোগনাশক, 'গ' অক্ষর পাপনাশক ও অশত্রুনাশক। অর্থাৎ-কার ভয়-, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয়শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন-, তিনিই দুর্গা। অন্যদিকে শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে, 'দুর্গ' নামক অসুরকে যিনি বধ করেন তিনিই নিত্য দুর্গা নামে অভিহিতা। আবার শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুসারে এই দেবীই 'নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যাঃ' বা সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি।

শারদীয়া দুর্গাপূজায় 'বোধন' নামে একটি অঙ্গপূজা হয়। 'বোধন' শব্দের অর্থ 'জাগরণ'। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বেলগাছের মূলে বোধনের দ্বারা শারদীয়া দুর্গাপূজার সূচনা হয়। বাসন্তী দুর্গাপূজায়, এই বোধন অনুষ্ঠান হয় না। শ্রাবণ থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত দক্ষিণায়ন কাল – অর্থাৎ দেবতাদের রাত্রিকাল এবং মাঘ থেকে আষাঢ় মাস পর্যন্ত উত্তরায়ণ কাল - দেবতাদের দিবাকাল। দিবাকালে অর্থাৎ জাগ্রতকালে পুনরায় জাগরনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রাত্রিকালের জাগরনের প্রয়োজন হয়। তাই দক্ষিণায়ন-অর্থাৎ রাত্রিকালে – 'শারদীয়া দুর্গাপূজায়' 'বোধনে'র প্রয়োজন হয়।

তবে দক্ষিণমেরুতে অবস্থিত নিউজিল্যান্ডে (শরৎকাল নয়) বসন্তকাল (দেবতাদের দিবাকাল) হওয়া স্বত্বেও, এখানে আমরা বাসন্তী দুর্গাপূজার আয়োজন না করে, বাংলার পূজা প্রাঙ্গন থেকে অনেক অনেক দুরে, সাগর দিয়ে ঘেরা, সুন্দর বনাঞ্চলে মিশে থাকা আমাদের এই প্রিয় শহর, অকল্যান্ডের মাটিতে, ভারতের তথা বাঙ্গালীর রীতি অনুযায়ী, গত চব্বিশ বছর ধরে শারদীয়া দুর্গাপূজারই আয়োজন করে আসছি। এবং প্রত্যেক বারের মত এইবছরও 'শারদীয় দুর্গাপূজা' উপলক্ষে মাতৃ-আরাধনায়, আবার আমরা মিলিত হয়েছি।

ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের জন্যে, দক্ষিণায়ন-অর্থাৎ রাত্রিকালে বা অকালে মা দুর্গার পূজা করেছিলেন, তাই শরৎকালের এই পূজাকে অকাল বোধন বা শারদোৎসব বলা হয়। রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার বোধন করেছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। আর আমাদের প্রবাসী বেঙ্গলী এয়াসশিয়েশনের দ্বারা আয়োজিত সার্বজনীন দুর্গাপুজায় গত চব্বিশ বছর যাবত ব্রহ্মার ভুমিকা পালন করে আসছেন আমাদের সবার প্রিয় দেবেশদা (Prof Debes Bhattacharyya)

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা সমন্ধে বাল্মীকি 'রামায়ণ' এবং তুলসীদাসের 'রামচরিত মানসে' কোন উল্লেখ নেই। বাংলায় কৃত্তিবাসী 'রামায়ণে' অতিভক্তিভরে এই দূর্গা পূজার বর্ণনা দেখা যায়। কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' **বাল্মীকি 'রামায়ণে'র আক্ষরিক অনুবাদ নয়। বাংলার শক্তিশালী ভক্তকবি কৃত্তিবাস ওঝা (বাল্মীকি 'রামায়ণের বাইরে) বাংলার তৎকালীন রীতিনীতি ও** লৌকিক জীবনের নানা অনুষঙ্গ, অনেক মিথ, গল্প বাংলা রামায়ণে ইচ্ছাকৃতভাবে ঢুকিয়ে বাংলা রামায়ণ আরো অধিক সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। ।

শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্যে চিন্তিত। এমন সময় দেবতাদের পরামর্শে ব্রহ্মা রামের কাছে উপস্থিত হয়ে ষষ্ঠীকল্পে বোধনের বিধান দিলেন। তদনুযায়ী শ্রীরামচন্দ্র ষষ্ঠীতে 'বোধন' করে, সপ্তমী ও অষ্ঠমীতে ভক্তিভরে মা দূর্গার অর্চনা করলেন। অষ্ঠমী-নবমীর সন্ধীক্ষণে রাবণবধ করলেন। অষ্ঠমী-নবমীর সন্ধীক্ষণের এই পূজাকে সন্ধীপূজা বলা হয়। অষ্টমীর দিনের শেষে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়, পূজার সময়কাল ৪৮ মিনিট। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট মোট ৪৮ মিনিটের মধ্যে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় । যেহেতু অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে এই পূজা হয় তাই এই পূজার নাম সন্ধিপূজা। **অবশেষে নবমীতে বিশাল পূজার আয়োজন হলো এবং দশমীতে বিজয়-উৎসব বা বিজয়া পালিত হোল।**

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' অনুসারে, শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা শারদীয়া পূজা পালিত হয়েছিল। সেজন্যে অকালে হলেও শারদীয়া পূজাই বাঙ্গালীদের কাছে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়। তবে বাসন্তী পূজাও কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই পূজার অষ্ঠমীতে মা অন্নপুর্ণার বিশেষ পূজা এবং নবমীতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন বিশেষ ধূমধামের সঙ্গে 'রামনবমী' পালন করা হয়।

ঘটা করে দূর্গা পূজা চালুর আগে কিছু কিছু উচ্চ বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে অত্যন্ত সাদামাঠা ভাবে ঘরোয়া পরিবেশে এই পূজা চালু ছিল। আর ঘটা করে দূর্গা পূজার ইতিহাস, খুব বেশি দিন আগের নয়। তবে কখন থেকে ঘটা করে এই পূজা চালু হল তা নিয়ে পরিষ্কার বিশ্বাসযোগ্য--কোন ঐতিহাসিক প্রমান পাওয়া যায় না। কারো মতে, ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে দিনাজপুরের জমিদার প্রথম দূর্গা পূজা করেন। আবার কারো মতে, ষোড়শ শতকে রাজশাহী তাহেরপুর এলাকার রাজা কংশ নারায়ন প্রথম দূর্গা পুজা করেন। ১৫১০ সালে কুচ বংশের রাজা বিশ্ব সিংহ কুচবিহারে দূর্গা পূজার আয়োজন করেছিলেন। অনেকে মনে করেন, ১৬০৬ সালে নদীয়ার ভবনানন্দ মজুমদার দূর্গা পূজার প্রবর্তক। ১৬১০ সালে কলকাতার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার প্রথম দূর্গার ছেলে মেয়ে সহ সপরিবারে পূজা চালু করেন । সেই পূজা আজও হয়ে আসছে বলে শুনেছি।

বর্তমানে দূর্গা পূজা দুইভাবে হয়ে থাকে, ব্যক্তিভাবে, পারিবারিক স্তরে ও সমষ্ঠিগতভাবে, পাড়া স্তরে। ব্যক্তিগত পূজাগুলির আয়োজন মূলত বিত্তশালী বাঙালি পরিবারগুলিতেই হয়ে থাকে। অন্যদিকে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে যৌথ উদ্যোগেও দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন।

এগুলি বারোয়ারী বা সর্বজনীন পূজা নামে পরিচিত। ১৭৯০ সালের পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার, গুপ্তি পাড়াতে বার জন বন্ধু মিলে টাকা পয়সা তুলে প্রথম সার্বজনীন দুর্গাপুজার আয়োজন করেন। বারজন বন্ধু মিলে করেছিলেন বলে এই পূজা বার- ইয়ারী বা বারোয়ারী পূজা নামেও পরিচিতি পায়। আমাদের প্রবাসী বেঙ্গলী এ্যসোসিয়েশনের দ্বারা আয়োজিত এই সার্বজনীন দুর্গাপূজাও বারোয়ারী পূজা।

আমাদের এই পত্রিকাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে, যে সমস্ত লেখক, লেখিকা, কবি ও শিল্পীরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। বিজ্ঞাপনদাতাদের সহযোগিতা ছাড়া এই পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হোত না। তাঁদেরও জানাই বিশেষ ধন্যবাদ। এছাড়া বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ব্যাপারে অমিতাভ বসু ও অতনু ভৌমিকের ভুমিকা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। সিদ্ধার্থ রায় ও শোভিক নন্দীর অক্লান্ত সহযোগীতা ছাড়া এ পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হোত না।
প্রবাসীর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমীটির পক্ষে শুভেচ্ছাসহ

অমিত সেনগুপ্ত –সম্পাদক

Eco Travels
For All Your Travel Solutions

Eco Remit
Send and Receive Money Worldwide in Minutes
www.ecoremit.com

"We will beat any valid written fare"

Free Money transfer *

"Download our MOBILE APP and be the first to know SPECIAL FARES & DAILY EXCHANGE RATE"

সূচীপত্র

পূজা নির্ঘন্ট		৬
FROM THE PRESIDENT'S DESK	Malabika Bhaduri	৭
গ্র্যান্ডমাস্টার **Choa Kok Sui এর Pranic Energy**	পবিত্র রায়	**৮**
স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজয়	অমিত সেনগুপ্ত	১০
Navaratri extols the power of women	Nitin Kumar	১৪
Kiwi-এর দেশ	স্বয়ম সরকার	১৬
Sri Chaitanya	Srikanta Chatterjee	১৮
গুরুআরাধিতা শারদীয়া পূজা	শ্রীমতী মিনতি রায়	৩২
WHY COME TO GROW	Vicky Roger	৩৫
দারা শিকোহ্	অমিত সেনগুপ্ত	৩৯
Shanti Niwas Charitable Trust	**Nilima Venkt**	**৪৪**
কবিতা	মনিশঙ্কর বিশ্বাস	৪৮
আমেরিকান অশরীরীর বাণী	দিলীপ কুমার দাস	৪৯
রবীন্দ্রনাথের রঙ্গরসিকতা	শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৫৩
নেতজি প্রসঙ্গ	বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে	৫৮
অকল্যান্ডে অকাল বোধন	দেবলীনা বসু চৌধুরী	৭১
ধ্রুবতারা	উজ্জ্বল ঘোষ	৭২
What is a Stroke, and what can you do to prevent it?	Dr Rita Krishnamurthy	৭৯
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং সলিল চৌধুরী	কৃত্তিবাস দাসগুপ্ত	৮৪
At Thirty Seven thousand feet in the sky.	Shopan Dasgupta	৮৮
মাছের মাথার নানারকম	শ্রীমতী শিখা ভৌমিক	৯২
Growing up in the 21st century	Svetlana Banerjee	৯৬

NZ Sarbojonin Durgotsav 2015

Since 1992

Organised by Probasee Bengalee Association of NZ Inc.

Venue: Ram Mandir
11 Brick Street, Henderson
Auckland

PUJA PROGRAMME

Friday 23 October

6 pm	Pratima Sthapan
8 pm	Cultural programme
9 pm	Dinner

Saturday 24 October

10:30 am	Mahashashthi Puja
12:30 pm	Arati/Pushpanjali
1 pm	Prasad and Lunch
1:15 pm	Mahasaptami Puja
3 pm	Arati/Pushpanjali
7:15 pm	Sandhyarati
7:45 pm	Cultural Programme
9 pm	Dinner

Sunday 25 October

10:30 am	Mahashtami Puja
12:30 pm	Arati/Pushpanjali
1 pm	Prasad and Lunch
1:15 pm	Sandhi Puja
1:45 pm	Mahanavami Puja
3:15 pm	Arati/Pushpanjali
3:30 pm	Havan
6 pm	Prize distribution
6:30 pm	Dasami Puja
8 pm	Sindur Daan (varan)
9 pm	Dinner

On behalf of:
Probasee Bengalee Association of NZ Inc.

Magazine 2015.indd 6 22/10/15 10:21 pm

FROM THE PRESIDENT'S DESK

SARBOJONIN DURGA PUJA WISHES FROM THE PROBASEE EXECUTIVE COMMITTEE 2015

Every day the sun rises to give us a message that darkness will always be beaten by light. Let us follow the same natural rule and enjoy the festival of "good defeats evil". Durga Puja is a blessed time- an opportunity to rejoice in the glories of Maa Durga and celebrate all the blessings of the goddess with our friends, family, acquaintances and loved ones. Best wishes from us on this Durga Puja!

Migrants from India started settling in New Zealand more than a century ago. Bengalee migrants from India, however, started coming only in the late 1970's. In fact, there were only a handful of Bengalee settlers till the 1990's. Even then, a few families got together and organised the first Durga Puja in Auckland in 1992. With the passage of time, the Bengalee population increased and in 1998, Probasee Bengalee Association was formed. The association brought all religious and social functions under its umbrella and now in 2015 we are organising our 24th annual Durga Puja.

The Probasee Durga Puja would not have been possible without the leadership of Dr Debes Bhattacharyya who is our revered priest and is a Professor of Mechanical Engineering at the University of Auckland. There are dedicated teams of people that pitch in to contribute in various ways to celebrate this auspicious event- bhog, food and cultural committees, decoration team, administrative team and of course our numerous helpers.

We would like to take this opportunity to also acknowledge the huge contribution made by one of our senior members- Amit Sengupta (Junior) who is also the convenor of our Durga Puja Souvenir. He is an integral part of the food committee and is instrumental in organising donations in cash and kind for our Durga Puja every year. I would like to extend my heartfelt gratitude to all our Durga Puja team members who have worked day and night to ensure that everything runs smoothly and our Sarbojonin Durgotsav 2015 is a grand success.

Best Sharodiya wishes!

Malabika Bhaduri

President

Probasee Bengalee Association of NZ Inc

62 Puhinui Rd, Papatoetoe

Magazine 2015.indd 7 22/10/15 10:21 pm

গ্র্যান্ডমাস্টার Choa Kok Sui এর Pranic Energy (জীবনী-শক্তি)

- পবিত্র রায়

মানব দেহের সার্বিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি. দৃশ্যমান Physical শরীর এবং bioplasmic শরীরের বলা অদৃশ্য দৈহিক energybody। মানুষের সম্পূর্ণ Physical শরীর আসলে দুটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। মানুষের দৃশ্যমান শরীর আমরা যে শরীর দেখতে, স্পর্শ এবং যে অংশর সঙ্গে সবচেয়ে পরিচিত হই । Bioplasmic যা অদৃশ্য ভাস্বর শক্তি শরীর তা অতিক্রম করে দৃশ্যমান শরীর এবং চার বা পাঁচ ইঞ্চি করে প্রসারিত (interpenetrated)। প্রথাগতভাবে, অলোকদৃষ্টিসম্পন্ন এই শক্তি শরীরের etheric শরীর বা etheric ডবল বলে।

"জীবনী (প্রাণ)-শক্তি "নিরাময় কি?

Pranic নিরাময় শক্তি একটি অত্যন্ত উন্নত এবং পরীক্ষিত পদ্ধতি. , সামঞ্জস্য বজায় একতান এবং শরীরের শক্তি প্রসেস রুপান্তর Prana ব্যবহার করে শক্তি মেডিসিন. **Prana** জীবনী-শক্তি মানে যে একটি সংস্কৃত শব্দ। এই অদৃশ্য জৈব শক্তি বা অত্যাবশ্যক শক্তি জীবিত শরীর রাখে এবং ভাল স্বাস্থ্য একটি রাষ্ট্র বজায় রাখে। আকুপাংচার, চীনা **চি** (Chi) হিসাবে এই সূক্ষ্ম শক্তি, এটি **Ruah** বা ওল্ড টেস্টামেন্ট **শ্বাস-প্রশ্বাস** বলা হয়।

Etheric শরীর interpenetrates যে একটা ছাঁচ বা প্রতিচিত্র বায়ো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ঘিরে । Pranic শক্তি নিরাময় Aura র উপর প্রয়োগ করা হয়,, যা শক্তি শরীরের, হিসাবে পরিচিত । কারণ প্রথম সমস্যা হিসেবে দেখানোর আগে দেহজ্যোতি অলস হয় এবং Etheric ailments বিঘ্ন প্রদর্শিত করে। Etheric শরীর জুড়ে তা বিতরণ হয় পেশী, অঙ্গ, গ্রন্থি ইত্যাদি, থেকে, Physical শরীরে । এই শক্তি শরীর যা Aura, জীবনের শক্তি শোষণ করে এবং Pranic নিরাময় Etheric শরীরের উপর কাজ করে ।

Magazine 2015.indd 8 22/10/15 10:21 pm

Pranic শক্তি নিরাময় উৎপত্তি এবং **গ্র্যান্ডমাস্টার Choa Kok Sui** দ্বারা বিকশিত কোন স্পর্শ না করে একটি সহজ এখনো শক্তিশালী ও কার্যকর ব্যবস্থা । এটা শরীরের নিজেই আরোগ্য সহজাত ক্ষমতা যা একটি স্ব-নিরাময় জীবন্ত সত্তা এবং যা মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে। Pranic নিরাময় প্রক্রিয়া শরীরের থেকে জীবন বল বা (অত্যাবশ্যক প্রাণ শক্তি) বাড়িয়ে Etheric শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ লুপ্ত করে।

<u>প্রাণ শক্তি ও নিরাময়</u>

সব মানুষ তাদের কাছাকাছি একটি শক্তির ক্ষেত্র আছে। এটা Aura হিসাবে পরিচিত হয় । এই আলোর একটি ভাস্বর বল এর মত দেখায়। দেহজ্যোতি একটি সেল ফোন ব্যাটারি মত কাজ করে; এটা শরীর সুস্থ ও জীবিত রাখে। অজ্ঞাত কারণে যেমন.একজন ব্যক্তি পায় , বিরক্তির সহ কাজ ভয়, দুঃখ, জীবনে একাকীত্ব এর চাপ। এই ভাস্বর শক্তি ক্ষেত্রের অপেক্ষারত ছোটো আলো বা পাঁশুটে হয়ে. ভবিষ্যতে এই হ্রাসপ্রাপ্ত শক্তি ব্যথা, অস্বস্তি, শারীরিক ও মানসিক সমস্যা হিসাবে আবির্ভূত হয়। অধিকাংশ মানুষ তাদের অসুস্থতা মুছে ফেলার জন্য ঔষুধ ব্যবহার করে। ঔষুধ একটি প্রয়োজনীয় জিনিস, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অসুস্থতার কারণ সুরাহা করা হয় নি। যেহেতু মানসিক সমস্যা মোকাবেলা এবং সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায় না। বিশেষ করে যখন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া (side effect) আছে। যদিও মেডিসিন সহ পরিপূরক (alternative) চিকিত্সা ব্যবহার করলে ভাল সমাধান হয় ।

Pranic হিলিং প্রতিষ্ঠাতা গ্র্যান্ড মাস্টার Choa Kok Sui সম্পূর্ণ নিরাময় প্রাণ শক্তির সাহায্যে ভাল সমাধান আবিষ্কার করেছেন। আপনি নিজে এই ক্ষমতাশালী ফলাফলের-ভিত্তিক workshop (কর্মশালায়) *Pranic Application (হিলিং) সম্পাদন করা শিখতে পারেন।

- একবারে কোন স্পর্শ নেই । এইটা মোটামুটি সহজ technique
- কোন ড্রাগ ব্যবহার না করে সাবধানে সমস্যার আরোগ্য পাবেন
- Aura র মধ্যে সমস্যা এবং ভারসাম্য সনাক্ত করতে সক্ষম হয়, এবং যে কেউ এটা করতে শিখতে পারেন
- একবার Aura সুষম ও উজ্জ্বল হলে,আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যর ধীরে ধীরে উন্নতি হয়

Pranic হিলিং বিশ্বজুড়ে প্রচুর গবেষণার এবং প্রশংসাপত্র দ্বারা সমর্থিত জীবনী শক্তি ভিত্তিক চিকিত্সার পিছনে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব, উপলব্ধ করা হয়েছে।

*আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন পবিত্র রায়কে -021445166 or visit www.cosmicabundance.co.nz

Magazine 2015.indd 9 22/10/15 10:21 pm

বিবেকানন্দের বিশ্বজয়

অমিত সেনগুপ্ত

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জনে সেবিছে ঈশ্বর।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার গ্রহণ করবার এবং তাঁর চিন্তার বীজ বিশ্বব্যাপী বপন করার ও ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁর যে মহান ও প্রধান শিষ্যের উপর ন্যস্ত ছিল, সেই স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন দেহ ও মনের দিক থেকে ঠাকুরের ঠিক বিপরীত। ছোট বয়স থেকেই বিবেকানন্দ, অর্থাৎ তখনকার নরেন, দাম্ভিক প্রকৃতির ছিলেন। এ দম্ভ রামকৃষ্ণের সামনেও অনেকবার প্রকাশ পায়। তাই সেই সময় মাঝে মাঝে ঠাকুরকেও ভালবাসার সুরে বলতে শোনা গেছে "আরে লরেন (তিনি লরেন বলতেন, নরেন নয়) আমাকে পর্যন্ত মানতে চায় না।" তবে তখনই তিনি এও বলেছিলেন--"লরেন যেদিন দুঃখ-দারিদ্র্যের স্পর্শে আসবে, ওর এই দম্ভ করুণায় বিগলিত হবে, ওর সব আত্মবিশ্বাস অন্যের হতাশ ভীরু আত্মার মধ্যে বিশ্বাস ও সাহস ফিরিয়ে আনবার হাতিয়ার হয়ে উঠবে।"

রামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর বরানগরের মঠে কয়েক মাস তাঁর শিষ্যরা পরস্পরের মানসিক উন্নতি সাধনে অতিবাহিত করলেন। তখন তাঁরা কেউই মানুষের কাছে ঠাকুরের বাণী পৌছে দেবার উপযুক্ত অবস্থায় ছিলেন না। প্রথম কয়েক মাস তাঁরা মুক্তির সন্ধানে ধ্যান-ধারণার মধ্যেই কাটিয়ে দিলেন। নরেনের কাছে স্বপ্ন ও কর্মের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। তাই তিনি গুরুভাইদের শুধু নিষ্ক্রিয় ধ্যানের মধ্যে নিমগ্ন হতে দিলেন না, কাউকেই ভগবৎ-চিন্তার আলস্যে গা ঢালবার সুযোগ দিলেন না। যদিও রামকৃষ্ণর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই বয়সে তাঁর থেকে বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভা প্রথম থেকেই তাঁর গুরুভাইদের পথ দেখাবার অধিকার দিল। সাধে কি ঠাকুর বিদায়কালে নরেনকে বলেছিলেন, 'এদের দেখিস'। আর অসুস্থতার শেষ দশায় কাগজ পেন্সিল চেয়ে নিয়ে নড়বড়ে হাতে লিখেছিলেন, 'নরেন শিক্ষে দিবে, যখন দূরে বাহিরে হাঁক দিবে'।

নরেনের কোন সন্দেহই ছিল না যে এক মহান কর্তব্য তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ১৮৮৮ সালে হঠাৎ তিনি কোলকাতা ত্যাগ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণে বেড়িয়ে পড়েন। এর পরও তিনি আরও কয়েকবার এইভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণে যান, দেশটাকে ভালভাবে দেখে-বুঝে নেওয়ার জন্যে। এই পরিভ্রমণের বর্ষগুলো ছিল শিক্ষালাভের বর্ষ। অপূর্ব শিক্ষা। তিনি দীন-দরিদ্রের মধ্যে থেকে তাদের জীবনে অংশ গ্রহণ করেছেন, জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি

Magazine 2015.indd 10 22/10/15 10:21 pm

The team at NCBT wishes everyone a Happy Diwali

NCBT

study, work, settle in New Zealand
Newton College of Business
and Technology

দেখলেন মানুষের মধ্যে ভগবান কীভাবে সংগ্রাম করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করেও এ শিক্ষা পাওয়া যায় না। ঠাকুরের সঙ্গে থেকে এই শিক্ষা আভাসে-ইঙ্গিতে স্পষ্ট-অস্পষ্টভাবে যেন স্বপ্নের মতই পেয়েছিলেন। সর্বত্রই তিনি নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের সাথে মিশে তাদের দৈন্য ও লাঞ্ছনায় অংশ গ্রহণ করলেন। এই সময় তিনি কিছুদিন একটি পতিত মেথর পরিবারে বাস করেন। এসব মানুষ, যারা সমাজের নিচে নত হয়ে আছে, তাদের মধ্যে তিনি আধ্যাত্মিক সম্পদের সন্ধান পেলেন। তাদের দুঃখদৈন্য ও দুরবস্থা তাঁর শ্বাসরোধ করল। তিনি কেঁদে উঠলেন, "ওরে আমার দেশ! আমার দেশ!..." নিজের বুক চাপড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করলেন, "আমরা কি সন্ন্যাসী, আমরা নাকি ভগবানের ভক্ত, আমরা এদের জন্য কি করেছি?" ঠাকুরের কথা মনে পড়ল, "ওরে, খলি পেটে ধর্ম হয় না!"

ধর্মের আত্মসর্বস্ব দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা বিবেকানন্দের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠল। তিনি ধর্মের প্রথম কর্ত্তব্য ঘোষণা করলেন, "দীনদুঃখীর যত্ন করো, তাদের সেবা করো, তাদের অবস্থার উন্নতি করো।" এর দায়িত্ব, তিনি বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত, ধনী, রাজকর্মচারী, রাজামহারাজ সকলের উপর ন্যস্ত করলেন, "আপনাদের মধ্যে কি এমন কেউ নেই যিনি অপরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে পারেন? বেদান্তপাঠ ও ধ্যানের সাধনা ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখুন! এ শরীর অপরের সেবায় উৎসর্গ করুন। তা হোলেই জানব আপনারা বৃথা আমার কাছে আসেন নি। মনে রাখুন সর্ব জীবের সমষ্টি যে ভগবান, একমাত্র সেই ভগবানকেই আমি বিশ্বাস করি। এরাই আমার ভগবান। এই ভগবানের জন্য বার বার আমি জন্মিতে পারি। এদের সেবাই ভগবানের প্রকৃত সেবা। সত্যিকারের ধর্ম করতে যদি চান তো এদের সেবা করুন।"

বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন, "আমি এমন একটা ধর্ম চাই যা মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগাবার, দরিদ্র জনসাধারণকে অন্ন ও শিক্ষা দেবার, আমাদের চতুর্পার্শ্বের সকল দুঃখ-বেদনাকে দূর করবার শক্তি এনে দেবে। যদি ভগবানকে পেতে চাও তো দরিদ্র মানুষের সেবা করো। তাহারা হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না। এই জনসাধারণই তোমাদের ভগবান হইয়া উঠুক। যতদিন কোটি কোটি মানুষ অনাহারে অজ্ঞানতায় থাকিবে ততদিন প্রতিটি শিক্ষিত মানুষকে আমি বিশ্বাসঘাতক বলিব - কারণ তাহারা দরিদ্রের অর্থে নিজেদের শিক্ষিত করিয়াছে, অথচ দরিদ্রের প্রতি তাহাদের বিন্দু মাত্র লক্ষ্য নাই। "

১৮৯২ সালের পরিভ্রমণে, সারা ভারতময় যে দুঃখ-দুর্দশা বিবেকানন্দ দেখলেন, তাইই তাঁর সমস্ত মন জুড়ে রইল, সেই মনে আর অন্য কোনও চিন্তা রইল না। বাঘ যেমন শিকারের সন্ধান করে, তিনিও ঠিক সেইভাবে এর সমাধানের উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলেন। সেই মুহূর্ত্ত থেকে দীন-দুঃখী মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করলেন। তাঁর দেহ ও আত্মাকেও উৎসর্গ করলেন। কিন্তু নিঃস্ব সন্ন্যাসী তিনি, কিভাবে এদের সাহায্য করতে পারেন? ভাবলেন দু-চার-দশজন যে পরিচিত রাজা মহারাজা আছেন, তাঁদের দান দিয়ে এই প্রয়োজন মিটবে না। তখন তিনি কন্যা-কুমারিকায়। তাকালেন বিশাল সমুদ্রের দিকে, তাকালেন সমুদ্রপারের দেশগুলির দিকে। স্থির করলেন সমস্ত বিশ্বের কাছে তিনি আবেদন জানাবেন। ভারতকে যে সমস্ত বিশ্বেরই চাই।

১৮৯২-এর শেষ দিকে বিবেকানন্দ শুনলেন যে আগামী বছর শিকাগোতে সর্ব-ধর্ম-সম্মেলন হবে। আসবেন সারা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের মানুষ। শুনেই তিনি দৃঢ় নিশ্চয় করলেন যে যেভাবেই হোক তাঁকে সেখানে যেতেই হবে। কিন্তু যাবেন কি ভাবে? তাঁর পরিচিত ধনী ব্যাঙ্কের মালিক ও রাজা মহারাজারা টাকা দিতে চাইলেন, কিন্তু সে টাকা তিনি নিলেন না। তিনি বললেন, "আমি জনসাধারণ ও দীন-দুঃখীর পক্ষ থেকে যাচ্ছি।" তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের (যারা অর্থ সংগ্রহ করছিলেন) বিশেষভাবে মধ্যবিত্তের কাছেই আবেদন করতে বললেন। অর্থও সংগ্রহ হোল।

এর পর ৩১শে মে বিবেকানন্দ বোম্বাই থেকে জাহাজে চড়লেন। এই যাত্রার সময় থেকেই তিনি তাঁর লাল রেশমের পোশাক ও গেরুয়া পাগড়ী ব্যাবহার করতে থাকেন। এই সময়ই তিনি বিবেকানন্দ নামটি গ্রহণ করেন। নামটি তাঁর বন্ধু ক্ষেত্রীর মহারাজা দেন। ভারত ভ্রমণকালে তিনি ইচ্ছামত বিভিন্ন নাম গ্রহণ করতেন, যাতে লোকচক্ষে ধরা না পড়েন। ১৮৯২ সালে পুনাতে বাল গঙ্গাধর তিলকের বাড়িতে তিনি দশদিন ছিলেন। কিন্তু তিলক তাঁর নাম জানতে পারেন নি।

জুলাইয়ের শেষের দিকে বিবেকানন্দ শিকাগো পৌঁছে শুনলেন, সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে ধর্ম-সম্মেলন শুরু হবে। তা ছাড়া প্রতিনিধি হিসাবে নাম লেখাবার তারিখও অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। আর শুধু তাই নয়, সরকারী পরিচয়পত্র না

Magazine 2015.indd 11 22/10/15 10:21 pm

থাকলে নাম লেখান চলবে না। তিনি কোনো অনুমোদিত দলের সুপারিশ নিয়ে আসেন নি। তাছাড়া টাকা-পয়সাও প্রায় শেষ হতে চলেছে। যে কটা ডলার তাঁর সঙ্গে ছিল, তা খরচ করে তিনি অপেক্ষাকৃত সস্তা শহর বোস্টনে গেলেন।

বিবেকানন্দের মত লোক কখনও লোকের নজরে না পড়ে পারেন না। বোস্টনে যাবার সময় ট্রেনে তাঁর চেহারা আর কথাবার্তা এক ধনী বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে মুগ্ধ করল। তিনি বিবেকানন্দকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির অধ্যাপক জন রাইটের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। অধ্যাপক রাইট এই তরুণ সন্ন্যাসীর জ্ঞান ও প্রতিভা দেখে অবাক হলেন। তিনি সব রকমভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন। তিনি এই কপর্দকশূন্য তরুণ সন্যাসীকে শিকাগো যাবার রেলের টিকিট কিনে দিলেন ও থাকবার জায়গা ঠিক করে দেবার জন্য কমিটির প্রেসিডেন্টের (যিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন) কাছে চিঠি লিখে দিলেন। এছাড়া নিজের তরফ থেকেও কয়েটি পরিচয়পত্র লিখে দিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন "তোমাদের সম্মেললেন সমস্ত প্রতিনিধিদের জ্ঞানের সমষ্টি যদি একটা প্রদীপের আলোর সমান হয়, তবে এই তরুণ সন্ন্যাসীর জ্ঞান সূর্যের সমান।" প্রফেসর রাইটের কথা মিথ্যে হয় নি।

অনেক রাত্রে বিবেকানন্দ শিকাগো স্টেশনে পৌঁছলেন। রাত্রে কোনভাবে স্টেশনে কাটিয়ে, সকালে ক্লান্ত হয়ে তিনি পথে বসে পড়লেন। পথের ওপারের এক ভদ্রমহিলা তাঁকে লক্ষ্য করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন তিনি সম্মেলনের কোন প্রতিনিধি কিনা। বিশ্রামের পর তিনি তাঁকে সম্মেলনের অফিসে নিয়ে গেলেন। প্রতিনিধি হিসাবে বিবেকানন্দ সাদরে গৃহীত হলেন। অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হল।

১৮৯৩ খ্রীষ্ঠাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার শিকাগোতে সর্ব-ধর্ম-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হল। সমস্ত প্রতিনিধিদের ঠিক মাঝেখানে বসে আছেন কার্ডিনাল গিবসন, যিনি এই ধর্ম-সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তাঁর ডাইনে-বাঁয়ে বসে আছেন বিভিন্ন দেশ থেকে আসা বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা। বিবেকানন্দ বিশেষ কারও প্রতিনিধিত্ব করতেও আসেন নি - আবার সকলেরই প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন। তিনি ভারতের কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নন। তিনি ভারতের সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি। হাজার হাজার উপস্থিত দর্শকের দৃষ্টি এই সুদর্শন, বলিষ্ঠ, তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর উপর পড়ল। স্বামী বিবেকানন্দের দেহের শক্তি ও সৌন্দর্য, কমনীয় মাধুর্য ও মহিমা, তাঁর প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য বক্তৃতা আরম্ভ হওয়ার শুরুতেই শ্রোতাদের মুগ্ধ করল। তাঁর সুন্দর মুখ-মন্ডল, সমুন্নত দেহ, পোশাক – সবকিছুই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

এই ধরনের সভায় বিবেকানন্দ এই প্রথম বলতে এসেছেন। একে একে সব প্রতিনিধিরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে তাঁদের লিখিত বক্তৃতা পড়লেন। বিবেকানন্দ লিখিত কোন কিছুই নিয়ে যাননি। সব শেষে তাঁর পালা আসলে তিনি উঠলেন। দুই হাত বুকের সামনে রেখে (যা তাঁর বিখ্যাত ছবিতে দেখা যায়) সম্বোধন করলেন, 'সিস্টারস্ এন্ড ব্রাদারস্ অফ আমেরিকা' বলে।

বক্তৃতার শুরুতে এই কথা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে সমবেত সাত হাজার শ্রোতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগলেন। সেই হাততালি চলল মিনিট দুই। তার পর বিবেকানন্দের বক্তৃতা চলল বেশ কয়েক ঘন্টা - সন্ধ্যে পর্যন্ত। তাঁর সেই বক্তৃতা ছিল যেন অগ্নি-শিখা। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "যে ধর্ম বরাবর পরমত সহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত পার্থক্য স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, সেই ধর্মভূক্ত বলে আমি গৌরব বোধ করি। আমরা সব ধর্মকেই স্বীকার করি। শুধু তাই নয় সব ধর্মই আমাদের চোখে সমান সত্য।..... ইংরাজী exclusion শব্দটিকে যে ধর্মের ভাষায় (মানে সংস্কৃতে) অনুবাদ অবধি করা যায় না, সেই ধর্মের অন্তর্ভূক্ত মানুষ বলে আমি গর্বিত।" এর পরে সগর্বে ঘোষণা করলেন যে "পৃথিবীর সব ধর্মের, সব জাতির পীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী মানুষকে চিরকাল অকাতরে বুকে টেনে নিয়েছে, সহায় ও শরণ দিয়েছে ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দু ধর্ম। ইহুদি ও পারসীরা তাঁদের ধর্মে আক্রমণকারীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছে। আমি গর্ব অনুভব করি এমন ধর্মের প্রতিনিধি হয়ে। ..... আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের জয় হোক। প্রভুর জয় হোক।"

প্রফেসর রাইট যে মিথ্যা বা ভুল বলেন নি, উপযুক্ত কথাই লিখেছিলেন তার প্রমাণ স্বামীজী দিলেন। রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়, "অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিষ্প্রাণ তত্ত্বালোচনার ধূসর প্রান্তরে তাহা সমবেত মানুষের অগণিত আত্মায় আগুন ধরাইয়া দিল।" শিকাগোতে এই সর্ব-ধর্ম-সম্মেলনের সভায় মাত্র ত্রিশ বছরের বিবেকানন্দই ছিলেন সর্ব-কনিষ্ঠ প্রতিনিধি। সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজ্ঞাত-পরিচয় এই তরুণ সন্ন্যাসীর আত্মপ্রকাশে অন্যান্য সভ্যদের কথা মানুষ ভুলে গেল। অন্যান্য বক্তারাও

Magazine 2015.indd 12 22/10/15 10:21 pm

কিন্তু সবাই ভগবানের কথাই বলেছিলেন - কিন্তু সে ভগবান ছিলেন তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায়ের ভগবান। স্বামী বিবেকানন্দই কেবলমাত্র একা সকলের ভগবানের কথা বললেন, সকলের ভগবানকে বিশ্ব-সত্ত্বায় মিলিয়ে দিলেন। এ ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিঃশ্বাস। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তা তাঁর মহান শিষ্যের মুখ দিয়ে নির্গত হোল। বিবেকানন্দ বললেন, "খ্রীষ্টানকে বা মুসলমানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হোতে হবে না, হিন্দু বা বৌদ্ধকেও খ্রীষ্টান বা মুসলমান হোতে হবে না। সবাই অপরের অধ্যাত্ম আলোক অধিগত করবেন, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্য হারাবেন না, বিকাশের মূলনীতি অনুসারে সকলেই বিকাশ লাভ করবে। প্রতিরোধ সত্ত্বেও প্রত্যেক ধর্মের পতাকায় লেখা থাকবে "সাহায্য করো সংগ্রাম নয়, গ্রহণ করো ধংস নয়, লিখিত থাকবে - মতানৈক্য নয় মতৈক্য ও শান্তি।" তাঁর বক্তৃতা শুনে সম্মেলনে উপস্থিত এক ইহুদী ধার্মিক পণ্ডিত মন্তব্য করেন, "স্বামীজির বক্তৃতা শোনার পর জীবনে প্রথমবার আমার মনে হল আমার ইহুদী ধর্মও সত্য, এবং তারপর থেকেই আমি আমার ধর্মকে প্রকৃত শ্রদ্ধা করতে শিখি।"

এর পরবর্তী কয়েকদিনে বিবেকানন্দ আরও দশ-বারো বার বক্তৃতা দিলেন। তিনি মঞ্চে উঠলেই, বক্তৃতা শুরু হবার আগেই শ্রোতারা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে উঠতেন। সম্মেলনের অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের উৎসাহের ভাটা পড়তে দেখলেই শ্রোতাদের শেষ পর্যন্ত বসিয়ে রাখার জন্য বলা হত বিবেকানন্দ শেষে বক্তৃতা দেবেন। সম্মেলনে যে সব প্রতিনিধি এসেছিলেন, বিবেকানন্দের কথাগুলি তাঁদের ডিঙিয়ে সর্বসাধারণের জন্য উচ্চারিত হল যা অন্য ধর্মের অনেক লোকেদেরও আবেদন করল। বিবেকানন্দের খ্যাতি অচিরেই দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

সমস্ত মার্কিন সংবাদপত্র একবাক্যে সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিবেকানন্দকেই 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলে স্বীকার ও ঘোষণা করল। বলল, 'তাঁর বক্তৃতা শুনবার পর ভারতের ন্যায় জ্ঞানবৃদ্ধ দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা যে কিরূপ নির্বুদ্ধিতার কাজ তা আমরা অনুভব করলাম।'

প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাধারায় যে ভাবের কাজ চলছিল, তার ফলে পাশ্চাত্যের অন্যন্য যে কোনো দেশ অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রই বিবেকানন্দকে গ্রহণ করার পক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। তিনি প্রচার শুরু করতে না করতেই তাঁর বাণী শোনার জন্য তৃষ্ণার্ত নরনারী তাঁর চতুর্দিকে ভীড় করে আসলো। তারা চারিদিক থেকে আসতে লাগল। এলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র-শিক্ষকরা, এলো অকপট শুদ্ধচেতা খ্রীষ্টানরা, স্বাধীনচেতা মনীষীরা, এমন কি সংশয়বাদীরাও।

রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন, "তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন তা কল্পনাও করা যায় না। তিনি যেখানেই গেছেন সেখানেই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। সকলেই প্রথম দর্শনেই তাঁর মধ্যে ভগবৎ-প্রেরিত এক নেতার সাক্ষাৎ পেত। তাঁর মধ্যে নির্দেশ দেবার, পরিচালিত করবার যে শক্তি ছিল তা সকলের চোখেই ধরা পড়ত।"

এর পরের ঘটনা বা ইতিহাস আমরা জানি। অথচ, স্বামীজীকে কতটা সম্মানই বা আমরা দিয়েছি। তাঁর জীবিত অবস্থায়, যে দক্ষিণেশ্বর তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় তীর্থস্থান, সেই দক্ষিণেশ্বর-মন্দির তাঁর প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিয়েছিল। কারণ তিনি সমুদ্র পার হয়েছিলেন, সাহেবদের সাথে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন। আর, তিনি কি করেছেন আমাদের জন্যে? গোটা জাতিটাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। শুধু জাগিয়েই তোলেন নি, পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষের জন্যে একটা সম্মানের আসন তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, "If you want to know about India, study Vivekananda." আর এ সব উনি করেছেন সেই যুগে, যখন বিদেশীরা তো বটেই, আমরা নিজেরাই ভারতবর্ষকে ছোট চোখে, ঘৃণার চোখে দেখতাম। ধর্মের বেড়া তাঁকে চিন্তিত করবে এমন মানুষ তিনি ছিলেন না। তাই তিনি এই মহান সত্য ঘোষণা করেছিলেন, "কোনো একটি ধর্মের মধ্যে জন্মানো ভালো, কিন্তু কোনো একটি ধর্মের মধ্যে মরা - সে ভয়ংকর।"

Magazine 2015.indd 13 22/10/15 10:21 pm

Navaratri extols the power of women

Hindu women mark nine nights to worship *Goddess Shakti* or *Durga* once a year, preceding Diwali. Also known as *Dassera*, the nine nights are spent in dancing, prayer and companionship, emphasising the importance of womanhood. *Nitin Kumar* Executive Editor of indiaexotic.com) writes about the origin of the festival in this article.

The killing of a demon by a Deity is not mere physical annihilation, but liberation, a manifestation of divine grace.

Rama liberated Ravana, and Krishna did the same with the vile Kansa.

This is however the maximum they could give to the villains.

These demons were rarely shown in any of the worshipped images.

It was only the supremely compassionate Goddess Durga who gives space in Her image to the principal demon she killed, thus ensuring that he too is worshipped along with Her.

If this is the grace that the Goddess showers on a villain, then, can there be a measure of the blessings She bestows on her loving devotees?

The Navaratri (nine nights) Festival is a celebration of this Great Goddess, in which the actual worship is divided into three parts, where She is worshipped in her three essential forms.

The two principal scriptures of the Goddess – The Devi Mahatmya and the Devi Bhagavad Purana, highlight these aspects with highly instructive and symbolic stories.

Before the Beginning

Before the creation of the world, Lord Vishnu lay in deep meditative sleep on his serpent coiled in the form of a couch. A lotus then sprang from his navel, on which was seated the Brahma, the God of Creation. Two demons named Madhu and Kaitabh sprang from the earwax of Vishnu, intending to kill Brahma.

Brahma tried to awaken Lord Vishnu by shaking the stalk of the lotus He was sitting on, but in vain. He then realised that the sleep that had settled on Vishnu's eyes was the Great Goddess as Mahamaya, an expression of the Divine Mother's power of delusion.

Brahma then worshipped Her with an inspiring hymn of praise, asking Her to release Vishnu from his slumber. The ever-compassionate Goddess obliged.

Vishnu engaged Madhu and Kaitabh in a combat, which went on for 5000 years.

The two demons were full of pride, thinking they were invincible.

It was at this moment that the great Goddess struck the duo with Her Maya, making them say to Lord Vishnu, "We are pleased with your power and strength. Go ahead and ask for a boon."

Vishnu immediately seized the opportunity and asked that they be slain by Him.

Indeed, one should always watch out for those moments of pride, which are the opportune instances for Maya to delude us.

The duo was cornered and realised their folly; but seeing water everywhere, they asked that they be killed only in a dry place.

Vishnu then sat down on the water. However, like the auspicious lotus, which remains untouched by the water on which it grows, Vishnu's lotus-like body remain untainted.

He then proceeded to place both of them on either thigh, and cut off their heads.

Compassionate and Ruthless

There are many tales of the compassionate and ruthless nature of Goddess Shakti.

According to the Purnanas, there was a time when Mahishasura, a demon was harassing the Gods, in the form of a buffalo. He considered himself invincible because of a boon granted by Brahma that only a woman could kill him.

The male Gods then assembled and projected their collective energies to create a fiery Goddess with 18 arms, each pair (on either side) representing Navaratri.

Magazine 2015.indd 14 22/10/15 10:21 pm

Mahishasura was tempted to possess the beautiful Goddess and ordered his army to conquer her but soon lost his generals and soldiers.
He then faced the Goddess.
The dialogue between the Goddess and some of the demon's generals and finally Mahishasura form one of the most interesting portions of the Devi Bhagavata Purana, shedding light on the essential nature of the Goddess, as no dry philosophical treatise can manage to do.

Demon killed

The demon told the Goddess that as a woman, it was time she thought of marriage and settling down in life.
The Goddess smiled at this naivety and said, "Did you think before addressing my feminine nature? Am I not a 'Purusha?' Actually, I am the Purusha in women."
The word Purusha is generally translated as male, but that meaning is incomplete.
The Upanishads say that Purusha is a city (Pura) where the Supreme Reality rests (Shayan), meaning that the divine element is manifest in the world.
The Goddess said, "I am not an ordinary woman looking for a husband. My husband is ever present. He is the One and only Nirguna Shiva, who is always near me. I do not ever become anybody's wife."
She then vanquished him.

*

Photo Caption:
The Deity of Durga at the annual festival organised by the Probasee Bengali Association in Auckland (File Photo).

RRK FOODS

SURESH
Director

687 Sandringham Road
Sandringham
Auckland

Phone: (09) 620 8685
Fax: (09) 620 8687
Mobile: (021) 109 5336

Email: sureshdeva@hotmail.com

Wishing you all a Happy Durgapuja & Dashera

Magazine 2015.indd 15 22/10/15 10:21 pm

Kiwi-এর দেশ

স্বয়ম সরকার

আঃ! পুরনো স্মৃতি একলা ফেলে আসা সত্যিই একটু কঠিন। তাও ওই সাহসটা আমায় করতেই হল bright future এর জন্য।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার-এর দেশ ছেড়ে এবার পারি দিতে হবে kiwi-দের দেশে। প্লেনে ওঠার আগেই পুরনো স্মৃতি কিছুটা গেটের বাইরে রেখে আসলাম ---- প্রিয়জনদের টান, জন্মভূমির প্রতি আবেগকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম নতুন জীবনের দিকে। ১৮ ঘণ্টার যাত্রা, আর এই যাত্রার সঙ্গী বলতে শুধু আমি আর আমার কাঁধের ব্যাগ। অনেকবার ফিরে যাবার ভাবনা জেগেছিল, ফেলে আসা মানুষগুলোর জন্য মন কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু, সেইসব দমিয়ে রেখে এগিয়ে চললাম এক অজানা, অচেনা ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে। পরের দিন সকালে উঠে দেখলাম এক আশ্চর্য দেশ। উপর থেকেই এর সৌন্দর্য আমার মনে বসে গেল। কানে বেজে উঠল ইংলিশ গানের সুর, নিজেকে ভেবে নিলাম কোনো এক গল্পের hero। সে ছিল এক ফাটাফাটি দৃশ্য। এত সুন্দরও কিছু হতে পারে? নিশ্চয়ই উপরের লোকটার হাতে অনেক সময় ছিল। অনেক ফুরসত নিয়ে বানিয়েছে দেশটাকে। পাহাড়-এর কোলে আর সমুদ্রের মাঝে এক ছোট্ট দেশ, Kiwi-এর রাজ্য, New Zealand।

বাইরে উড়ে যাওয়া মনটাকে শক্ত করে খাঁচায় বেধে প্লেন থেকে নামলাম। নেমে মনে করতে লাগলাম ছোড়দিভাই-এর দেওয়া instruction গুলো, যা আমায় সোজা বাইরে নিয়ে এল। বাইরে এসেই বাড়ির সবার সাথে দেখা হল। Selfie তোলার পালা শেষ করে, এবার বাইরে যাবার সময়, খাঁচার দরজা খোলার সময়। বাইরে এসে দেখি সে এক আশ্চর্য জায়গা --- বিরাট আকাশ, বিরাট সূর্য আর প্রচণ্ড হাওয়া যা প্রায় আমায় নাড়িয়ে দিল (আগেই বলে রাখি আমি বেশ রোগা)।

বাইরে এসে দেখি আমার দাদা একটা মেশিনে parking এর টাকা দিয়ে এলো। আমি তো অবাক! পাশ থেকে বম্মা বলল এখানে কায়িক শ্রমের অনেক দাম, তাই এই সব কাজে মানুষের থেকে যন্ত্রের ব্যাবহারই বেশি। জানতে ইচ্ছা হল এই দেশ সম্পর্কে, কি আছে এখানে যার জন্য হাজার হাজার লোক এখানে এসে থেকে যায়? থেকে যায় বললে ভুল হবে, এই দেশ থেকে যেতে বাধ্য করে তাদের। বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে এই দেশের যেটুকু সৌন্দর্য দেখলাম তা নাকি অনেক কম,অনেক অল্প। কি জানি, কোলকাতার ভীড় রাস্তা থেকে উড়ে এলাম এ কোন এক জনহীন দেশে! অল্প কয়েকদিন এর মধ্যেই দেশটাকে জানলাম বুঝলাম, আর এও জানতে পারলাম, দেশটি নাকি দাড়িয়ে আছে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরির উপর, অবশ্য তার প্রায় সব কটিই ঘুমন্ত।

এ কয়েকদিনে পড়াশুনার ফাঁকেফাঁকে North Island কে একটু চিনেছি, দেখেছি আশেপাশের কয়েকটি সমুদ্রতট, আগ্নেয়গিরির crater, শ্বেতশুভ্র skii-field, বিশাল lake, ঝর্ণা। অনুভব করেছি এক দিনে চারটে ঋতু। পেয়েছি বেশ কিছু লোকের ভালোবাসা।

কয়েকটি দিনের আলাপেই দেশটিকে ভালো লেগে গেলো। আরো অনেক বছর আছি এখানে। আশা করি আরো আরো অনেক কিছু দেখবো, জানবো, আরো অনেক ভালোভাবে চিনবো এই দেশটাকে, এর মানুষ-জনকে।

পাহাড়ের কোলে বসে থাকা এই ছোট্ট দেশ, KIWI রাজ্য।

Magazine 2015.indd 16 22/10/15 10:21 pm

Best

Compliments and

Greeting for Dashera

from

WESTERN LEGAL
Barristers & Solicitors

WESTERN LEGAL

BARRISTERS & SOLICITORS

Magazine 2015.indd 77 22/10/15 10:21 pm

Sri Chaitanya: His life and Mission in a Social and Historical Perspective

Srikanta Chatterjee

Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Hare hare
Hare Rama, Hare Rama,
Rama, Rama Hare Hare

1.Introduction: 15th century Bengal, a brief social and historical backdrop

Sri Chaitanya (1486 – 1533), the founder of the Bengal School of Vaishnavism - a movement based on bhakti or loving-devotion to the supreme Hindu God, Vishnu - was born in Navadwip in what is now the district of Nadia in West Bengal. Different parts of the geographical area of Bengal – the Ganga-Brahmaputra delta - have had different names in history such as Pundra and Barendra in the north; Rarh and Tamralipti in the west; Samatat and Harikal in the South, and Bangala in the eastern part of Bengal. The seats of political power of the different ruling dynasties over the centuries have also been at different locations.

Chaitanya's multi-faceted life has remained a subject of wide historical interest. His roles as a religious leader, social reformer, travelling and proselytising monk, theologian disputing the great advaita tradition of the philosopher Shankara and reconciling it within his own belief system, and a mystic have all been examined over the centuries in several languages. The purpose of this short essay is to consider Chaitnaya in the historical context of his time and to explore how his movement influenced India in general and Bengal and eastern India, in particular. A brief sketch of his life is also part of the story here.

The Bengali society into which Chaitanya was born had long been in a state of political and social turmoil for various reasons. For nearly three centuries immediately preceding Chaitanya - from around 1200 to 1500 - Bengal had been under an alien Muslim rule which was not favourably disposed toward the religious, social or communal customs and rituals

Magazine 2015.indd 18 22/10/15 10:21 pm

of the Hindus even though the Hindu population far exceeded the Muslim in size. Earlier, for over four centuries (750 -1161), the mighty Pala dynasty ruled over much of Bengal. The Palas were Buddhist and, under their patronage, Buddhism not only flourished within eastern India, but spread to Tibet and over a large part of maritime Asia as India's imperial legacy. When Muslim rule arrived in the 13th century, the Sena dynasty had been ruling in Bengal for over a century (1097- 1225). Although Hindu, the Senas were from the south of India and many of their religious rites and social practices were somewhat alien to Bengal.

Interestingly however, unlike traditional Hinduism, the monastic traditions and practices of Buddhism did not rely heavily on priests or religious texts. The life-cycle rites and daily practices of most people therefore continued to be dominated by Brahman priests and Hindu religious texts. Even the later Pala kings themselves began accepting the cults of two Hindu gods – Siva and Vishnu. So, when the Sena rule came, the traditional Brahman-centred Hindu social, religious and cultural values, which would have been functioning somewhat uneasily under Buddhist rulers, received a fresh lease of life. Under the early Sena kings, Siva was the royal patron overlord; it changed to Vishnu under Lakshmanasena, who was effectively the last of the ruling Sena kings before the Muslim conquest. Lakshmana sena's capital was Lakshnavati or Lakshanauti in Nadia.

Mohammed Ghuri, the Turkish sultan of Ghazni, beat Prithviraj Chauhan's opposing army at the Second Battle of Tarain near Delhi in 1192 and established Muslim rule in Northern India. Ten years after this, Muslim conquest extended to eastern India as Bakhtiyer Khalji, an army officer of the sultan of Delhi, first conquered Bihar and then parts of Bengal, defeating the Sena king Lakshmana Sena who fled from Nadia but continued to rule for a few more years from eastern Bengal.

The first few centuries of Muslim rule, starting in the 13th century - often referred to as the Middle Ages in Bengal's history - were mostly unstable and marked by frequent change of rulers, dynastic feuds, rebellious uprisings and mass murders. Ordinary people, whether Buddhist, Hindu or Muslim, no doubt suffered the consequences of the prevailing political instability and lack of social cohesion and peace, but had little say in the big political events. However, even in this generally 'dark era', there were some rulers, who displayed a degree of religious tolerance toward their non-Muslim subjects and extended their patronage to scholarship and culture. Among them was Sultan Alauddin Hossain Shah who founded what is known as the Hossain Shahi dynasty which ruled Bengal from 1494 to 1519. It was during his rule that Sri Chaitanya's Vaishnava movement started in Navadwip and spread to other parts of India.

2. Islamic rule and Hindu-Muslim mutual social accommodation

One consequence of the Muslim conquest of eastern India was the arrival of many Muslim migrants from not only northern India, but several western and central Asian countries too, including Afghanistan, Turkey and Iran. These migrants included soldiers, skilled

Magazine 2015.indd 19 22/10/15 10:21 pm

administrators, artisans, artists, priests, merchants, lawyers, religious teachers and preachers and fortunes-seekers. To run their administration ably, the early Islamic rulers needed these migrants who were familiar with their values and societal norms, and understood their language and culture. The migrants therefore received royal support and patronage which helped them to settle down and integrate functionally within the local Bengali society. However, even though they shared the religion and social practices with their rulers, in their own society these newcomers were not without class differences. Depending on their occupations and backgrounds, they would be part of either the social elite or the proletariat. For example, there were the qazis, or judges, and ulamas, or religious officials, who would be part of the social elite or ashraf; while artisans, manual workers and other semi-skilled people would belong to the industrial proletariat or atraf. In this practice, the incoming Muslims could not escape from the social stratification that marked the domiciled Hindu society.

The local, non-Muslim, population too had skills, scholarship and experience to offer to the alien rulers and were employed in key positions by them. The Hindus were well represented in the learned professions, revenue collection and general administration, for example. This state-assisted professional accommodation helped both sections of the population to willingly participate in the daily business of governance and to benefit from it. In their social interactions, however, difficulties remained, both amongst themselves and in relation to the followers of other religions.

The rules and practices by which a population conducts its daily life often act as an invisible integrative force within society. Under the sultanate, there were two very distinct body of rules, sanctioned by the respective religions of the two major population groups. Hindus usually observed the rules as codified in the dharmashastra to guide them in their personal lives and social interactions, while Muslims had their shariah. The dharmashastra is a collection of scholarly commentaries on the secular and religious practices of the Hindus in their daily lives. Ancient Hindu law-givers Manu and Yajnavalkya (circa 2nd century BC to 2nd century AD) were among the earliest codifiers of these rules of 'good conduct' (sadachar). The rules did change and adapt in line with changing social needs and attitudes over the centuries, but the acceptance of social status based on one's birth, which endows ritual purity in a hierarchical manner, remained the corner stone of this system. In Bengal, the social and religious practices prevailing at the time had derived largely from the works of several Bengali scholars, the most eminent of whom probably was Raghunandan Bhattacharyya, a contemporary of Chaitanya's. Raghunandan had no fewer than 26 books covering every aspect of the daily conduct of Hindus. These rules and prescriptions have been used widely by Bengali Hindus over a long time, and are not totally extinct even now.

To keep the Hindu society together – and separate from the Muslim – a strict system of caste came to be enforced. Marriage was permitted only within one's own caste, and a person's place in the societal hierarchy determined at birth and in line with one's

Magazine 2015.indd 20 22/10/15 10:21 pm

occupation. To maintain one's ritual purity, higher caste people would be required to keep themselves separate from not just non-Hindus, but also from people from the lower castes within their own religion. It is not surprising that societal practices came to be dominated by the high caste Brahmans who became the guardians of all Hindus, prescribing the rules and handing out penalties for departures from the traditions and practices considered 'proper'. Religious ceremonies and rites became the exclusive province of the Brahman priests and upward social mobility for those in the lower caste order was ruled out.

Sharia, on the other hand, as a body on canonical law of conduct, is based on the Koran and the life, utterances and examples of the Prophet Mohammed. It prescribes common ritual actions and practices for all Muslims and requires largely uniform religious and social norms, irrespective of social status or birth. However, among the Muslims were a group of mystics called Sufis who followed a pantheistic, syncretic, religious or spiritual path which had the power to draw people of different faiths together. The example of their simple life and devotional music had an immediate appeal to many people regardless of religion.

One of the best known of these sufi saints was Kabir, the 15th century poet, Muslim by birth, and a disciple of the eminent Vaishnava guru Ramananda of Varanasi. Kabir lived the life of a mystic and preached through his devotional music the message of syncretic monotheism.

Another significant aspect of the Islamic rule involved the steady process of conversion of Hindus and Buddhists to Islam which helped increase the Muslim population noticeably in Bengal - a process which was to have far-reaching social and political implications over time. In explaining this phenomenon of religious conversion, it is often suggested that Islam offered a kind of social liberation to the ostracised sections of the Hindu society, and a new 'home' to the followers of the declining and decaying Buddhist faith. While there is some truth to this conjecture, there are other possible explanations such as the various forms of religious persecution practised by the rulers, including the application of military force, and direct and indirect social coercion and discriminatory behaviour of the officialdom and the Muslim population in general. Likewise, incentive to convert to the religion of the rulers could come from expectations of material reward. These could and did take the form of royal patronage in non-religious matters such as relief from certain taxes, promotion within the royal bureaucracy and eligibility for certain state-sponsored titles of honour. The arrival of Chaitanya and the spread of the new cult of Vaishnavism must be understood in the historical context of the ongoing process of religious conversion particularly in Bengal. Before we take up these themes, a quick review of the history of Vaishnavism around India as a whole would be instructive.

3. The Vaishnava movements in India and the advent of Chaitanya

Devotional movements centred on the cult of Vishnu or one of Vishnu's incarnations, such as Rama or Krishna, have a long history in India. Indeed, Vishnu is found in the Vedas. The

Magazine 2015.indd 21 22/10/15 10:21 pm

LOTUS FOREIGN EXCHANGE

CONVENIENT ~ AFFORDABLE ~ SPEEDY

No Commission or Fees on Currency Exchange

Foreign Exchange

Exchange your Foreign Currency and
Travellers Cheques at best exchange rates

Telegraphic Transfers

Send Money to India

- Fee only $10
- No deduction at banks in India
- Draft delivery in India is also available at no extra charge

Send Money to Fiji

- Fee only $8

Send Money to Rest of World

- Send money to any Bank Account across the globe Fee only $15

MoneyGram

- Instant Money across the Globe
- Excellent Conversion Rate
- No Bank Account needed
- Reasonable Fees
- Real Value for your Money

MoneyGram. bringing you closer

Visit: www.lotusfx.com ~ Phone: 0800 44 22 88

LOTUS GOLD MERCHANTS LIMITED

Shop 74A, Westfield Shopping Mall, Manukau, Auckland
Phone: 09 263 4878, Fax: 09 262 2937, Email: info@lotusgold.co.nz
AND
Shop 108, Westfield Shopping Mall, Queensgate, Lower Hutt
Phone: 04 589 9584, Fax: 04 589 9583, Email: lotusgold_LHB@hotmail.co.nz
AND
Shop 27, LynnMall Shopping Centre, New Lynn, Auckland
Phone: 09 825 0122, Fax : 09 825 0129, Email: lotus_lmb@hotmail.com

Stunning range of 18 karat
white & yellow Gold Diamond Jewellery

Wide range of 22 karat Indian Gold Jewellery plus:
Precious Stone Jewellery
Silver Jewellery
Gold & Silver Bullions
We buy old Gold ~ Free in-store assessment

Discover Lotus Gold today

Convenient parking

Finance Available

Open 7 Days
Late Nights: Thursday—Friday
Shop Online at: www.lotusgold.co.nz

Magazine 2015.indd 31 22/10/15 10:21 pm

great epics, the Ramayana and the Mahabharata, embody stories involving these divine symbols in their human manifestations. Krishna is the principal divine character in the Bhagavad-gita which, however, identifies Krishna not as an incarnation, but as God himself. The Krishna of the Mahabharata is a different figure from the one loved and worshipped by the Vaishnavas as the youthful cowherd, playfully engaged with the Gopis of Brindaban. The popular legend of the Brindaban lila has arisen from the various Puranas. The Bhagavad Purana, composed around 900 A.D., hints at an unnamed favourite Gopi with whom Krishna has a special loving relationship. Some later writers created the figure of Radha as Krishna's favourite Gopi. This has led to the evolution of the Radha-Krishna cult, which is central to the Vaishnava faith all over India. Probably originating in the Braj country – the birth place and home of Krishna - in northern India, it spread to the other parts of India between the 11th and the 13th centuries. In the south, scholarly theologians such as Ramanuja (1017-1137), Madhavacharya (1238-1317) and Nimbarkacharya (12th- 13th century) helped develop the philosophy and theology of the Vaishnava beliefs and practices. Likewise, in Varanasi Ramanada (1400-1476) and in Bihar Vallabhacharya (1479-1531) popularised systems of devotional worship based on the Vaishnava system of Krishna worship. It was under the influence of Vallabhacharya that Vaishnavism established itself as a faith in Rajasthan and Gujarat. There are differences amongst these theologians about the nature of the Supreme Being (Krishna): whether Krishna is dwaita (dual) or adwaita (non-dual) or even both, but the essential message of the sect viz. that bhakti, loving devotion to Krishna, is the only way to salvation from the never-ending cycle of life, death and re-birth identifies them as part of the same genre.

In eastern India, the arrival of the Chaitanya-inspired Vishnu (Krishna) worship was preceded by the evolution of an entire devotional literature between the 13th and 15th centuries. There was, on the one hand, the Bengali language translation by the 15th century poet Kirtibas of the epic Ramayana, with Rama as the hero and god-head. The literary creations based on the Krishna-Radha theme also arose in this period through the works of poets and devotional figures like Vidyapati, Chandidas and, most notably, Jayadeva. The story of Rama and Sita, and of Krishna and Radha were, thus, very much a part of the popular Bengali culture around the time of Chaitanya. Chaitanya himself took great delight in the lyrics and songs of these poets and saints.

Thus the emergence of Vaishnavism in Bengal in the 16th century was not a sudden occurrence. It was in line with a process which Hinduism has experienced many times in its long history. A polytheistic religion, yet one that acknowledges the Supreme as non-dual and all-pervading, Hinduism has invited debates and divisions stemming as much from its complex theology as from its varied practices. It also has demonstrated an inherent ability to absorb dissents and accept other faiths as worthy of respect.

4. Chaitanya, birth, family and early life

Magazine 2015.indd 22 22/10/15 10:21 pm

The tenth child of Jagannath Misra and his wife Sachi Devi, Visvambhar ('the support of the universe') - the birth name of Chaitanya - was born in Nabadwip on 27 February 1486 during an eclipse of a full moon, considered to be an omen of future greatness. The names by which Visvambhar was also known were Gaur or Gauranga, indicating his fair complexion – a valued and enviable attribute in any Bengali, boy or girl – and Nimai, because he was apparently born under a Nim tree. His older brother, Vishvarup, was the only other surviving child of his parents – all others having died before reaching maturity.

Nabadwip was a prosperous metropolis famous for its scholastic traditions and as a centre of Brahmanical learning. His father had come to Nabadwip from a village in Sylhet in eastern Bengal, and his grandfather had migrated from Orissa to Sylhet around 1451; so the family was of Oriya origin. The mother, Sachi Devi, was the daughter of a scholarly Brahmin, Nilambar Chankravarti, of Navadwip who was also from Sylhet. Jahgannath's strictly vegetarian Vaishnav family, with traditions of Sanskritic scholarship, helped Visvambhar to grow up in a privileged and religious environment. By all accounts, the boy was handsome and highly intelligent, but also full of juvenile pranks and mischiefs, to the delight of his doting parents and neighbours alike. His formal education started in the pathsala – the primary school, as was the custom. At the age of eight, Visvambhar entered 'high school' - the traditional Sanskrit tol - of a Gangadas Pandit. He proved to be a quick learner with a prodigious memory so much so that in only two years he became proficient in Sanskrit grammar and rhetoric, both of which branches of Sanskritic learning are highly valued as they are considered difficult to master. The other branch of learning which Visvambhar mastered at a young age was nyaya or logic, a subject in which the Navadwip tols particularly excelled. The highly intelligent young man was soon to become a formidable debater who delighted in scholarly and theological disputations with all comers. Although, as we shall note, he soon gave up being a 'scholarly debater' to become just a 'humble Krishna worshipper', his debating skills, together with his deep knowledge of the Hindu scriptural texts, were to stand him in good stead in several theological confrontations later in his life. At the age of just 15, he set up his own tol, teaching students at his home. He also married. His wife, Lakshmipriya, was the daughter of a Nadia Brahman.

When he was still a young boy, his elder brother, only sixteen years of age, had left the parental home to become a sannyasi (a mendicant ascetic who has renounced all worldly connections). Soon after this his father died, thus leaving Visvambar to be the sole hope and refuge of his mother. As was customary for teachers and scholars, Visvambar took an extensive scholastic tour - around eastern Bengal, taking part in debates involving intellectual and theological issues. On this tour, he might also have visited his ancestral village in Sylhet where his grandfather and uncles still lived. Meanwhile, back in Navadwip, his wife died, believed to be from snakebite. On his return, Visvambhar remarried, at his mother's insistence, to Vishnupriya, the daughter of a renowned local scholar, Sanatan Misra. The married life of this young woman was not destined to be one of familial bliss in the company of a householder husband. As it turned out, Vishvambhar was also to become

Magazine 2015.indd 23 22/10/15 10:21 pm

a sannyasi soon afterwards and depart from Navadwip. The loss and heartbreak of Vishvambhar's two closest female family members – his mother and his wife – has been the subject of many movingly sad songs and anecdotal stories which, to this day, evoke deep emotions in the Bengali heart, Vaishnava or not. And Vishnupriya holds a special position of honour in the Vaishnava sect.

5. Chaitanya's life: the next phase

A sudden and momentous change occurred in Visvambhar's life on a visit to Gaya, the sacred pilgrimage which is venerated by both Buddhists and Hindus, and which many Hindus visit to perform certain rituals following the death of a parent. The year was probably 1508, when Vishvambhar was around 22 years of age. In Gaya he met a scholarly ascetic by the name of Isvar Puri, who was also from Navadwip, and whom Vishvambhar already knew closely. Indeed, Isvar Puri, while still in Navadwip, tried to persuade Vishvambhar to opt for a life of devotion, but was rebuffed. A jestful Vishvambhar merely picked flaws in the grammar of the scriptural texts Puri was quoting to him! But now in this ancient pilgrim city, in the presence of many worshippers offering obeisance to the various sacred symbols, Isvar Puri found the young scholar more receptive to his persuasion. Vishvambhar accepted him as his guru, renouncing his scholastic pursuits for the life of a simple bhakta, devoted to the service of Krishna.

Vishvambhar returned to Navadwip, a transformed personality. He had no interest in worldly matter, scholarly pursuits, teaching or theological disputations that used to keep him happily occupied prior to the Gaya trip. He continued living at home with his mother and wife, but was emotionally unattached to them both. His life revolved around Krishna worship and singing and chanting the name of Krishna in the company of an increasing number of followers who would gather in the evenings at the courtyard of a certain bhakta named Srivasa. This particular form of devotional music, called kirtan, usually accompanied by instruments like khole and kartal – drums and brass cymbals - came to define the Bengal Vaishnava sect under the leadership of Vishvambhar. The kirtan at Srivasa's home started attracting many new members and soon developed into nagarsankirtan or procession of the kirtan singers around town. The participating procession would observe with reverential awe how Chaitanya himself would begin to dance vigorously, with his arms raised high above his head, until he fell upon the ground in a trance as if in full spiritual communion with Krishna, the object of his devotion.

The message of this new movement soon spread beyond Navadwip and it helped to make the city a centre of Vaishnavism to which came new converts, including some highly respected figures like the learned Advaitacharya of nearby Santipur. Some fifty years older than Chaitanya, the scholarly Advaitacharya was so moved by Chaitanya's expression of bhakti that he would touch the latter's feet, when he was in one of his trances, as a mark of respect. There was another ascetic Vaishnava in Navadwip who was to play a crucial role on the future development of the sect. His name was Nityananda who had travelled widely

Magazine 2015.indd 24 22/10/15 10:21 pm

around India in his spiritual wanderings. He became closely attached to Vishvambhar over two years immediately preceding the latter's renunciation of the world. That the new movement was not confined to any particular faith is demonstrated by the fact that the kirtans and the nagarsankirtans attracted several Muslims; one of the better-known among them was an ascetic named Haridas, who was born and raised a Muslim. He has come to be known as 'Jaban' Haridas (Haridas the Muslim). He remained a close associate of Vishambhar all his life.

A typical NagarSankirtan, led by Chaitanya

Despite this widespread appeal in and around Navadwip of the new creed, there were sections of the traditional Brahman elite and others who were opposed to it. In their effort to supress it, they employed various means including inciting two young men of high birth but wild character, Jagai and Madhai, to physically attack Nityananda when he was out singing and preaching in the streets of Navadwip. Bleeding from his wound, Nityananda calmly urged the men to sing the name of Hari when Vishvambhar arrived on the scene. He asked them why they had not attacked him instead of one of his followers. This lack of anger and the loving and forgiving spirit of these two men of faith in the face of violence touched Jagai and Madhai so much that they felt remorseful and joined the new faith as devout disciples.

The nagarsankirtan, the very heart of Vishvambhar's new-found method of social engagement, was particularly disliked by his opponents. They appealed to the Muslim Kaji to ban the 'noisy practice' as a public nuisance. The Kaji, in turn, issued some sort of order prohibiting the noise the Vaishnavas were making in the streets. A defiant Vishvambhar chose to ignore the ban and proceeded to stage a massive nagarsankirtan which paraded through the streets before converging on the Kaji's house. Perhaps out of fear for his own safety, but perhaps also recognising the spiritual nature of the activity, the Kaji withdrew the ban and, reportedly, even joined the chanting group. This is probably an early example of non-violent mass resistance as a weapon of political protest, which Mahatma Gandhi so effectively used in his struggles both in South Africa and India in more recent times.

The continuing opposition and scorn of the orthodox sections of Navadwip's Brahmanical society, must have influenced Vishvambhar's decision to take the final step of his already other-worldly existence and become a sannyasi, i.e. renounce the material world. The customary formal rite of initiation was completed secretly at Katwa, a small village not far from Navadwip. It was performed by Kesava Bharati, another ascetic of the Vaishnava sect, who became Vishvambhar's second guru. He took the name Sri Krishna Chaitanya, a sannyasi with no other identity.

6. The sannyasi's departure from Nadia and arrival at Puri, his next abode

Magazine 2015.indd 25 22/10/15 10:21 pm

The shaven-headed, saffron-clad sannyasi was now ready to travel away from the familiar surroundings of his home and take up residence in his longed-for Brindaban, the holy abode sanctified by Krishna himself and his gopis. He was persuaded to spend a few days in Santipur, the home of the saintly Advaitacharya, before leaving Nadia. His mother and wife joined them and they all rejoiced in the devotional music, chanting and complete immersion in the Krishna delights. Sachi cooked for the congregation and her joy was complete, watching her son and his followers delighting in the feast.

While Sachi was now mentally prepared to let her son go his own chosen way, she made a request that, instead of Brindaban, Chaitanya make Nilachal or Puri his next abode. Puri being much nearer to Bengal, bhaktas could visit him more easily and she could get news of her son from them. The sannyasi agreed to the eager entreaty of his mother, changed his plan and proceeded to travel to Puri instead. Four close disciples had been chosen to accompany him on this long journey.

Travelling south on foot along the river Bhagirathi, and stopping at various shrines to pay respect to the deities, the group reached what is now Diamond Harbour. They then took a boat to Prayag-ghata, almost on the border of Orissa, and finally walked again through Balasore and Cuttack to Puri, visiting the famous temple of Bhubaneshwar on the way. His first vision of the temple of Jagannath made him swoon in a fit of devotional ecstasy. A famous Vedantic scholar, Vasudeva Sarvabhauma, happened to be there at the time. He arranged for the unconscious Chaitanya to be taken to his home to help him to recover. Chaitanya regained consciousness after a while and stayed at Sarvabhauma's home as his guest.

Sarvabhauma was also a Bengali from Nadia and the founder of the new school of logic (navya nyaya) for which Navadwip was famous. Chaitanya, as noted earlier, had also been a great logician who studied and taught this branch of logic in his pre-sannyas days. The coming together of the two scholars had a remarkable and most unexpected theological outcome. Older in age and an ardent follower of Shankaracharya's Vedanta philosophy, Sarvabhauma invited Chaitanya, the young Vaishnava, to listen to his interpretation of the Vedanta-sutras in the hope perhaps that Chaitanya might convert to the Vedanta. The discourse continued for seven days; Chaitanya listened attentively but never spoke. An irritated Sarvabhauma felt slighted at this and expressed his doubt as to whether Chaitanya had understood the Vedanta. Chaitany'a surprising response was that he did understand the sutras perfectly well, but considered Shankar's commentaries on them to be wrong-headed. Intrigued by this seemingly arrogant comment of one who was so young and perhaps unfamiliar with Shankar's profound philosophical writings, Sarvabhauma asked Chaitanya to give him the benefit of his own interpretation of the sutras. Chaitanya then proceeded to explain the sutras in his own way without referring to Shankar's monistic interpretation. He explained that Brahma, the Absolute Truth, and the individual soul, with which every created object is endowed, are both true. They are separate and united at the same time.

Magazine 2015.indd 26 22/10/15 10:21 pm

It is therefore wrong to proclaim the whole universe as Maya, an illusion, and only Brahma is True, as Shankaracharya had done. The imagery of Radha and Krishna, separate as individuals, but united in the devotional communion of love, is based on this achintya-bhedabhed (inconceivable, simultaneously-one-and-many) doctrine. This idea is at the very heart of the theology of Chaitanya Vaishnavism. Sarvabhauma, the great Vedantist scholar, was so impressed with Chaitanya's simple but insightful interpretation of the Absolute Truth and its relationship with individual objects that he converted to Vaishnavism and became an active preacher of the faith. As news of this surprising event became widely known, it attracted many new followers from all over Orissa.

7. Chaitanya the pilgrim: destinations, purposes and achievements

After a few months in Puri, offering obeisance to Lord Jagannath, delighting in the regular nagarsankirtan with followers and partaking of the Lord's mahaprasad, Chaitanya embarked on his pilgrimage. Nityanananda arranged for a certain Krishnadas Vipra to accompany him on the long journey which started in April 1510. Heading south, the pilgrim travelled in the Telugu country visiting several shrines before reaching Rajamundry on the bank of the river Godavari where he bathed at a spot associated with Buddha. It is here that he had a memorable encounter with an erudite Vaishnava by the name of Ramananda Ray about whom Sarvabhauma had informed Chaitanya. Ramananda was the Governor of Vidyanagara under the Orissa king Prataparudra. The two bhaktas met here on the bank of the Godavari and engaged in conversation on Krishnabhakti and the nature of the devotee's love for the Lord.

Chaitanya then proceeded into the Tamil country visiting holy shrines in Madura, the Tirupati Hills and Conjeevaram, and reaching Rameswaram at the southern tip of India. Going round Kanya Kumari, Chaitanya entered Travancore and Malabar in what is now the state of Kerala, and then on to the Mysore State where he visited the famous Sringeri shrine founded by Shankaracharya. He offered worship at all shrines he visited, including some Siva shrines. Travelling through the Kanara country, he reached Udipi, the centre of the Madhava sect of Vaishnavism. The Krishna image in the shrine here was brought in by Madhavacharya himself. Chaitanya spent a few days here worshipping at the shrine and engaging in discourses with the Madhava followers on the essential nature of the Vaishnava belief system. Heading north along the west coast, he entered the Maratha country and parts of Gujarat, arriving finally at Dwarka, the one-time abode of Krishna. He spent a few days here, visiting the shrines and offering worship. On the return journey, Chaitanya travelled across central India following the river Godavari and meeting up again with Ramananda Ray at a place within his jurisdiction before returning to Puri after some 20 months of travel.

Considering the distances he covered, much of it on foot, it is astonishing that a saintly figure would venture out with no ambition other than to offer personal respect to some of the venerated religious and spiritual centres of India's age-old culture. What might be the

Magazine 2015.indd 27 22/10/15 10:21 pm

inspiration behind such practices which Indians down the millennia have followed? One possible explanation is attempted below.

The idea of 'Bharatvarsha', ('India' is an alien term) as a single political or national entity is a tenuous one, at best. India has never been a single nation. A single geographic land area divided by many diverse customs and practices, and ruled over much of its history by independent rulers controlling their local kingdoms, the strongest element in pluralist India's cultural identity is probably the traditional Hindu faith, warts and all. The faith too, being pantheistic and non-congregational, does not draw its adherents together in any organised manner. The practice of visiting the holy places – the pilgrimage sites – to pay one's personal respect to some age-old cultural icons is perhaps a way to identify oneself culturally with the idea of Bharatvarsha, regardless of one's particular religious belief. Long before Chaitanya, great thinkers and religious leaders such as Shankaracharya (780-820) - a Vedantist Hindu, and Ateesh Dipankar (980-1054), a Mahayana Buddhist - had also travelled widely visiting the holy places and spreading their spiritual and religious messages through discourses, conversations and personal practices and examples. What was perhaps unique about Chaitanya was the principal method of his religious engagement with the masses, viz. his kirtan and nagarsankirtan, which would draw people together in an act, a congregation, which is at once joyful and devotional, and which, by its very nature, helps to unite people of different castes, creeds and social status. Thus, on his long religious sojourns, Chaitanya inspired many ordinary people to know and appreciate devotion or Krishnabhakti as part of their daily lives – as a kind of inner conversion - whether or not they were formally converted Vaishnavites.

The bhaktas in Puri rejoiced in the return of Chaitanya and the message was conveyed to his mother, and to the Vaishnavas in Nadia and elsewhere in Bengal. A large party of pilgrims from Bengal soon made its way to Puri, arriving there at the time of Jagannath's annual car festival (rathajatra) to share in its delights, and also to be with Chaitanya himself. This pilgrimage later became an annual event. When the time came for the pilgrims to return home, Chaitanya chose two of the most eminent bhaktas – Advaitacharya and Nityananda - to engage in preaching bhakti to the masses in Bengal, regardless of their social status or caste. Thus, Chaitanya himself started the practice of proselytising, to make his belief system reach the ordinary people who had long felt socially excluded because of the hierarchical arrangements in the Hindu society dominated by the higher caste Brahmins.

Two years after his return from the trip around southern and western India, Chaitanya embarked on his only other long pilgrimage, this time to his cherished Vrindaban, stopping en route to visit his mother at Santipur and, characteristically, seek her permission to make this pilgrimage. While still in Bengal, two brothers, both high-ranking officials at the court of the Muslim ruler in Gaur, came to see him. They had descended from a Maratha Brahmin family of high social standing, but converted to Islam while in the service of the ruler. They had remained spiritually unfulfilled, and sought Chaitanya's blessing. Chaitanya told them to

Magazine 2015.indd 28 22/10/15 10:21 pm

ignore their high social standing and consider themselves “very lowly” and Krishna will release them. They became Vaishnavas, and Chaitanya named them Rupa and Sanatana.

On the way to Vrindaban, Chaitanya and his companions stopped in Varanasi, the greatest of all Hindu holy places; but it is the abode of Viswanath or Siva, and steeped in the Vedanta tradition. The Brahmins of Varanasi who had heard of Chaitanya’s reputation as a revered Vaishnava leader showed little interest in his presence in the city. They ridiculed him as a trader in emotionalism with nothing spiritual to offer. Chaitanya moved on and reached the river Yamuna, associated with many legends of his beloved Krishna. Emotionally overcome, he plunged headlong into the river ignoring the risk of injuring himself. His followers had to rescue him frequently from such emotionally charged spontaneous acts. Reaching Mathura, he visited all the holy sites associated with Krishna and his consorts. Travelling on to Vrindaban, Chaitanya experienced the same overwhelming ecstasies, which often made him swoon, to be revived by his worried followers. He danced with vigour on the streets, with his arms raised, chanting the name of Krishna, and was joined by many Vrindaban locals. His followers eventually took him away from Vrindaban to Prayag, near the present day Allahabad, where they joined in the great bathing ritual, the Kumbha mela. Here Rupa joined him, having already given up his high position at the royal court and all his material possession.

The party paid another visit to Varanasi on the return journey, where Rupa’s brother Sanatana also joined them. He too had relinquished his high office to lead the life of a Vaishnava. Chaitanya spent time with them teaching the doctrine of bhakti. He then commanded them to settle in Vrindaban and practice, teach and preach the doctrine.

On this visit, Chaitanya had come into contact with the Varanasi Brahmins, and another remarkable conversion occurred as a consequence. He had a dialogue with a leading Vedantic scholar, by the name of Prakasananda Saraswati, about the nature of Shankar’s doctrine of Vedanta and his own Krishna-bhakti. He explained why he considered Krihnabhakti to be the richer of the two. This is the Vedantist who had earlier ridiculed Chaitanya as a mere sentimentalist and condemned Advaitacharya as misguided, for his conversion to Vaishnavism. The power of Chaitanya’s intellect, his command over the scriptural texts and his debating abilities, aided no doubt by the example of his simple life of a bhakta, seemingly influenced even the most talented of his theological opponents. After his meeting with Chaitanya, Prakasananda converted to Vaishnavism.

Chaitanya returned to Puri, probably in 1515, and spent the remaining eighteen or nineteen years of his life there. The circumstances of his death are not clear, but probably the account that he had suffered an injury to his foot which caused an infection and a fever resulting in death is the most accurate. The date was July 1534. The body was probably buried within the temple precinct, as is customary with saintly figures.

For someone as scholarly as Chaitanya, it seems surprising that he left no written literature except the eight verses in Sanskrit, “the Sikshashtaka”(the eightfold path of bhaktivad), which contained the instructions on how Vaishnavas should conduct their lives. It may be that, as a sannyasi, he chose to detach himself completely from activities that give rise to ego or self-consciousness. In a

Magazine 2015.indd 29 22/10/15 10:21 pm

clearer evidence. His movement attracted some Muslims too, as has been noted before, but the numbers were not very large.

Some scholars however point out that Chaitanya's own attitude to what he considered "propriety of conduct" in societal relationships was somewhat conservative, in contrast to his own personal beliefs and behaviour in matters of caste and religion. Thus, it was with Chaitanya's knowledge and approval, that Haridas, the Muslim disciple, kept away from the Puri temple so that his presence did not compromise the "purity" of the servitors (sebaits) of the temple. Out of similar considerations, Sanatana would not use the main road by the temple gate. The Chaitanya Charitamrita, the most respected biography of Chaitanya, quotes him as expressing such views about the "propriety of conduct". There had also developed a certain cooling of relations between Nityananda and Chaitanya towards the end of the latter's life. It is believed that Nityananada's acceptance of many members of the subarna-banik (goldsmiths) community, who were wealthy but low in the social caste order, was not looked upon with favour by Chaitanya. There thus seems to be a degree of ambivalence in Chaitanya's attitude to caste and to the established order in a wider societal context. He probably felt hesitant to seek complete abolition these long-held practices.

It must surely be pertinent to observe in a wider all-India perspective that the period in which Chaitanya preached his ideas as a spiritual/religious figure also saw the emergence of a moderately large group of similar saintly figures with similar messages of simple living, devotion to the Supreme and social harmony. Thus, between the 15th and the 17th centuries, personalities such as Goswami Tulsidas, Kabir, Chandidas and Vidyapati, Meerabai, Tukaram, Samarth Guru Ramdas, and Guru Nanak Dev, to mention just the best-known of them, arose in different prats of India. As invading foreign rulers imposed many restrictions on the daily lives and practices of the people, it was as if the age-old culture of the land responded with the message of love and harmony in the face of organised coercion as a 'coping mechanism' and a means to seeking inner peace.

Concluding observations

In assessing Chaitanya's manifold contributions to the Bengali society, some scholars have suggested that he should be placed as the guiding spirit of Bengal's "first renaissance" - the more widely recognised renaissance of the 19th century being the second. However, two leading figures of the 19th century renaissance, Bankim Chandra Chatterjee and Swami Vivekananda, both expressed a radically different opinion about the role of Chaitanya and his Bhativad in moulding the character, particularly of the Bengali and the Oriya people. While not diminishing Chaitanya's own personal beliefs and practices, they both thought that devotion as preached by Chaitanya caused a "loss of individuality" in the devotees and contributed to a "loss of action or purpose" in their social relationships. Krishna in Bankim's mind is a symbol of "manliness" and "courage"; a warrior-strategist in the battlefield. This is the Krishna of the Mahabharata. He considers the Chaitanya-inflicted transformation of Krishna as a playful lover, seducer of gopis and householder- the Bhagvata Purana version of Krishna - as "tragic"; it has made Bengal "lose all sense of manliness", observes Bankim. In Vivekananda's judgement too, the effect of Chaitanya's preaching of bhakti has been to make the nation "effeminate"; "a race of cowards".

The movement however lost much of its force not long after Chaitanya's departure and, even with several attempts at reviving it at different times over the last few centuries, it remains a relatively minor sect, especially in eastern India.

Magazine 2015.indd 30 22/10/15 10:21 pm

শ্রী শ্রী গুরুআরাধিতা শারদীয়া পূজা

শ্রী গুরুচারনাশ্রিতা মিনতি রায়

প্রতি বছরের মত ঁপূজা আসন্ন - কার পূজা, কি পূজা, সে কথা বলার প্রয়োজনই হয় না। আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সবাই বুঝে নেয় - এ পূজা ঁমা দূর্গার, আর কারও নয়। এ ঁপূজার কথা সকলেই জানেন। আজ ঁমায়ের এই পূজা শুধু দেশেই নয় অপিতু সুদুর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আনন্দোৎসব রুপে উৎযাপিত ও এর খ্যাতি ও ব্যাপ্তি ক্রমবর্ধমান।

আজ আমি এই উৎসব আমাদের শ্রী গুরু আশ্রমে - যা ভারতের ঝারখন্ডের দেওঘরের করনিবাদে অবস্থিত, কি ভাবে উৎজাপিত হত তাই সংক্ষেপে উল্লেখ করার চেষ্টা করব। এই পুজার মুখ্য উদ্যোক্তা ও প্রধান পুরোহিত ছিলেন আমাদের পারামারাধ্য গুরুমহারাজ শ্রী শ্রী মোহনানান্দ ব্রহ্মচারী মহারজ জী। আর, এই রাম নিবাস করনিবাদ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হলেন যুগপুরুষ মহাতাপস শ্রী শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারজ জী।

শ্রী শ্রী বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারজ জীর সুযোগ্য উত্তরসুরী, মানসপুত্র , আদর্শ শিস্যের পরাকাষ্ঠা,শ্রেষ্ঠ আচার্য ,সহ্রিদয়তায় দিন-দুঃখী-আতুরের সম্বল আবার ধনী-দরিদ্র-মুর্খ-বিদ্বান নির্বিশেষে সবার সুহ্রিত, বেদজ্ঞ, দার্শনিক, মনীষী এবং লোক শিক্ষক ছিলেন আমাদের পারামারাধ্য গুরুমহারাজ শ্রী শ্রী মোহনানান্দ ব্রহ্মচারী মহারজ জী। শ্রী মহাপ্রভুর প্রতিভাস তাঁর শ্রী অঙ্গে বিভাসিত। একই সঙ্গে শিশুর সরলতা, বন্ধু-সখা হয়ে তিনি কাছে আসতেন আবার ধ্যানে-ভাবে-মননে তিনি চলে যেতেন সবার ধরা ছোওয়ার বাইরে। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি সুসংবেদনশীল- শুধু মানুষ ই নয় , উদ্ভিদ, জীব-জন্তু সবার জন্যই তাঁর ছিল অপার করুনা। এমনি রাজার রাজা-আমাদের শ্রী গুরু মহারাজ জী যখন আশ্রমে শারদীয়া দূর্গাপূজা স্বয়ং সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় নিয়মে বিভিন্ন সাধু,ব্রহ্মচারী, ব্রতী, যতি, পন্ডিত, ভক্ত, শিষ্য সমাগমে মহাসমারোহে মায়ের পুজো প্রথম থেকে শেষ অবধি সুসম্পন্ন করতেন তখন আশ্রমের পরিমন্ডলে এক আশর্য স্বর্গীয় ভাবগম্ভীর অন্নন্দজ্বল ভক্তির আনন্দ ধারা সর্বত্র বিরাজ করত।

আশ্রমে শারদীয়া মায়ের পূজা "নব রাত্রি পূজা" রূপে হয়। শ্রী শ্রী গুরুমাহারাজ জী ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় 'বিল্ব বরণ' করতেন, বিল্ব বৃক্ষে (বেল গাছ) মায়ের প্রবোধন (জাগরণ) করে। পরের দিন, সেই জোড়া বেল ই কলা বউ এর সাথে এক যোগে প্রতিষ্ঠিত করে পুজো হত। এর পর সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত শ্রী মায়ের চিন্ময়ী রুপি প্রতিমার শাস্ত্রীয় নিয়মে প্রাণ প্রতিষ্ঠা থেকে সুরু করে ষোড়শোপচারে পূজা আবার মৃন্ময়ী রূপে কুমারী পুজো , সন্ধি পুজো , বটুক পুজো

Magazine 2015.indd 32 22/10/15 10:21 pm

(মহাদেবের পুজো) , চন্ডিপাঠ, নবমীর হোম / যজ্ঞ , নিত্য পুষ্পাঞ্জলি, আরতি ও তৎপশ্চাত বেদ মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে মন্ডপ পরিক্রমা - এক অপূর্ব ভাব গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করত। প্রতি দিনই থাকত দু বেলা সবার জন্য অবারিত ভান্ডারা। অবশেষে দশমীর অপরাজিতার পুজো,দধিকর্মা ইত্যাদির পর বিসর্জন। সেই মুহূর্তে শ্রী গুরুমহারাজের অশ্রুসজল ভাব ওখানে উপস্থিত সবার প্রানেই সঞ্চারিত হত।

এর পর গুরুদেব তাঁর আসনে বসে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মন , উপস্থিত পন্ডিত, যতি , ব্রতী প্রভৃতি সবাই কে যথোপযুক্ত দান-দক্ষিণা দান করার পরে আশ্রমে আগত সকল ভক্ত-শিষ্যর প্রনাম গ্রহণ করতেন ও ঁমায়ের বরপ্রভাব অপরাজিতা, নির্মাল্য ও শান্তি কলসের যব অঙ্কুর প্রতিক ও নানা রকম ফল - মিষ্টি সকলকে দিয়ে আশির্বাদ করে উৎসবের সমাপন করতেন। অবশেষে শ্রী শ্রী গুরুদেবের লেখা শারদীয়া পূজা উপলক্ষে নির্বাচিত প্রবন্ধের কিছু অংশ দিয়ে আমার এই লেখা শেষ করছি –

" সদাশিবের নিকট প্রাপ্তবরে দোর্দন্ড প্রতাপ রক্ষ কুলপতি লঙ্কেশ্বর রাবনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যাত্রার পূর্ব্বে ভগ্বানবতার শ্রী রামচন্দ্র সংহত্রীবরদায়িনিশক্তি শ্রীদুর্গার অকাল বোধন করিয়াছিলেন। শ্রী রামচন্দ্র জগন্মাতাকে তিন দিন মর্ত্যধামে রাখিয়া অতিশয় নিষ্ঠার সহিত এমনকি প্রতিশ্রুত অষ্টোত্তরশত নীল্ কমলদল এক সংখায় লঘু হওয়ায় নিজ অক্ষিকমল উৎপাটনে তৎপর হইয়া জগন্মাতাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। অতঃপর চতুর্থ দিনে বিশ্বশক্তির বরপুষ্ট হইয়া তিনি নিজ বিজয় যাত্রা সম্পন্ন করিয়া ছিলেন। "-

এরপর শান্তিজল -"অর্থাৎ মাতৃস্নেহে মাতৃবাৎসল্য মাতৃঅনুকম্পার অমৃতময়ী শান্তিকুম্ভজলে পরিস্নাত - পরিপুত হইয়া আমরা যেন নির্ম্মল হইতে পারি।" বিশ্বশক্তির প্রতিমা নিরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র অহংকারকে দীনতায় নিম্মর্জিতকরিয়া এই কলুষ বহুল সংসার পথে নিরঞ্জন থাকিতে পারি। আমাদের বোধন ও আরাধন সার্থক হউক।

অবশেষে আজ আমরাও সবার সাথে জগৎজননী শ্রী মার শ্রী চরণে দেশের ও দশের সাথে সাথে নিজের ও আত্মিক, সার্বিক দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটার প্রার্থনা জানিয়ে তাঁর বিশ্ব শক্তিতে বলিয়ান হয়ে উঠতে পারি

Magazine 2015.indd 33 22/10/15 10:21 pm

WHY COME TO GROW

Vicky Roger

GROW New Zealand Community Mental Health Movement

We're here to help, Shyness, Depression, Anxiety, Loneliness, Panic Attacks, Inability to Cope or 'Stuck in a Rut', You alone can do it, But you can't do it alone.

"Helping people help themselves"

What is Grow?

Grow is weekly meetings of small groups of people who have experienced depression, anxiety or other mental or emotional distress, who come together to help each other deal with the challenges of life. Some people come to GROW while struggling with a life crisis such as the loss of a job, a loved one or a relationship.

It can be extraordinarily liberating and affirming to share problems with others who are encouraging and accepting, and facing similar issues.

One in five adults in New Zealand experience a mental disorder at some time in their life. Changing thinking and behavior patterns while sharing thoughts and feelings with understanding people is considered a very effective way to treat mental and emotional distress. This is GROW's approach based on 50 years experience.

What are GROW Meetings Like?

Grow groups vary in size from 3 to 15, and are run by their own members. Meetings are held weekly and last two hours. They combine personal testimonies, reports on progress, group work on members' problems, and adult education about rebuilding lives. Between meetings members keep in touch through friendly phone calls and outings..

Who Can be a Grower?

Anyone who is willing to help and be helped. Participation in GROW is strictly voluntary and anonymous, and there are no fees or dues. Members know one another by first names only. Many members come to GROW initially because they need help due to some life crisis- a death in the family, divorce, or a change in career.

The First Step is the Hardest. "We admitted we were inadequate or maladjusted to life." What this means in different words is that we have definite problems in living that we want to overcome.

Friendship The Key to Mental Health

A grower said recently. Before I came into Grow I thought I had a lot of friends. Now I know I had a lot of acquaintances. With acquaintances our link is occasional, casual. With a friend it is intimate, significant and lasting.

The Overall Key to Mental Health

Settle for disorder in lesser things for the sake of order in greater things; and therefore be content to be discontent in many things.

Some First Principles

Personal Value: No matter how bad my physical, mental, social or spiritual condition, I am always a human person, loved by God and connecting link between persons, I am still valuable, my life has a purpose, and I have my unique place and my unique part in my Creator's own saving, healing and transforming work.

Ordinariness: I can do whatever ordinary good people do, and avoid whatever ordinary good people avoid. May special abilities will develop in harmony only if my foremost aim is to a good ordinary human being.

Mutual Help: The more maladjusted I am, the more I need help, yet to grow out of maladjustment I need to become concerned for and to be helping others.

The Three Basic Convictions:

1. I am not acting alone, but co-operating with the invincible power of a loving God and with trustworthy and friendly helpers.

2. I can compel my muscles and limbs to act rightly in spite of my feelings.

3. My feelings will get better as my habits of thinking and acting get better.

GROW

Offers you its remedy

TRUTH

CHARACTER

and

FRIENDSHIP

Which is also its challenge

Are YOU capable of truth? Can YOU face life with character? Are YOU prepared to be a friend?

Come Join Us and Live Life to the Full

Magazine 2015.indd 35 22/10/15 10:21 pm

With Best Compliments

from

Gulati Food and Spices

An Indian Grocery store

gulatifoodandspices@gmail.com

687 Sandringham Road, Mt. Roskill, Auckland Ph: 09 620 8685

Best Compliments and Greeting for Dashera from Shubh Restaurant and Takeaway

Baljit Kaur (Restaurant Manager) 520 Sandringham Road,

Sandringham Auckland.

Ph: 09 845 4381, 0800 030 686, 022 3151 762

Magazine 2015.indd 38 22/10/15 10:21 pm

দারা শিকোহ্

অমিত সেনগুপ্ত

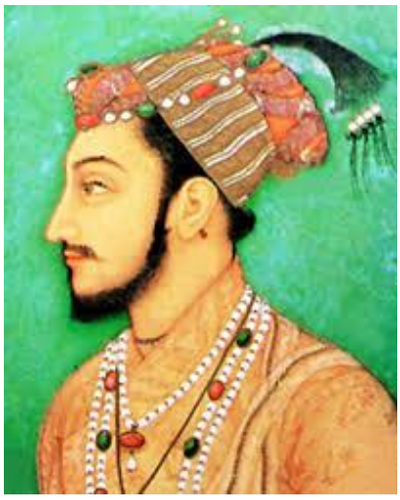

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে, তথা আধুনিক ভারতের গঠন ও বিবর্তনের পিছনে রাজা রামমোহনের রায়ের অবদান কতখানি এবং তাঁর ভূমিকার তাৎপর্য কী, এই আলোচনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলার নবজাগরণের চরিত্র, সীমা ও গুরুত্বের প্রশ্ন। এই শতকের বাংলার নবজাগরণ, যা পরে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে যতই সংকীর্ণতা, দুর্বলতা এবং স্ববিরোধ থাকুক না কেন, সামগ্রিকভাবে তা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মনীষী ও চিন্তানায়কদের জীবন, চিন্তা ও কর্মধারা আধুনিক ভারতবর্ষের জন্ম দিয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর এই নবজাগরণের সুচনা হয় রাজা রামমোহন রায়ের হাত ধরে। ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপনের পরে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে নবজাগরণের উপাদানগুলি পরিস্ফুট হলেও, তার সুত্রপাত ভারতবর্ষে মধ্যযুগের জীবনধারাতেও লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের ধর্মতত্ত্ব ও সমাজ-সংস্কার নিয়ে যে সব ভাবনা-চিন্তার ও আন্দোলনের সুত্রপাত হয়, তা যে উনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সে কথা মনে রেখে উনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনের বিশেষ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ এখনও যথাযথভাবে হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। মধ্যযুগের উদারনৈতিক-মানবিক-যুক্তিশীল ধারার সাথে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়ন যথেষ্ট জরুরী বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। যদিও এই দুই পর্যায়ের সময়কালের, সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের অনেক পার্থক্য আছে, তা সত্ত্বেও উভয় ব্যবস্থাতেই অর্থাৎ মধ্যযুগে ও ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পরে, একদিকে সামন্ততান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা ও তার আনুষঙ্গিক চিন্তাধারা, অন্য দিকে ঔপনিবেশিক আধিপত্য, ভারতীয় সমাজের অগ্রগতির ও রূপান্তরের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই দুই প্রতিবন্ধকতার অবসান না ঘটিয়ে কখনই বহু ভাষাভাষী, ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতি অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে এক উন্নত আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করা সম্ভব ছিল না।

আমি চেষ্টা করব ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের যে সমস্ত উপাদান, বিশেষ করে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত চিন্তা-ভাবনা, মধ্যযুগে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেয়, তারই একটা রূপরেখা উপস্থিত করতে। আর এই দুই যুগের বিশিষ্ট দুই ব্যাক্তি, যাঁরা ভারতবর্ষের আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে ও নবচেতনার উন্মেষে অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ও অন্যজন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের। শেষের জন যে রাজা রামমোহন রায়, তা পাঠকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। কিন্তু আমার আলোচ্য বিষয় হল প্রথম জন। অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজসংস্কার ও নবজাগরণ আন্দোলনের স্রষ্টা দারা শিকোহ্‌র অবদান সম্বন্ধে।

দারা শিকোহ্ ও রামমোহন এই দুইজনের সময়কালের ব্যবধান প্রায় দেড়শ বছর। ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় দুজনেই নুতনভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন। তাঁদের আদর্শগত সংগ্রামের ফলে সমাজে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আদর্শের জন্য দারা শিকোহ্ শহীদ হন এবং রাজা রামমোহনও রক্ষণশীলদের দ্বারা অনেকবার আক্রান্ত হন। তাঁদের দুজনের রচনার মধ্যে যে সমস্ত আদর্শগত উপাদনের প্রকাশ ঘটে, তার ফলে ভারতের নবজাগরণের সূচনা হয়।

Magazine 2015.indd 39 22/10/15 10:21 pm

রামমোহন দারা শিকোহ্‌র রচনাবলীর সাথে কতটা অথবা আদৌ পরিচিত ছিলেন কিনা তা আমি জানিনা। কিন্তু আরবি-ফারসী ভাষায় বুৎপত্তি থাকায় রামমোহন ইসলামধর্ম গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই সূত্রে সম্ভবত মধ্যযুগের সাধনার, ধর্মশাস্ত্রের ও দর্শন চর্চার সাথেও সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজসংস্কারক ও নবজাগরণ আন্দোলনের স্রষ্টা দারা শিকোহ্‌র রচনার সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। সম্ভবত সুফী মতের ইসলামধর্ম চর্চা করার সময় তিনি দারা শিকোহ্‌র মতের সঙ্গে পরিচিত হন। সংস্কৃত, আরবি, ফারসী ও ইংরাজী ভাষা ভালভাবে জানতেন বলে হিন্দুশাস্ত্র, উপনিষদের একেশ্বরবাদ, ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে গ্রীক চিন্তা-ভাবনা এবং খৃষ্টধর্মের সাথেও রামমোহনের পরিচয় হয়।

মধ্যযুগে দারা শিকোহ্‌র চিন্তাধারা যার ভিত্তি স্থাপন করে, উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন তার পূর্ণ রূপ দান করেন। আমি আগেই বলেছি যে সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজসংস্কার ও নবজাগরণ আন্দোলনের স্রষ্টা দারা শিকোহ্‌। এই দারার কথা ইতিহাসে আমরা তেমনভাবে পাইনা। পাঠ্যপুস্তকে সাধারণত পড়ে থাকি, "তিনি ছিলেন খুব ধার্মিক, শাহজাহানের বড় এবং সব চেয়ে প্রিয় পুত্র। এবং তাঁরই তৃতীয় ভাইয়ের হাতে তিনি নিহত হন সিংহাসন অধিকারের লড়াইয়ে।" এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে ইতিহাসের পাতায় তাঁর কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়নি। তাঁর দেশবাসীর কাছে তিনি এখনও বিশেষ পরিচিত নন। ইতিহাসের পাতাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু দারা শিকোহ্‌র হত্যা শুধু সিংহাসন দখলের লড়াই-ই ছিল না, ছিল দুই আদর্শের লড়াইও।

এই প্রবন্ধে সে কথাই আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব।

দারা শিকোহ্‌র জন্ম হয় ১৬১৫ খৃস্টাব্দের ২০ মার্চ। অর্থাৎ এই বছর তাঁর ৪০০তম জন্মবার্ষিকী। তিনি ছিলেন সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন পন্ডিত, সৈনিক, প্রেমিক এবং চারুকলার দক্ষ বিচারক। তাঁর চরিত্রে ছিল বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্রময় মিশ্রণ। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত মুসলমান এবং আরবি, ফারসী, সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষা আয়ত্ত করে সাহিত্যের মহৎ ও মূল্যবান উৎকর্ষের বোদ্ধা। বিভিন্ন জাতির জ্ঞান আহরণ করে তিনি নিজেকে সমৃদ্ধ করেন। সংস্কৃত ভাষা থেকে বহু বিষয় অনুবাদ করে, সনাতন ভারতীয় মননশীলতার সাহায্যে ইসলামী সংস্কৃতির উন্নতি সাধন করেন তিনি। মানবজাতির ঐক্যের জন্য, সত্যের সন্ধানে আত্মনিয়োগ ও নিজেকে উৎসর্গ করেন। এইজন্য তিনি অন্যান্য সমস্ত দর্শন ও মতামত খোলা মনে অধ্যয়ন করেন। একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে মুঘল সম্রাট শাহজাহান যুবরাজ দারাকে বলেন আরবি ও ফারসী ভাষার সাহায্যে গ্রীক, রোমান, আরব ও ইরাণি জনসমষ্টির জ্ঞান এবং সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞান আহরণের পর তাঁর উচিৎ এক নতুন দিগ্‌বিজয়ী আলেকজান্ডার হওয়া। কারণ সমস্ত মুসলিম শাসকদের এই আকাঙ্খা। কিন্তু তরুণ যুবরাজ তখন বিনীতভাবে সম্রাটকে বলেছিলেন, তাঁর আলেকজান্ডার হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই। বরং তাঁর একমাত্র ইচ্ছা হল গ্রীক পন্ডিত ও দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের সমকক্ষ হওয়া। ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে গ্রীক পণ্ডিতদের চিন্তার মিল খুঁজে পাওয়ায় দারার মন তাঁদের দিকে ঝুঁকে ছিল। বিভিন্ন ধর্মমত ও বিশ্বাস, তাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ, ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক আলোচনায় তখন তিনি নিমগ্ন। তাই তিনি দিগ্‌বিজয়ী আলেকজান্ডার হতে চাননি।

অল্প বয়সেই দারা সুফী মতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সুফীদের রচনা গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করেন। আমরা জানি যে ভারতে ইসলাম ধর্ম দুটো রূপে প্রকাশ পায়। তার একটি হল শরিয়ত অনুমোদিত ইসলামী বিধান, যার সাথে অন্য ধর্মমতের সহাবস্থান সম্ভব নয়। আর অন্যটি হল সহজিয়া সুফী মত। এই সুফী ভাবনার সাথে অন্য ভাবনার সহজেই সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। বিভিন্ন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম যাতে কোন বিভেদের সৃষ্টি করতে না পারে, ধর্ম যাতে মানুষে-মানুষে ভালবাসা ও প্রীতির সম্পর্ক গড়তে সহায়ক হয়, এই উদ্দেশ্যেই দারা শিকোহ্‌ ধর্মতত্ত্বের চর্চায় মিলনের উপাদানগুলি উদ্ধারের চেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। সুফীমত চর্চা করতে করতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "সত্য কোন এক বিশেষ জাতির বা ধর্মের সম্পত্তি নয়, সব জাতি ও সব ধর্মের মধ্যেই সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।" যুক্তির পথে তিনি পবিত্র কোরান ও পয়গম্বরের উপদেশ থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান, তা একান্তই তাঁর নিজস্ব। প্রচলিত পথ ধরে তিনি চলেন নি, অযৌক্তিকভাবে ভক্তি প্রদর্শন করে কোন গোঁড়ামির আশ্রয়ও তিনি নেননি। এইভাবে একটানা অধ্যয়ন ও সাধনার ফলে তাঁর মনন সাধারণ স্তর থেকে অনেক উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। মননের এই উন্নত ক্রমবিকাশ তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। তিনি ফারসী ভাষায় উপনিষদ ও ভগবত গীতা অনুবাদ করেন এবং পারস্য কবিদের জীবনী সঙ্কলন করেন। কবি হিসাবেও দারা শিকোহ্‌র যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি চারুকলারও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি ছিলেন সুপরিচিত হস্তলিপি শিল্পী। তাঁর হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল বলে দেশ-বিদেশের অনেক লাইব্রেরীতে এখনও তার নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। চিত্রশিল্পের শৈলী ও অন্তর্নিহিত মূল্যের তিনি ছিলেন দক্ষ বিচারক। তিনি তাঁর প্রিয়তমা পত্নী নাদিরা বানু বেগমকে নিজের হাতে বানিয়ে উপহার দেন এক বিখ্যাত অ্যালবাম, যা মুঘল শিল্পকলার অমূল্য সম্পদ। পার্সি ব্রাউন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Indian Painting under the Mughals'এ দারা শিকোহ্‌র এই অ্যালবামের শিল্পসৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। চিন্তার ব্যাপ্তি ও শিল্পসৌন্দর্যবোধ

Magazine 2015.indd 40 22/10/15 10:21 pm

দারার চরিত্রকে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে প্রতিষ্ঠিত করে। দারা শিকোহ্ই ছিলেন একমাত্র মুঘল সন্তান বা বংশধর যিনি একবারই বিবাহ করেন এবং তাঁর স্ত্রী নাদিরা বানু বেগম ছাড়া আর কারও প্রতি তিনি আকৃষ্ট হননি।

দারাপত্নী নাদিরা বানু বেগম
(বৃটিশ লাইব্রেরী)

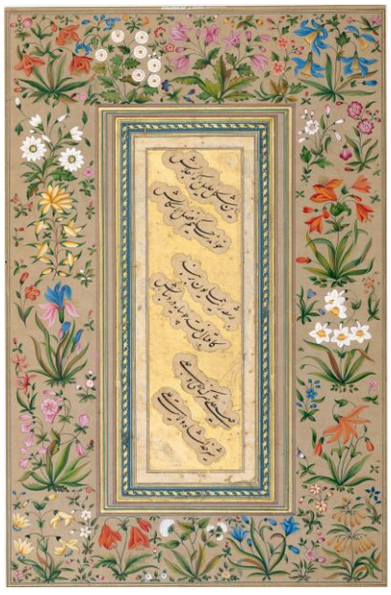

দারা শিকোহ্র হস্তলিপি
(আগা খান মিউজিয়াম)

দারা শিকোহ্র প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'সাফিনৎ উল্ আউলিয়া'। এই গ্রন্থে তিনি ইসলাম ধর্মের সাধকদের কথা, এমনকি অতিন্দ্রীয়বাদী মুসলমান সাধিকাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি হজরত মহম্মদ, খলিফা এবং ইমামদের সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। দারা শিকোহ্ ছিলেন ইমাম আবু হানিফার শিষ্য। তাই নিজেকে তিনি 'হানিফি কাদিরি' বলতেন। তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ 'হাসানৎ উল্ আরফিন'এ সুফী সাধকদের বাণী সঙ্কলিত করেছেন, যা তাঁর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, যদিও তা ইসলামের গোঁড়া তত্ত্ব লঙ্ঘন করেছে। তিনি নিজেই বারে বারে লিখেছেন, প্রচলিত ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ তাঁকে খুশি করতে পারছে না। তখন কিছু কপট ব্যাক্তি, যাদের জ্ঞান অগভীর, তারা তাঁকে প্রচলিত ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ব্যাক্তি হিসাবে বিদ্রূপ ও নিন্দা করেছে, যার নেতৃত্বে ছিলেন ঔরঙ্গজেব। অবশ্য তাদের সমালোচনার যোগ্য উত্তর হিসাবে তিনি বিখ্যাত সাধকদের বাণী সঙ্কলিত করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে কতটা উন্নতস্তরে পৌছেছিলেন। আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা যাঁরা অর্জন করেছেন তাঁদের পক্ষেই এই বিষয় সম্বন্ধে এমন লেখা সম্ভব। একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে তিনি যে কথা বলেছেন, তা গভীর অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচায়ক। সংস্কৃত ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান থাকায় তিনি হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের জগতে প্রবেশ করেন। তিনি বেদ এবং উপনিষদ অধ্যয়ন করে বুঝতে পারলেন এর ভেতর রয়েছে একেশ্বরবাদের মহাসমুদ্র। হিন্দু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হলেন। তিনি হিন্দু সাধক বাবা লাল বৈরাগীকে স্থান দিতেন মুসলমান সুফী সাধকদের পাশে। তাঁর সঙ্গে এই হিন্দু সাধকের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনা হয়। দারা শিকোহ্ বাবা লাল বৈরাগীকে হিন্দু ধর্ম ও তপস্বীর কঠোর জীবনযাপন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন। বাবা লাল বৈরাগী তার উত্তর দেন। সেই সময় দারার ব্যাক্তিগত সচিব চন্দরভান সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং দারার নির্দেশে তিনি তাঁদের কথোপকথন একখানি গ্রন্থে (দ্র মুকালিমা-ই-দারা শিকোহ্ উয়া বাবা লাল) লিপিবদ্ধ করেন।

দারা শিকোহ্ বিভিন্ন ধর্মের সংস্পর্শে আসেন। তিনি যিশু খৃষ্টের উপদেশাবলী এবং বাইবেলের অন্তর্গত প্রার্থনা সংগীতের গ্রন্থ, ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন ধর্ম সমন্ধেও তাঁর সশ্রদ্ধ মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। 'হাসানৎ-উল্-আরফিন্' গ্রন্থে তিনি হিন্দু সাধক বাবা লালের বাণী উদ্ধৃত করেন এবং এই বাণীর সমর্থনেই লেখেন "সত্য কোন একটি বিশেষ ধর্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়।" এর পর উনি লেখেন তাঁর সব চেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাজ্মা উল্ বাহারাইন্' যার অর্থ 'দুই সমুদ্রের মহামিলন'।

এই গ্রন্থে তিনি খুব পরিস্কারভাবে তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বলেন যে "সত্য উপলব্ধির উচ্চস্তরে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।" হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। দুই ধর্মের

Magazine 2015.indd 41 22/10/15 10:21 pm

পার্থক্যের দিকগুলি বাদ দিয়ে মিলনের দিকগুলি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বেদকে প্রত্যাদেশমূলক গ্রন্থ হিসাবে ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন 'বেদ'এ কোরানের সন্দেহাতীত নিগূঢ় সমস্যাসমুহের বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। এই ভাবে তাঁর রচনার ফলে বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও দুই ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যের ভাবটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের নেতৃত্বে গোঁড়া মুসলমান নেতৃবৃন্দ দারার এই উদার মতের বিরোধিতা করে। তারা দারাকে ধর্মত্যাগী কাফের বলে। গোঁড়াপন্থীদের প্রচারে ও ঔরঙ্গজেবের সমর্থনে শরীয়ত ইসলামের ধারাটির শক্তি বৃদ্ধি পায়। দারার বিরুদ্ধে প্রচার তীব্রতর হয়। কিন্তু দারার চিন্তাধারা ও মতামত থেকে কখনও বলা যায় না যে তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন এবং হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। উল্লেখ্য এই যে দারার অনেক পরে বিখ্যাত মুসলিম সাধক মীরজা জান্‌জানান্‌ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে "মানুষের সৃষ্টির সূচনায় ঈশ্বর 'বেদ' নামক চার খন্ডের গ্রন্থ প্রেরণ করেন।" তাঁর মতামত দারা শিকোহ্‌র মতের অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও কেউই তাঁর সমালোচনা বা নিন্দা করেন নি। পবিত্র কোরানেও বলা হয়েছে "এমন কোন জাতি নেই যাদের মধ্যে কোন সতর্ককারীর আগমন হয়নি।" এই মত যদি ইসলামবিরোধী না হয়, তা হলে একই রকম মত প্রচারের জন্য কি ভাবে দারা শিকোহ্‌কে স্বধর্মবিরোধী কাফের বলা হয়েছিল? তাঁর সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে পরিস্কার বোঝা যাবে যে দারা একজন প্রকৃত মুসলমান ছিলেন এবং একজন সুফী হিসাবে তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। অনেক বিখ্যাত সুফী সাধকদের রচনায় এমন বাণী আছে যা প্রচলিত মতবিরোধী এবং দারার মতামতের থেকে অনেক বেশী কঠোর। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে মনে করেন দারা শিকোহ্‌ ইসলামের অবমাননার জন্য নয়, বরঞ্চ তাঁর ধূর্ত ভাই ঔরঙ্গজেবের উচ্চাকাঙ্খার বেদীমূলে মৃত্যুবরণ করে শহীদ হন। যদিও মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে আজও তিনি স্বধর্মত্যাগী হিসাবে নিন্দিত।

দারা শিকোহ্‌র পান্ডিত্য, গোঁড়ামিমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী, সকল ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক ঐক্য ও সহজাত সমন্বয় সম্বন্ধে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং বিভিন্ন ধর্মপথে মানুষের জ্ঞানলাভের সঠিক ধারণা তাঁর চিন্তার অগ্রসরতা প্রমাণ করে। তিনি ছিলেন অতি আধুনিক ও তাঁর ভাবনা-চিন্তার মধ্যে সর্বজনীনতা লক্ষ্য করা যায়। দারা শিকোহ্‌র মাধ্যমেই ফারসী ভাষায় অনুদিত উপনিষদের মর্মবাণী সুদূর ইউরোপে প্রচারিত হয়, উপনিষদ বিদেশে আদৃত হয়।

আধুনিকতার ও চিন্তা-ভাবনার সর্বজনীনতার যে ভিত্তিটি সপ্তদশ শতাব্দীতে দারা শিকোহ্‌ স্থাপন করে যান পরবর্ত্তীকালে রামমোহন তাকেই আরও সুস্পষ্ট করে তোলেন।

Best

Compliments and

Greeting for Dashera

from

YOGIJI'S
FOOD MART

RAJESH THAKKAR
DIRECTOR

YOGIJI'S NZ LIMITED

22/26, Carr Road, P.O. Box 27163, Mt Roskill, Auckland, NZ
Tel: (09) 624 5757 Fax: (09) 624 5758 Mob: 021 030 9138
E-mail : yogijisfoodmart@yahoo.com

Magazine 2015.indd 42 22/10/15 10:21 pm

YOGI INSTITUTE

Mr. YOGI

Maths: Year 3 to 13
Science: Year 9 to 11

English: Year 3 to 10
Physics: Year 12 & 13

SHINING STARS OF MT ROSKILL BRANCH

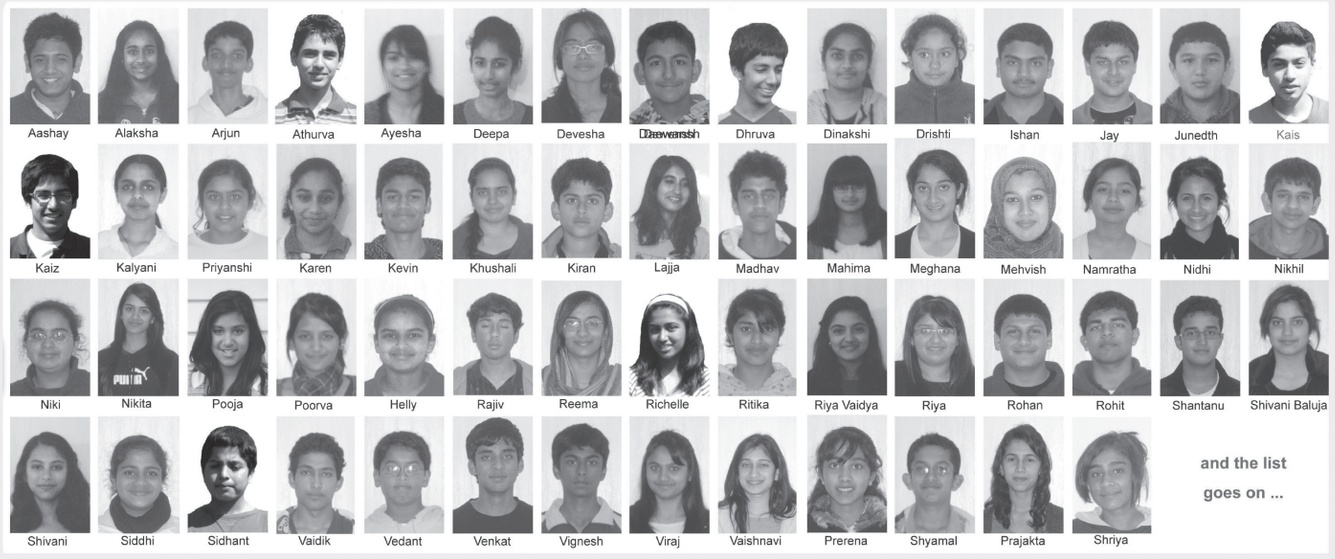

FUTURE AND BUDDING STARS OF PAPATOETOE BRANCH (2 year old)

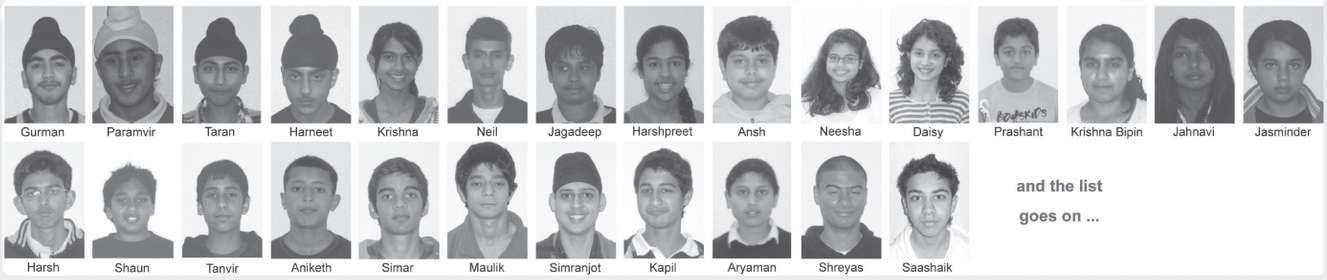

HOLIDAY COURSE FOR MATHEMATICS at Mt Roskill Branch

(For Level 2, Year12)

Daily 3 hrs Classwork + 3 hrs Homework

Complete Curriculum covered during course

Dates: 10-10-11 to 22-10-11

Time: 9.00am to 12.30pm daily

Contact: Mr. YOGI

Branch 1:
1/1 McGowan Street,
Mt Roskill, Auckland
Tel: **09 627 0070**

Branch 2:
89 Great South Road,
Papatoetoe, Auckland
Tel: **09 277 8039**

Visit us at: www.yogiinstitute.com

Magazine 2015.indd 43 22/10/15 10:21 pm

Shanti Niwas Charitable Trust

"Each wrinkle unfolds an experience, each shaking hand reveals a strength that is unbound".

MISSION: To provide culturally appropriate aged care services along with social, emotional, educational, physical and spiritual support for the wellbeing of older people of Indian and South Asian origin.

At some point, as we get older we all need a little help dealing with life's old age problems. This is especially true for the older people of Indian origin migrating from all over the world. The added barriers of different languages and cultural backgrounds can create feeling of exclusion and isolation, which in turn can lead to depression and mental health problems. Ageing can be a lovely and graceful process only if you believe in it and your rights are safeguarded. Instead of struggling, it appears necessary to rechanalise the older people into the main stream of life, especially while they are living far away from their home land. Some of them have been living in Auckland for a long time and some were new immigrants. It was noticed that while some settled adequately, others particularly the older adults faced difficulties in adjusting to the New Zealand society due to barriers such as

- Language / Communication Problem
- Culture Shock
- Limited access to financial assistance
- Lack of knowledge of community links, health and welfare systems
- Emotional / Financial abuse

In January 1994 with the co-operation and full support of Methodist Mission Northern Age Cared services were established in order to provide culturally appropriate services for the enhancement and wellbeing of the older people of Indian and South Asian origin living in Auckland region. In November 1998 Shanti Niwas Charitable Trust Inc was legally established.

Magazine 2015.indd 44 22/10/15 10:21 pm

BENEFITS AND GAINS

- Reduce social isolation and loneliness
- Culturally appropriate environment
- Opportunity to participate in social, physical, cultural and recreational activities
- Raise self-esteem, self-awareness, gain confidence.
- Make friends and speak their own language
- Feel part of the community
- Opportunity to share life experiences and cultural values
- Awareness of health and welfare issues through various educational talks/workshops by professionals
- Awareness of their rights and entitlements
- Opportunity to have Indian vegetarian meal

OUR SERVICES

Positive Ageing Day Programs

- **Central Auckland/South Auckland,** 14 Spring Street, Onehunga, Auckland - Tue, Wed and Thur 10.30am – 2pm
- **Special Needs Group - Friday**, 10.30am – 2pm
- **North Shore:** Glenfield community centre, Bentley Ave, Glenfield – 1st and 3rd Thursday of the Month, 10.30am – 12pm
- **Pakuranga:** Anchorage Park Community House, 16 Swan Crescent, Pakuranga – 1st and 3rd Wednesday 10am – 1pm

Other services

- **KHUSHI -** Elder Abuse and Neglect Prevention Service
  - Advocacy, Interpreting and Translation services
  - Assessing and responding to referrals received from health providers and community at large
  - To assist clients access health related practical assistance, eg, home help, personnel care, carer support etc
  - Providing information on age related issues.
  - Mobile Library visits

Projects

- Neighbourhood Auckland Community Safety Ambassadors Project
- Knitting Project for Middlemore foundation
- Dosti (Friendship) Culturally appropriate visiting service for the socially isolated elderly
- Intergenerational Activities

Magazine 2015.indd 45 22/10/15 10:21 pm

CONTACT DETAILS

Shanti Niwas Charitable Trust INC.
Street Address: 14 Spring Street, Onehunga (Next to the Dolphin Theatre), Auckland
Postal Address: PO BOX 24386 Royal Oak Auckland 1345
Phone: 00649 6221010 Fax**:** 00649 6221013
Email: shantiniwas@xtra.co.nz **Web:** www.shantiniwas.org.nz

---

Neighbourhood Auckland Community Safety Ambassadors Project (An initiative of Shanti Niwas Charitable Trust)

In the course of our work with seniors, we have identified some issues like Isolation, stress, culture shock, lack of knowledge of community links, elder abuse, unable to integrate into New Zealand culture, lack of opportunity to participate and contribute for the betterment of the society, lack of empowerment etc.

These issues cause feeling of depression, low self-esteem and loss of confidence which leads to mental and physical health problems. Also as most of the seniors do not have the information and knowledge of what's happening around the community tend to get victimised easily. Many seniors who are educated and active expressed their interest to do more for the society and contribute their time voluntarily. This project was initiated to address the needs of the socially isolated seniors and to empower them and the communities through them.

The aim of the project is to engage the elderly Asian people to become Safety Ambassadors, to run effective campaigns together with the Community Policing, Neighborhood support Teams etc. by communicating to the public to take responsibility to keep themselves safe which includes safety education, crime prevention etc.

This is a pilot project, kick started on 24th June 2014 to aid "Prevention First" strategy of NZ Police and is being delivered in collaboration with NZ Police - Auckland Central District, Auckland City Council and Onehunga Chinese senior group. The project is being run in the Onehunga area and has covered topics such as shoplifting, car thefts, crime stoppers, etc.

The CSA volunteer's network, is a source whom we can access for future safety/community projects.

This project will address both the needs of the seniors who wants to contribute and also target the identified needs in the community through the Prevention First strategy. Our goal is to take this group into a more strategic level and partner with Neighbourhood Support and other agencies to bring out better outcomes for the communities. For e.g. we have extended this service in Civil Defence Management area.

Magazine 2015.indd 46 22/10/15 10:21 pm

কল্যাণী হাইওয়ে, সূর্যাস্ত

ফাঁকা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন স্তব্ধ হয়ে যায়–
ওরকম মেঘ আর কচুরিপানার ফুলে
বহুদূর পর্যন্ত অতিরঞ্জিত হয়ে আছে।

স্মৃতিকেন্দ্র থেকে প্রচারিত গতবছরের বাৎসরিক হিসাবপত্রে
তোমার কানের দুল সন্ধ্যাপ্রদীপের মতো জ্বলে।

আমার যতটুকু প্রয়োজন,
মন তারো চেয়ে বেশী ঋণ নিয়ে
চলে গেছে

সম্ভবত তোমার পাড়ায়।

স্মৃতি

কিছু দূরে পাতার মুকুট পরা রাখাল ছেলের মতো ধুসর পাহাড়।
চায়ের দোকানের পাশে জটলায়
বিক্রি হয় মোরগের লড়াই, পাহাড়ি শিকড়।
একটি অর্কিড রাস্তা পার হয়
অশোক পাতার থেকে সন্ধ্যার জল ঝরে পড়ে
একজোড়া শালিখের ভিতর ; আরো গভীর রাতের দিকে
তারাদের নাচ, পাহাড়ের বারান্দায়।

তুমি আছো, তাই জেগে আছি।

চোখের জলের মতো কোনো বন্ধু, চিরদিনের,
চলে গেছে।

যখন ঘুমিয়ে থাকি, তুমি কি লক্ষ্য রাখো
আমার সকল?

Adorn yourself with exquisite Henna Artistry at

Maiti Henna Art

| maiti.hennaart@gmail.com | 021 1055 706 |

Maiti Henna Art

maitihennaart

INDIA GATE

FINE INDIAN DINING

0800 INDIA GATE

$9.90 ALL MAIN CURRIES
(Dine in or Takeaway)
Monday - Thursday
(*Except prawn curries)

BUFFET LUNCH
VEG. & NON-VEG.
(12-14 items -
Min. 4 Main curries)
$14.90 *Per Person
11:30am - 2:30pm
Saturdays & Sundays

Call us today!

09 6310047

380 Manukau Road, Epsom

www.indiagateresautant.co.nz

Indian Restaurant & Takeaway
Free delivery *Conditions apply
Delight your taste buds with delicious Indian cuisine!

Magazine 2015.indd 34 22/10/15 10:21 pm

Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.

KEY BENEFITS ARE:

- Hassle free credit to the beneficiary's account with Bank of Baroda's branches in India instantly
- Same day credit to the beneficiary's account with branches of other banks.
- No minimum and maximum amount of money Transfer.
- Confirmation of credit to the remitter through their home branch through SMS alert.
- Two remittances free of service charge every month to account holders.
- Terms and conditions apply as per the type of account.

Note: This facility is not available for trade related transactions

OUR SERVICES

WE PROVIDE

HOME LOANS

BUSINESS LOANS

INTERNET BANKING

INTERNATIONAL DEBIT CUM ATM CARD

MANUKAU BRANCH
726 Great South Rd
PO Box 97726, manukau
Ph: 09 261 0018, fax: 09 261 0019
Email: manunz@bankofbaroda.com

AUCKLAND BRANCH
114 Dominion Rd
PO Box 56580, Mt Eden, Auckland
Ph: 09 632 1020, Fax: 09 632 5082
Email: aucknz@bankofbaroda.com

WELLINGTON BRANCH
55 Featherston Street
PO Box 5813, wellington 6011
Ph: 04 4471097, Fax: 04 499 4343
Email: wellnz@bankofbaroda.com

www.barodanzltd.co.nz

Magazine 2015.indd 36 22/10/15 10:21 pm

JUST ONE PLACE
FOR ALL FINANCIAL SERVICES YOU NEED

Mortgage Brokers **Insurance Brokers** **Accountants** **Property Managers**

Professional Financial Solutions provides the best advice on all financial matters

Professional Financial Solutions Group

SERVICES

- **Home Loans, Business Loans**
- **Property Management**
- **Business & Commercial Insurance**
- Life/Trauma/Medical Insurance
- Redundancy/Mortgage Protection Insurance
- Rental Property Returns/LTC setup
- Small Business Tax Returns
- Information on Wills and Trusts

bnz · ASB · Westpac · ANZ · The Cooperative Bank · SBS Bank · asteron · AIA · Fidelity Life · Southern Cross Health Society · OnePath · AMP · TOWER · SOVEREIGN life insurance - home loans - investments · partnersLIFE Rewarding partnership – for life

Accredited with Leading Banks & Insurance Companies

A disclosure statement as required under Securities Act 1988 is freely available on request

HEAD OFFICE
35 Morningside Drive, St. Lukes, Mt. Albert, Auckland
Ph: 09 846 9934, Fax: 09-846 9936

SOUTH AUCKLAND OFFICE
Level 1/203 Great South Road, Manurewa, Auckland
www.professionalfinancial.co.nz | Email: info@pfsl.co.nz

Follow us on

PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS GROUP
Professional Financial Solutions Ltd.
Aim Associates Ltd.

Magazine 2015.indd 47 22/10/15 10:21 pm

আমেরিকান অশরীরীর বাণী - সত্যিকারের 'ভৌতিক' কাহিনী

দিলীপ কুমার দাস

নীলাদ্রি এবং জয়শ্রী নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটন শহরে নতুন আগন্তুক। বছর সাত-আটেকের ছেলে অনুরাগকে নিয়ে তাদের ছোট আঁটোসাঁটো সংসার, যার পোষাকি নাম 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি'। শহরের কেন্দ্রস্থলে এক বহুতল অট্টালিকার অ্যাপার্টমেন্ট তাদের বর্তমান ঠিকানা। এখন দুনিয়াজুড়ে বিশেষত ইংরাজীভাষী উন্নত দেশগুলিতে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তিবিদেরা ছড়িয়ে আছে। তথ্যপ্রযুক্তিই গত দু'তিন দশক ধরে growth industry বা সূর্যোদয় শিল্প। বঙ্গসন্তানেরাও এই শিল্পের কারিগর। নীলাদ্রি এক বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত এইরকমই এক তথ্যপ্রযুক্তিবিদ বঙ্গসন্তান। জয়শ্রী দেশে এক স্কুলে ভূগোলের শিক্ষিকা, এখন বছর খানেকের ছুটি নিয়ে স্বামীর সাথে বিদেশে এসে পূর্ণসময়ের গৃহবধূ। অনুরাগ স্থানীয় এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। ওয়েলিংটনে খুব বেশী বাঙালী নেই। তাই নতুন কেউ এলে অল্পদিনের মধ্যেই বাঙালীসমাজে তারা পরিচিত হয়ে ওঠে, যদি না ইচ্ছে করে কেউ নিজেদের সরিয়ে রাখে। নীলাদ্রিরা মিশুকে মানুষ। তাই অল্পদিনের মধ্যেই অনেকের সাথে তাদের আলাপ-পরিচয় হয়েছে। সেই পরিচয়ের সূত্রে এক শনিবারের সন্ধ্যায় আরো দুটো বাঙালী পরিবারের সাথে নিমন্ত্রিত হয়ে ওদের বাসায় এসেছি। এই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সটায় বছর দুই আগে একবার এসেছিলাম। সে কথায় পরে আসছি।

আমার কাছে এইরকম নিমন্ত্রণগুলির একটি বড় আকর্ষণ হল আড্ডার সুযোগ। সেখানে রাজা-উজির বধ করা সমেত হেন প্রসঙ্গ নেই যে আলোচিত হয় না। উপস্থিতদের মধ্যে কেউ কেউ গান করতে পারলে অনেক সময় গানের আসরও বসে। দেখলাম নীলাদ্রির বেশ রসবোধ এবং জমিয়ে গল্প করার এক সহজাত দক্ষতা আছে। তার একটা উদাহরণ দিই। নীলাদ্রি জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করেছে। আড্ডায় সে তার হোষ্টেল লাইফের কথা বলছিল - সেখানে সুরেশ নামে ওর এক সহপাঠী ছিল – তার কথা। হোষ্টেলে অনেক ছাত্রের মধ্যে ওদের দুজনেরই এক কমন ফ্রেন্ড ছিল। তার নামটা আমার মনে নেই। ধরা যাক নরেশ। এই নরেশের মা কি করে জানতে পেরেছিলেন যে ছেলে হোষ্টেলে গিয়ে সিগারেট খাওয়া ধরেছে। তাই নিয়ে তিনি সিগারেট খাওয়ার কুফল সম্পর্কে ছেলেকে দীর্ঘ উপদেশ দিয়েছিলেন এবং একটু বকাবকিও করেছিলেন। নরেশ মাকে কথা দিয়েছিল যে সে আর সিগারেট খাবে না। তারপর গরমের ছুটির শেষে নরেশ কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি আসবে। তার বেশ কয়েকজন সহপাঠীও তার সাথে একই ট্রেনে আসবে। সুরেশও আছে সেই দলে। নরেশের মা এসেছেন স্টেশনে ছেলেকে সি-অফ করতে। তিনি আড়ালে নরেশ সম্পর্কে সুরেশকে জিজ্ঞেস করলেন – বাবা সুরেশ, নরেশ কি এখনও সিগারেট খায়?
সুরেশ – না মাসিমা, ও সিগারেট ছোঁয়ই না। ও তো বিড়ি খায় ! হোষ্টেলে কারও কাছে বিড়ি না পাওয়া গেলে, ওর কাছে ঠিক পাওয়া যাবে।

সুরেশ ঠিক কিভাবে কথাগুলো বলেছিল তা আমি শুনিনি। তবে নীলাদ্রির বলার ভঙ্গীতে এবং তার প্রসাদগুণে আড্ডায় উপস্থিত আমরা সকলে বিমল আনন্দ উপভোগ করেছিলাম।

নীলাদ্রি যেমন কথা বলে আড্ডা জমিয়ে দিতে পারে, তেমনি এ পর্যন্ত জয়শ্রীর দক্ষতার যে পরিচয় পেয়েছি তা হল অতি সুন্দর সাবলীলভাবে গল্প বা প্রবন্ধ পাঠ করতে পারার ক্ষমতা। ইতিমধ্যে দুটো আড্ডায় আমার লেখা দেড়খানা গল্প-রম্যরচনা পড়ে সে শ্রোতাদের অনাবিল আনন্দ দিয়েছে।

সময়টা জুন মাসের সন্ধ্যে। সরকারীভাবে জুন-জুলাই-আগষ্ট হল নিউজিল্যান্ডে শীতকাল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, আবার বৃষ্টিও হচ্ছে – সময় সময় মুষলধারে। বাইরে ঠাণ্ডা এবং বৃষ্টির জন্য এবং ঘরের ভিতর জনা পনের প্রাণীর নিশ্বাস-নির্গত ঘনীভূত বাষ্পে জানালার কাঁচগুলো ঝাপসা হয়ে গেছে। বাইরের কোনকিছু ভাল করে দেখা যাচ্ছে না - সবই আবছা আবছা। ঘরের মধ্যে যথেষ্ট আলো থাকলেও কেমন যেন একটা ভৌতিক পরিবেশ তৈরী হয়েছে। বাচ্চারা অনুরাগের ঘরে বসে কম্পিউটারে গেম খেলছে। বসার জায়গার লাগোয়া খোলামেলা রান্নাঘর থেকে বেগুনী ভাজার সুগন্ধ নাকে আসছে। আমরা আড্ডার কুশীলবেরা উৎসুক হয়ে অপেক্ষায় আছি কখন সেগুলি প্লেটে এবং পেটে পড়বে ! ইতিমধ্যে চানাচুর, বাদামভাজা ইত্যাদি অনুপান সহ এক রাউন্ড নরম পানীয় সেবন হয়ে গেছে।

Magazine 2015.indd 49 22/10/15 10:21 pm

বছর দুই আগে আর এক তথ্যপ্রযুক্তিবিদের আমন্ত্রণে এই কমপ্লেক্সের অন্য এক অ্যাপার্টমেন্টে একবার এসেছিলাম। আর তখনই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভীতিপ্রদ ঘটনার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ওয়েলিংটন ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। এখানে আগে বহুবারই ভূমিকম্পের অল্পস্বল্প ঝাঁকুনি অনুভব করেছি। সেগুলো অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দু'বছর আগের ঐ বিকেলে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন আড্ডা জমে উঠেছিল তখন হঠাৎ করে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শুরু হল 'দোল দোল দুলুনি'। মুহূর্তে সবাই বুঝে গেলাম ভূমিকম্প হচ্ছে এবং সেটি বেশ জোরালো। এর আগে কয়েকদিন ধরে মাঝে মাঝেই মাটি সামান্য সামান্য কাঁপছিল। এখন আচমকা এই রামধাক্কাটি এসে উপস্থিত। নিমন্ত্রিত অতিথিদের কেউ কেউ দুর্গানাম জপতে লাগলেন, আবার কেউ 'জয়গুরু' 'জয়গুরু' বলে গুরুদেবকে স্মরণ করতে থাকলেন। আমি ভূমিকম্পের সময় করণীয় কর্তব্য স্মরণ করে খাবার টেবিলের তলায় ঢুকে টেবিলের একটা পা-কে শক্ত করে ধরে রইলাম। অন্য অনেকেই টেবিলের তলায়, সোফার পাশে আশ্রয় নিলেন। অ্যাপার্টমেন্টটা ছিল পাঁচতলায়, তার উপরেও অনেকগুলো তলা ছিল। মাথায় বাড়ী ভেঙ্গে পড়লে তা চাপা পড়ে পরলোকে পাড়ি দেবার সম্ভাবনা ছিল ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। আবার পালানোরও পথ নেই। কোন জন্তু ফাঁদে পড়লে তার মনের যে অবস্থা হয় আমার মানসিক অবস্থা তখন ঠিক সেই রকম। সত্যি বলতে কি জীবনে সেই প্রথম মৃত্যুভয় পেয়েছিলাম। যাইহোক সৌভাগ্যক্রমে আর বেশী কিছু ঘটেনি। হঠাৎ করে যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই মিনিটখানেক পর দুলুনি বন্ধ হয়ে গেল। আমরাও তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম এবং পড়িমড়ি করে নিজের নিজের বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম। সেই থেকে এই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সটার সাথে আমার একটা ভয়ের অনুভূতি জড়িয়ে আছে। পাকে-চক্রে সেই কমপ্লেক্সেরই অন্য একটা অ্যাপার্টমেন্টে এখন উপস্থিত হয়েছি।

এখন আবার হালফিলের আড্ডাটির কথায় ফিরে আসি। উপস্থিত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে তিনজন ছিলেন গায়ক-গায়িকা। তাঁরা এবং গৃহকর্ত্রী জয়শ্রী খালি গলায় কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি এবং আধুনিক বাংলা গান গাইলেন। এরপর খাওয়া-দাওয়ার পালা। সেটা চুকলে জয়শ্রী আমার লেখা একটা গল্প পড়ল। তারপর সত্যিকারের এক ভৌতিক ঘটনার কাহিনী বলতে শুরু করল নীলাদ্রি। ঘটনার স্থান – ক্যালিফোর্নিয়া, আমেরিকা। কাহিনীর নায়ক – নীলাদ্রির এক প্রাক্তন সহকর্মী বা সহপাঠী। তাঁর নামটি ভুলে গেছি। ধরে নেওয়া যাক সৈকত সেন। নায়কের নাম সৈকত না হয়ে সওকত হলেও কোন অসুবিধা ছিল না।

তথ্যপ্রযুক্তিবিদ সৈকত একজন অন্তর্মুখী মানুষ – যাদের 'ঘরকুনো' বলা হয় তাদের একজন। সে হৈ হৈ করে না, চুপচাপ একা থাকতে ভালবাসে, পাত্র হিসাবে বাজারে ভাল চাহিদা থাকলেও তখনও অবিবাহিত। দেশের বাইরে যেতে তার প্রবল অনীহা। অন্য তথ্যপ্রযুক্তিবিশারদেরা যখন বড় বড় ভারতীয় বা বহুজাতিক কোম্পানীতে চাকরী করে হিল্লী-দিল্লী-বিলেত-আমেরিকা ঢুঁড়ে বিস্তর টাকা-পাউণ্ড-ডলার কামাচ্ছে তখন সৈকতের অল্পেই সুখ, সে কম উপার্জনেই সন্তুষ্ট। আর কামাই যত কমই হোক, কলকাতা ছাড়তে চায় না সে। তার কোম্পানী বিদেশে অনেক কাজের কন্ট্রাক্ট পায় এবং তার জন্য অনেক উঠতি প্রযুক্তিবিদদের সেখানে পাঠায়। এবার এরকম একটা কাজের জন্য সৈকতের ম্যানেজার সৈকতকে আমেরিকা পাঠানো মনস্থ করেছে। প্রথমটায় সে আপত্তি করেছিল। কিন্তু সে আপত্তি ধোপে টেকেনি। কারণ ঐ কাজটার জন্য সৈকতই নাকি সবচেয়ে উপযুক্ত। সুতরাং অনেক টালবাহানার পর অন্তত মাস তিনেকের জন্য তাকে কলকাতা ছেড়ে আমেরিকা যেতে রাজী হতে হয়েছে।

যথাসময়ে সৈকত ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে হাজির হল। তার কোম্পানীর আরো তিন-চারজন আগে থেকেই এখানে ক্লায়েন্ট কোম্পানীর প্রজেক্টে কাজ করছিল। তাদের সহযোগিতায় বিদেশে নতুন কর্মক্ষেত্রে সৈকতের থিতু হতে কোন অসুবিধা হল না। সে তার অফিসের কাছেই একটা এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট তিন মাসের মেয়াদে ভাড়া নিল। বিদেশে এই নতুন কাজের জায়গায় তার জীবনধারায় কিন্তু বিশেষ কোন পরিবর্তন হল না। সকালে অফিস গিয়ে বিকেল/সন্ধ্যায় বাসায় ফেরা, রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া, একটু টিভি দেখা, তারপর ঘুম। এর বাইরে সামাজিক মেলামেশায় তার কোন উৎসাহ নেই। আগেই বলেছি সৈকত ঘরকুনো। এইভাবে তিন-চার সপ্তাহ কেটে গেল। যদিও অবিবাহিত এবং কোন প্রণয়িণীকে ছেড়ে আসেনি তবু সে এখন মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত দিন গোনে আর ক'সপ্তাহ বাকি আছে কল্লোলিনী কলকাতায় ফিরে যেতে।

Magazine 2015.indd 50 22/10/15 10:21 pm

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সৈকত অফিস থেকে ফিরে টিভিটা সবে চালিয়েছে এমন সময় শোবার ঘর থেকে একটা নারীকণ্ঠ কানে এল তার। শোবার ঘরে গিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। গোটা অ্যাপার্টমেন্টটা তন্নতন্ন করে খুঁজে কোন অস্বাভাবিকতাও তার নজরে পড়ল না। সে ভাবল ঐ শোনাটা হয়তো তার মনের ভুল। কিন্তু তার পরদিনও শোবার ঘর থেকে আবার সেই একই কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। মনে হল জড়ানো গলায় ইংরাজিতে কে যেন বলছে ... জীবন শেষ হয়ে আসছে, ওটা বদলে ফেল। সর্বনাশ! খুব ভয় পেয়ে গেল সে। কিন্তু এবারও গোটা বাড়ী খুঁজে কোন অস্বাভাবিকতা তার চোখে পড়ল না। কতকিছু মাথায় এল তার। হয়তো বা কোন মহিলা অস্বাভাবিকভাবে মারা গিয়েছিল এই অ্যাপার্টমেন্টে ... হয়তো বা সে আত্মহত্যা করেছিল ... হয়তো বা তার অতৃপ্ত আত্মা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে ... জীবন বদলে ফেলার কথা বলে অন্যকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দিচ্ছে। এ রকম কত কিছু।

সৈকত নিজেকে বোঝাল সে পুরুষ মানুষ, ভুতপ্রেতে বিশ্বাস করে না। মনে মনে সে নিজেকে সাহস দিল। তবু এরকম কত উল্টোপাল্টা চিন্তা এল তার মাথায়। সে ঠিক করল যা হয় হোক রাতটা সে এই বাসাতেই থাকবে। আগামীকাল সকালে তার সহকর্মী রাজীবকে ঘটনাটা বলবে আর বাসাটা বদলাবার চেষ্টা করবে, যদিও লিজ এগ্রিমেন্ট ব্রেক করলে অনেকগুলো ডলার গচ্চা দিতে হতে পারে। পরদিন সকালে সে ঘটনাগুলো আদ্যোপান্ত রাজীবকে বলল। দুজনে ঠিক করল যে সেই রাতে রাজীব সৈকতের বাসায় এসে থাকবে। রাজীব বিবাহিত – বৌ-বাচ্চা নিয়ে আমেরিকায় এসেছে। তার বৌ শুনে প্রথমে এই ব্যবস্থায় রাজী হয়নি। কে আর সাধ করে স্বামীকে ভূতের বাসায় রাত কাটাতে পাঠাতে চায়? কিন্তু রাজীব তাকে বোঝাল 'উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি সঃ বান্ধবঃ'। যদিও সৈকত তার বন্ধু নয় সহকর্মী মাত্র এবং বন্ধুর সংজ্ঞা নির্দেশক সংস্কৃত শ্লোকটিতে ভূতের ভয়ে ভীত মানুষের সাথে রাত্রিবাস করতে হবে এমন কথা লেখা নেই, তবু তার মন বলল বিদেশ বিভূঁই-এ নতুন আসা সহকর্মীর পাশে দাঁড়ানো অবশ্যই কর্তব্য। বৌকে এসব বুঝিয়ে একটা রাত সৈকতের বাসায় থাকার অনুমতি সে আদায় করল।

সন্ধ্যেবেলায় রান্নাবান্না সেরে দুজনে খেতে বসেছে আর ঠিক তখনই শোবার ঘর থেকে আবার সেই নারীকণ্ঠ। না কোন ভুল নেই। দুজনেই একই নারীকণ্ঠ শুনল, দুজনেই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠল। এর পর ঐ বাসায় আর থাকা যায় না – রাজীব সঙ্গে থাকলেও। ঠিক হল সে রাতটা সৈকত রাজীবের বাসায় থাকবে এবং রাতে কলকাতায় তার ম্যানেজারের সাথে ফোনে এই নিয়ে কথা বলবে। সে আর এদেশে থাকতে চায় না। প্রথমত সে তো বিদেশে আসতেই চায়নি। আর এসেই এ রকম একটা অভিশপ্ত বাড়ীতে ভুত-প্রেতের উৎপাতের মধ্যে পড়ে গেছে। ফোনে ব্যাপারটা শুনে তার ম্যানেজারও তক্ষুণি ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না এমত অবস্থায় কি করা উচিত – সৈকত তো দেশে ফিরে আসতে চায়। যাইহোক তিনি সৈকতের কাছে সপ্তাহ খানেকের সময় চাইলেন অবস্থাটা সামাল দিতে। ঠিক হল টাকা-পয়সা যা লোকসান হয় হোক – কোম্পানী পুষিয়ে দেবে - সৈকত এই বাসাটা বদল করবে। এই হানা বাড়ীতে আর থাকা যায়?

পরদিন কাজের শেষে রাজীবকে সঙ্গে নিয়ে সৈকত বাসায় গেল জিনিষপত্র আনতে। সঙ্গীছাড়া সেখানে যেতে তার সাহস হল না। একা মানুষ বলে তার জিনিষপত্রও বেশী ছিল না। সে সব বাঁধাছাঁদা যখন চলছিল তখন আবার সেই নারীকণ্ঠ, তবে এবার শোবার ঘর থেকে নয়। বসার ঘরের সিলিং-এ আটকানো স্মোক অ্যালার্ম নারীকণ্ঠে পরিস্কার বলছে – battery life is near its end, change it ! আগে শোবার ঘরের বাণীতে কথাগুলো জড়ানো জড়ানো ছিল, মহাভারতের অশ্বত্থামা বৃত্তান্তের 'ইতি গজঃ'এর মত 'ব্যাটারী' কথাটা শোনা বা বোঝা যায়নি।

নীলাদ্রি যখন এই ঘটনার কথা বলছিল তখন স্বীকার করতে বাধা নেই যে আমার বেশ ভয় ভয় করছিল। মনে মনে অস্বস্তি হচ্ছিল যে আত্মহত্যার মত কোন দুর্ঘটনা না ঘটে যায়। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল সৈকত স্কিৎসোফ্রেনিয়ার রুগী নয় তো? অন্যদের সাথে না মিশে আলাদা হয়ে থাকা, অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব, hearing voice – এসব তো ঐ রোগের প্রাথমিক লক্ষণও হতে পারে। হয়তো দেশে থাকতে রোগটা চাপা ছিল। এখন এই বিদেশ-বিভুঁই-এ stressful situation এ মাথা চাড়া দিচ্ছে। কিন্তু পরে রাজীবও যখন ঐ একই কণ্ঠস্বর শুনল তখন মানসিক রোগের সন্দেহটা দূর হল। আরো ভাবছিলাম যে এই বাড়ীটায় এলেই কি একটা ভয়ের পরিবেশ-পরিস্থিতির মুখোমুখী হতে হবে আমাকে। সবশেষে স্মোক অ্যালার্মের ব্যাটারী লাইফ শেষ হয়ে আসছে জানতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

২৮ জুন ২০১৫, ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড।

Magazine 2015.indd 51 22/10/15 10:21 pm

GROW is a community mental health movement organised and led by people recovering or recovered from mental illness and from other serious personal inadequacies or maladjustment to life. GROW is understanding, friendship and practical help in a small-group setting.

GROW runs weekly meetings of small groups of people who have experienced depression, anxiety or other mental or emotional distress, who come together to help each other deal with the challenges of life. Some people come to GROW while struggling with a life crisis such as the loss of a job, a loved one or a relationship.

Changing the thinking and behaviour patterns while sharing thoughts and feelings with understanding people is considered a very effective way to treat mental and emotional distress. It can be extraordinary, liberating and affirming to share problems with others who are encouraging and accepting and facing similar issues. This is GROW'S approach based on 50 years' experience.

The GROW Program

GROW's program of personal growth is based on changing negative thinking and behaviour.
It offers strategies on how to:-

- Deal with an emotional crisis
- Manage feelings
- Think by reason
- Realise personal worth
- Improve relationships

Participation in GROW is strictly voluntary and anonymous, and there are no fees or dues. Grow groups vary in size from 5-10. Meetings are held weekly and last two hours. GROW meetings can be found throughout Auckland, Thames and Dunedin. To locate your nearest group, please contact:-

The GROW Centre.

Auckland
Ph: 09 846 6869
auckland@grow.org.nz

Dunedin
Ph: 03 477 2871
2growdunedin@gmail.com

So come along, GROW is open to all – confidential and free
www.grow.org.nz

Magazine 2015.indd 52 22/10/15 10:21 pm

রবীন্দ্রনাথের রঙ্গরসিকতা

শ্রীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

অনেক বাঙ্গালীর মত আমিও সখের রবীন্দ্রচর্চা করি প্রধানত নিজের আনন্দের জন্য, এবং রবীন্দ্রনাথের প্রায়-অন্তহীন সাহিত্যসৃষ্টিতে ছড়িয়ে-থাকা স্বচ্ছ,সংযত হাস্যরসে মুগ্ধ হই। আমার প্রজন্মের অনেকের মত আমিও অনেককে জেনেছি যারা রবীন্দ্রনাথকে সামনাসামনি দেখেছেন বা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। তাঁদের সকলেই কবির দৈনন্দিন জীবনে এবং কথাবার্তায় তাঁর এই স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার কথা স্মরণ করেছেন। আমি এই ধরণের রসিকতার কিছু নমুনা আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নেব।

অবশ্যই হাস্যরস বিভিন্ন ধরণের হয় এবং তার প্রয়োগের উদ্দেশ্যও বিভিন্ন হয়। ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, শ্লেষ, উপহাস, কৌতুক, পরিহাস, খুন্‌সুটি, প্রহসন ইত্যাদি হাস্যরসিকতার্‌ই রকমফের। রবীন্দ্রনাথের রসিকতার মধ্যে এর সবগুলিই যে পাওয়া যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

কিছু নমুনা

সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যপারে বেশ সৌখিন মানুষ ছিলেন এবং তাঁর দামী জুতো যাতে খোওয়া না যায় তাই সেগুলো কাপড়ে মুড়ে সঙ্গে নিয়ে সভা সমিতিতে ঢুকতেন। রবীন্দ্রনাথ এটা জানতেন। একবার একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি এবং শরৎবাবু প্রধান বক্তা। শরৎবাবু যথারীতি বগলে মোড়া একটি বস্তু নিয়ে সভায় এলেন। রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেষ করলেন "শরৎ, তোমার বগলে ওটা কি হে?" শরৎবাবু বললেন "ঐ কিছু বই-পত্তর আর কি"। রবীন্দ্রনাথঃ "কি বই, পাদুকাপুরাণ?" শরৎবাবুও বাকপটুত্বে কম যান না। তিনি বললেন, "না, গুরুদেব,পাদুকা নুতন"!

আর এক সাহিত্যিক বনফুল, যাঁর আসল নাম বলাই চাঁদ মুখো পাধ্যায়, একবার রবীন্দ্রনাথের ঘরে গিয়ে দেখেন বৃদ্ধ কবি কুঁজো হয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে লিখছেন। বনফুল বললেন "গুরূদেব, আজকাল অনেকে চেয়ার বেরিয়েছে যাতে সোজা হয়ে, এমন কি ঠেস দিয়ে বসেও লেখা যায়, আপনি একটা যোগাড় করে নিন্ না"। রবীন্দ্রনাথ বললেন "ও সব আমার আছে, কিন্তু কি জান ত আমার কুঁজো খালি হয়ে এসেছে তাই উপুড় না করলে আর কিছু বেরোয় না"।

আবারও বনফুল। বনফুল একবার তাঁর ছোটভাইকে নিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের বলে দেওয়া হয়েছে যে গুরুদেব কানে একটু কম শুনছেন তাই দরকার হলে যেন একটু জোরে কথা বলেন। তাঁদের দেখেই গুরুদেব বললেন "কি বলাই, তোমার ভাই কানাই বুঝি এসেছে সঙ্গে"? ভাই বেশ জোরে বলে উঠলেন "আজ্ঞে, আমার নাম অরবিন্দ"। গুরুদেব শান্তস্বরে বল্‌লেন, "না, তুমি কানাই হতে যাবে কেন, তুমি একেবারে শানাই।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রয়েছেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। এক অপরিচিত সহযাত্রী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন "আমরা হলাম কালনার উগ্রক্ষত্রিয়, মহাশয়ের গোত্র?' ক্ষিতিমোহন কিছু বলার আগেই রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন " উনি ঢাকার নম্র বৈদ্য"।

Magazine 2015.indd 53 22/10/15 10:21 pm

রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির ঈর্ষা থেকেই বোধ হয় অনেকে তাঁকে নিন্দা করে, অপবাদ দিয়ে লেখালেখি করত। এর মধ্যে এককড়ি দত্ত বলে একজন প্রায়ই অত্যন্ত অভব্য ভাষা ব্যবহার করত। রবীন্দ্র-অনুরাগী একজন রবীন্দ্রনাথকে বলেন "গুরুদেব, আপনি এক লাইন লিখে প্রতিবাদ করলেই লোকটা চুপ করে যাবে।" রবীন্দ্রনাথ বললেন "দেখ, ওর বাবা-মা জন্মের পরেই ওর পার্থিব মূল্য ঠিক করে দিয়েছেন, আমি আর তার দাম বাড়াই কেন"?

রবীন্দ্রনাথের বিবাহিত জীবন ছিল মাত্র বিশ বছরের মত। স্ত্রী মৃণালিণী যশোরের সাধারণ ঘরের মেয়ে; তাঁর ভাষায় খুলনা-যশোরের টান। তাঁর সঙ্গে কবির নানা তুচ্ছ ব্যাপারে খুন্সুটি চলতই। একবার জমিদারীর কাজে কবি গেছেন দূরে কোথাও যেখানে ভাল ঘি পাওয়া যায়। কবি সেরখানেক ঘি কারুর হাতে স্ত্রীকে পাঠালেন। কিছুদিন পরে স্ত্রীর চিঠি এল নানা অভিযোগ/অনুযোগ সমেত, কিন্তু ঘি-টার কথা কিছু নেই। কবি উত্তরে লিখলেন। "ভাই ছোটি, বেশ ত ছোটখাট অসুবিধাগুলি মনে করে করে ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখতে পেরেছ। কিন্তু অতখানি ঘি যে পাঠালাম তার নামগন্ধও নেই। যেন বিবাহের পূর্বে তোমার পিতার সহিত আমার এইরূপই চুক্তি ছিল যে তোমাকে ভালো ঘৃত সেরখানেক করিয়া নিয়মিত পাঠাইব" ।

মৃণালিনী একদিন বেশ গদগদ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন "আচ্ছা, সবাই বলে তুমি নাকি খুব সহজেই ভালো জিনিস শিখে নিতে পার, তা আমার কাছ থেকে কিছু কি শিখলে?" স্বামীটি বললেন " সব সময়ই শিখছি, কিন্তু তুমি ত আমার কোন কথাই মন দিয়ে শোন না দেখছি। শুনলে দেখতে আমি কি খেতে ভালবাসি কেউ জানতে চাইলে সব সময় বলি 'বৌয়ের হাতের কুলির টক আর মুগির ডাল'। এ দুটোই তোমার মিষ্টি মুখ থেকে শেখা, বিদ্যাসাগরমশায়ের বর্ণপরিচয়ে অন্য রকম বানান ও উচ্চারণ শিখেছিলাম।

ছোটদের সঙ্গ কবি খুব পছন্দ করতেন এবং তাদের মত হয়ে গিয়ে মিশতে পারতেন। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে কবি লক্ষ করলেন দুটি অল্পবয়স্ক মেয়ে তাঁর 'দেহলি' বাড়ির দেওয়ালের গায়ে আশ্রয় নিয়েছে। তিনি বললেন "ওখানে কে রে, কাছে আয়" । ছোটোমেয়ে দুটির মধ্যে একজন, যার ভালোনাম রাজেশ্বরী, ভয়ে ভয়ে বলে উঠল "আমি রাজী"। কবি বলেন "তা বেশ ত,আমিও গররাজি নই, একসঙ্গে তোর মায়ের কাছে গেলেই ত হয়। তবে আমার বয়সটা বোধহয় খুব সুবিধার নয়"।

পেশাগত খ্যাতির বিড়ম্বনা অনেক বিখ্যাত মানুষের মত রবীন্দ্রনাথকেও সহ্য করতে হত। যেমন উঠতি কবিরা তাদের কবিতা পাঠিয়ে, কবির ভাষায়, "অধীর আগ্রহে" তাঁর মতামতের জন্য অপেক্ষা করত। উঠ্তি গাইয়েরা গান শোনাতে চাইত। একবার রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত এবং গায়ক এক ভদ্রলোক তাঁর কিশোর পুত্র-সমেত দেখা করতে এসেছেন। ছেলেটি সবে ছোটখাট মানসিক ব্যাধির থেকে সেরে উঠ্ছে। রবীন্দ্রনাথ সাদরে ছেলেটিকে কাছে বসিয়ে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন সেও তার বাবার মত গান করতে পারে কিনা। ছেলেটি সোৎসাহে বল্ল "হ্যাঁ, আপনি শুনবেন"? ছেলেটির বাবা অস্বস্তিভরে বলে উঠলেন "না, না, আজ না, আর একদিন না হয় আসা যাবে"। কিন্তু গায়ক ছেলে নাছোড়বান্দা। কবি বল্লেন "ঠিক আছে, আমি আবার কানে একটু কম শুনি আজকাল, তুমি ছোট দেখে কোন গানের দু-এক কলি গেয়ে শোনাও"।

কবি পরে বর্ননা দিচ্ছেন "বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, ছেলে ধরল "চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে"। প্রতিটি পদ বেসুরে এবং তারস্বরে বার-দুয়েক করে ভেঁজে ছেলে যখন থাম্ল, সবাই অপ্রস্তুত। সামান্য মেঘে সুর্য্যও একটু ঢাকা পড়েছে তখন। কবি তাঁর চাকর বনমালীকে ডেকে বল্লেন "ছেলেটিকে সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটু ঠান্ডা সরবৎ

খাওয়াও"। ছেলেটির বাবাও সঙ্গে গেলেন। কবি বল্লেন "দেখলে, চাঁদের হাসির অমন প্রশংসা শুনে সুর্য লজ্জায় মুখ ঢেকেছে, আর গান ত নয় একেবারে মেশিন্গান।

Magazine 2015.indd 54 22/10/15 10:21 pm

LICENSED BUILDING PRACTITIONER
www.dbh.govt.nz
BUILDING CONFIDENCE

Are you looking at doing some renovations but do not know how feasible it is?

Unsure about the council requirements and how they may affect your plans?

Worried that the costs of your project might be way over your budget?

How would it feel if someone could hold your hand to take you through the design and the consent process with a guarantee

If a consent cannot be issued after lodgement, we shall give you a 100% refund for the design fees, no questions asked. Hence there is absolutely no risk to your investment

Please visit www.tarzandesign.co.nz for a FREE Information pack (worth $410) or call Bobby on 836 0576 or 021 294 0054 for quick chat before you start your project

TARZAN DESIGN
Innovative Design Solutions
ARCHITECTURAL DESIGNERS

Magazine 2015.indd 55 22/10/15 10:21 pm

Alcoholics Anonymous

Are you an alcoholic?

Only you can decide whether you want to give A.A. a try- whether you think it can help you.

We who are in A.A. came because we finally gave up trying to control our drinking. We still hated to admit that we could never drink safely. Then we heard from other A.A. members that we were sick. (We thought so for years!) We found out that many people suffered from the same feelings of guilt and loneliness and hopelessness that we did. We found out that we had these feelings because we had the disease of alcoholism.

We decided to try and face up to what alcohol had done to us. Here are some of the questions we tried to answer honestly. If we answered YES to four or more questions, we were in deep trouble with our drinking. See how you do. Remember, there is no disgrace in facing up to the fact that you have a problem.

Answer Yes or No to the Following Questions

1) Have you ever decided to stop drinking for a week or so, but only lasted for a couple of days? Most of us in A.A. made all kinds of promises to ourselves and to our families. We could not keep them. Then we came to A.A. A.A. said: "Just try not to drink today." (If you do not drink today, you cannot get drunk today.)

2) Do you wish people would mind their own business about your drinking-- stop telling you what to do? In A.A. we do not tell anyone to do anything. We just talk about our own drinking, the trouble we got into, and how we stopped. We will be glad to help you, if you want us to.

3) Have you ever switched from one kind of drink to another in the hope that this would keep you from getting drunk? We tried all kinds of ways. We made our drinks weak. Or just drank beer. Or we did not drink cocktails. Or only drank on weekends. You name it, we tried it. But if we drank anything with alcohol in it, we usually got drunk eventually.

4) Have you had to have an eye-opener upon awakening during the past year? Do you need a drink to get started, or to stop shaking? This is a pretty sure sign that you are not drinking "socially."

5) Do you envy people who can drink without getting into trouble? At one time or another, most of us have wondered why we were not like most people, who really can take it or leave it.

6) Have you had problems connected with drinking during the past year? Be honest! Doctors say that if you have a problem with alcohol and keep on drinking, it will get worse -- never better. Eventually, you will die, or end up in an institution for the rest of your life. The only hope is to stop drinking.

7) Has your drinking caused trouble at home? Before we came into A.A., most of us said that it was the people or problems at home that made us drink. We could not see that our drinking just made everything worse. It never solved problems anywhere or anytime.

8) Do you ever try to get "extra" drinks at a party because you do not get enough? Most of us used to have a "few" before we started out if we thought it was going to be that kind of party. And if drinks were not served fast enough, we would go some place else to get more.

9) Do you tell yourself you can stop drinking any time you want to, even though you keep getting drunk when you don't mean to? Many of us kidded ourselves into thinking that we drank because we wanted to. After we came into A.A., we found out that once we started to drink, we couldn't stop.

Magazine 2015.indd 56 22/10/15 10:21 pm

10) Have you missed days of work or school because of drinking? Many of us admit now that we "called in sick" lots of times when the truth was that we were hung-over or on a drunk.

11) Do you have "blackouts"? A "blackout" is when we have been drinking hours or days which we cannot remember. When we came to A.A., we found out that this is a pretty sure sign of alcoholic drinking.

12) Have you ever felt that your life would be better if you did not drink? Many of us started to drink because drinking made life seem better, at least for a while. By the time we got into A.A., we felt trapped. We were drinking to live and living to drink. We were sick and tired of being sick and tired.

Your Score:

0

What's Your Score?

Did you answer YES four or more times? If so, you are probably in trouble with alcohol. Why do we say this? Because thousands of people in A.A. have said so for many years. They found out the truth about themselves - the hard way. But again, only you can decide whether you think A.A. is for you. Try to keep an open mind on the subject. If the answer is YES, we will be glad to show you how we stopped drinking ourselves. Just call.

A.A. does not promise to solve your life's problems. But we can show you how we are learning to live without drinking "one day at a time." We stay away from that "first drink." If there is no first one, there cannot be a tenth one. And when we got rid of alcohol, we found that life became much more manageable.

Magazine 2015.indd 57 22/10/15 10:21 pm

নেতাজি প্রসঙ্গ

(বিভিন্ন পত্র পত্রিকা থেকে নেওয়া)

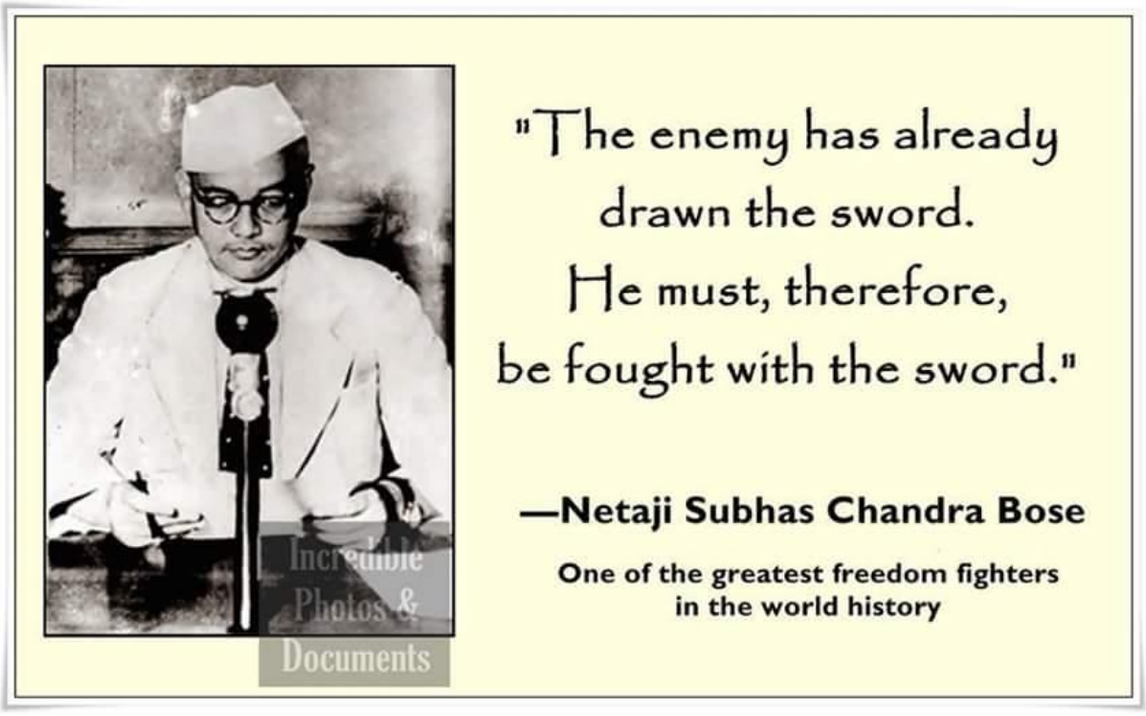

Shastri death linked to Netaji?

Secret Paper Suggests Foul Play In Death Of Ex-PM, Feels Anuj Dhar

Prithvijit.Mitra@timesgroup.com

Kolkata: Former Prime Minister Lal Bahadur Shastri's sudden demise in Tashkent might have been linked to his views on Netaji's disappearance and his efforts to form a second probe commission to solve the mystery, claim an activist who demands declassification of Netaji files and a member of Shastri family.

Minutes before his death in Tashkent in 1966, Shastri had reportedly informed his family over phone that he would divulge something that would shift the country's attention from the contentious Tashkent declaration that had just been signed.

Shastri was also keen on setting up a second inquiry commission to probe the mysterious disappearance of Subhas Chandra Bose, which had not gone down well with an influential section of the ruling party, say the activists.

The appearance of Gumnami Baba in the Sixties — who was rumoured to be Netaji — had brought the focus back on the patriot's disappearance and certain forces were trying to quash the probe, says activist and author Anuj Dhar.

"Shastri was in favour of an unbiased inquiry. It might have revealed the truth, which would have been unacceptable to many.

Former Prime Minister Lal Bahadur Shastri's sudden demise in Tashkent might have been linked to his views on **Netaji Subhas Chandra Bose**'s disappearance and his efforts to form a second probe commission to solve the mystery, feels activist and author Anuj Dhar

It is suspicious that he died soon after, without any illness and before he could reveal what he wanted to," he adds.

In response to an RTI filed by Dhar, the Prime Minister's Office (PMO) had admitted in 2009 that it had one document relating to Shastri's death which could not be disclosed as it could harm foreign relations. It could cause disruption in the country and breach of parliamentary privileges, it was said.

Dhar believes that the secret document suggests foul play in Shastri's death which clearly points at "a conspiracy to eliminate him due to his views on Netaji's disappearance". A copy of the same document could also be lying in Kolkata, he says. "The two West Bengal government intelligence files detailing snooping on Netaji family members are likely to contain an oral testimony that Shastri was not in the same league on Netaji's disappearance as his predecessor. When he was the union home minister, Shastri was the only cabinet member who showed an interest in Gumnami Baba. So, a link between his views on Netaji and his sudden death in Tashkent can't be ruled out," says Dhar, who has authored a book on Netaji's disappearance titled "India's Biggest Cover-Up".

Shastri's grandson Sanjay Nath Singh says the Prime Minister had spoken to his family members over phone less than an hour before he was declared dead in Tashkent. Singh, who was nine years old then, was present in the room when he had called. "He wanted to know the reaction to the Tashkent agreement. When he was told that the opposition had made a ruckus over it, he said that he would soon disclose something that will make the country forget the controversy. About 45 minutes later, we got a call saying he was very ill. It was followed by another call in 10 minutes which said he was dead. Since he was in Russia where Netaji was also believed to have been, there is a reason to suspect a link. However, there is no evidence yet," says Singh.

There were several discrepancies that hinted at a foul play in Shastri's death, says Singh.

"Shastri was supposed to stay at a hotel in Tashkent. Strangely, he was made to stay in a villa instead. When his body was flown back to India, we found blood marks on his mouth, nostrils and chest. Had he died of a heart attack, which was the official cause of death, where would the blood come from? We will never be sure as no post-mortem was done," says Singh.

Three weeks before his Tashkent visit, Shastri had unveiled the Netaji statue on Mayo Road in December 1965.

Netaji's grandnephew Chandra Kumar Bose, who was present on the occasion, says that the Prime Minister had told his father Amiya Nath Bose that he would search evidence of Netaji's presence in Russia during his visit. "Shastri was serious about it. There is no doubt that he was poisoned. We should find out if it had anything to do with Netaji," says Bose.

Magazine 2015.indd 58 22/10/15 10:21 pm

'Gandhi, others had agreed to hand over Netaji'

Bombay, Jan. 22 (PTI)—Mr Usman Patel, who claimed to be a bodyguard of Netaji Subhash Chandra Bose, said here today that Mahatma Gandhi, Mr Jawaharlal Nehru, Mr Mohamed Ali Jinnah and Maulana Azad had come to an agreement with the British judge that if Netaji were to enter India, he would be handed over and charged.

Mr Patel told Mr G. D. Khosla, the one-man Inquiry Commission on the concluding day of the three-day sitting here, that Maulana Azad had later confirmed this. Mr Patel said Mr Azad had told him that he was going to write a book and that he would mention this matter in it.

Later, Mr Patel continued, the voluntarily gave a report of this to Dharmayug, a Bombay weekly, because he read that the Commission was inquiring into Netaji's disappearance.

False report

Mr Patel who broke tears while giving evidence said Mr Nehru had asked him to make an application falsely stating that the $21,000 (Singapore) seized from him when he was arrested on Oct. 13, 1945, was his own and that he was trading in rubber in Singapore. The money belonged to Netaji for purchasing ration and foodstuff for the Indian National Army, he said.

Mr Patel said he did not relate the story of Netaji's disappearance and the burning of the aircraft and its crash to anybody including Mahatma Gandhi and Mr Nehru because the country was not independent then. He had disclosed these to Mr Nehru when he heard that the Shah Nawaz Khan Committee was going to Tokyo to investigate the disappearance of Netaji. This he did because Mr Shah Nawaz Khan did not permit him to appear before the Committee.

Mr Patel said Mr Nehru had told him that he would arrange to send him (Mr Patel) with the Committee. Mr Govindrao Deshpande, MP, from Nasik was present when the conversation took place, Mr Patel said.

Dr Suresh Padhye, Capt. R. B. Wirmani and Dr M. A. Jamal deposed at the hearing about their association with Netaji.

The Commission will meet in New Delhi on a four-day hearing from March 1 and it may go over to Tokyo by the middle of March, according to Mr Khosla.

Col. Habib-ur-Rehman, one of the important witnesses, would be examined either in New Delhi or in Pakistan where he resides, the court said.

Order on Bengal I-G contested

Calcutta, Jan. 22 (UNI)—The Union of India today filed an appeal in the Calcutta High Court against the order of Mr Justice Sabyasachi Mukherjee setting aside the orders of appointment of the West Bengal Inspector-General of Police, Mr P. K. Basu.

About 15 years ago, I appeared before a committee in Vigyan Bhawan. This committee was looking into the death of Netaji Subhas Chandra Bose for the tenth time. One of the members referred to my review in Frontline in 2001 (I am not sure of the date) in which I had said that Subhas Bose had died on August 17, 1945 in an air crash in Taiwan.

One of the members asked, "Were you present at Taipei airport on that day?" I normally do not get flustered but this time I was. "No, I was not. I was only 14 years old then." The next no ball was even more bizarre. The same man frowned at me in disdain. "How are you so sure if you were not in Taipei?" I told him that news of Netaji's death was broadcast on the radio, and the newspapers in India had reported it.

Before me, Mr Pranab Mukherjee had appeared before the committee. He asked me to be careful and precise.

"They are a very strange lot." So they were.

Jawaharlal Nehru (left) and Subhas Chandra Bose had much in common. Both had charisma, were secular, & had immense courage

Beginnings

Jawaharlal Nehru was his own Boswell. Subhas Chandra Bose was not. Bose's writings were nowhere near Nehru's. However, Bose had a much rougher time in prison than Nehru. In 2005, when I was in Mandalay on an official visit, I asked if I could see the jail in which Bal Gangadhar Tilak and Subhas Chandra Bose had been incarcerated.

The guide told me that the jail had been pulled down some years back. He showed me the place where the jail was and he knew all about Tilak and Bose. "The conditions were appalling. No electricity, no potable water, rats and mosquitoes all over the cell. The food was inedible. Tilak's and the Netaji's health took a beating. The two were constantly in poor health for the rest of their lives."

Nehru and Bose had much in common. Both had charisma, good looks, were secular, and had immense stamina and courage. Their popularity was next only to Gandhiji's. Both were Cantabrigians. Bose qualified for the Indian Civil Service (ICS), but it went against his grain to serve the British Empire. To the chagrin of his parents, their 23-year-old son resigned from the ICS, which was neither Indian, nor civil, nor service.

On his return to India, his first act was to meet Gandhi. The meeting was not a success. Bose became a C.R. Das follower. Unfortunately, Das suddenly died in 1925, and in the 1930s, Nehru and Bose spent long years in jail. Both travelled to Europe when out of prison, during the mid-1930s.

Magazine 2015.indd 59 22/10/15 10:21 pm

In the summer of 1934, Subhas met Emilie Schenkl in Vienna and fell deeply in love with this woman, who was a Roman Catholic. She was 13 years younger than her future husband.
Their marriage was a hush-hush affair, but Bose did not want his beloved to keep their relationship secret. A daughter was born, whom Bose never met. In contrast, Nehru was released from prison in late 1935 and rushed to Europe to be with his tubercular wife Kamala. She died on February 28, 1936 in Lausanne. Bose was present.
Differences
In the next three years, their political paths crossed: Nehru was elected Congress president twice. Bose succeeded him in 1938. The Congress leadership—which meant Gandhiji—did not take kindly to Bose seeking a second term. He, however, defied the Mahatma, whose candidate Dr Pattabhi Sitaramayya lost to Subhas. Rabindranath Tagore supported Bose. Gandhiji took Pattabhi's defeat as his own.
Commenting on the time, Indian historian and author Rudrangshu Mukherjee said: "Gandhi's reaction to Subhas's victory was uncharacteristically devoid of grace. In a public statement he said that since he had prevailed upon Sitaramayya not to withdraw from the contest, the latter's defeat was 'more mine than his'. Eventually, Mahatmaji had his way and Subhas resigned, and launched his own party—the Forward Bloc. Throughout the unseemly controversy Nehru's behaviour was Hamlet-like. This did not rebound to his credit."
The Nehru-Bose drift was soon to become a storm. The two exchanged heated letters in March 1939. Subhas's letter was 20 pages long, Nehru's reply, 13 pages. The Bose letter was ill-tempered, Nehru's, elegantly vague and unusually defensive.
He wrote, "But, I am a dull subject to discuss at the tail end of an inordinately long letter. Let us leave it at this that I am an unsatisfactory human being who is dissatisfied with himself and the world, and whom the petty world he lives in does not particularly like."
'Passing friendship'
Their differences were deep on vital matters. Nehru despised Hitler and Mussolini. He had refused to meet the Italian dictator in March 1936, while Subhas met him five times. His meeting with Hitler on May 29, 1943 in Berlin was anything but reassuring.
Bose's stay in Germany and his refusal to condemn Hitler's horrific treatment of the Jews attracted huge criticism. Nehru's approach to the Jewish issue was entirely different. Bose left Germany 'empty handed'.
On February 9, 1943, Netaji sailed in a German submarine for the east accompanied by Abid Hassan Saffrani, who after 1947, became India's ambassador to Denmark.
Between 1943 and 1945, Netaji Bose was in Japan and Singapore, Malaya and Myanmar, leading the Indian National Army (INA), which he had established with the help of his Japanese hosts. It was a valiant effort but destined to be a failure. In his broadcasts to India, Netaji called Gandhiji the 'Father of the Nation.' He also gave us "Jai Hind".

খুন করা হয়েছিল নেতাজিকে", বিস্ফোরক দাবি প্রাক্তন দেহরক্ষীর".....

বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি। তাঁকে খুন করা হয়েছিল।" এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন নেতাজিসুভাষচন্দ্র বসুর প্রাক্তন দেহরক্ষী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাক্তন সেনা জগরাম যাদব। শুধু তাই নয়, নেতাজির মৃত্যুর জন্য পরোক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে দায়ি করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই IB-এর কিছু নথি থেকে নেতাজির পরিবারের উপর নেহেরুর নজরদারির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। যা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক।
সংবাদসংস্থা IANS-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জগরাম যাদব দাবি করেন, "নেতাজিকে নিয়ে সমস্যায় ছিলেন নেহেরু।" এ প্রসঙ্গে ১৯৪৫-এর চিটাগং জেলে থাকাকালীন এক অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন জগরাম, "চিটাগং জেলে থাকাকালীন আমরা খবর পাই, যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়েছে। তবে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে নেতাজি বেঁচে আছেন। কারণ, নেতাজি একসময়ে আমাদের জানিয়েছিলেন, যে বিভ্রান্তি ছড়াতে তাঁর মৃত্যু নিয়ে গুজব রটানো হতে পারে।"
জগরাম যাদব বলেন, আমি মনে করি নেতাজির ভাবমূর্তি তাঁর থেকে বেশি বলে মনে করতেন নেহেরু।
এরপরই বিস্ফোরক দাবি করেন নেতাজির প্রাক্তন দেহরক্ষী, "১৯৪৯ সালে চিনের স্বাধীনতার পর চিনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে যান ১ দূত। তিনি জানান, নেতাজি রাশিয়াতে রয়েছেন এবং দেশে ফিরতে চান। রাষ্ট্রদূত কে এম পানিকরের অনুপস্থিতিতে এই খবর জানতে পারেন সেনাবাহিনীর আইনজীবী ব্রিজ ঠাক্কর। খবর শুনে উৎফুল্ল ঠাক্কর প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে তা জানান। চিন থেকে ভারতে আসা পরের বিমানেই ঠাক্করকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, ওই কাজের জন্য ব্রিজ ঠাক্কর যোগ্য নন।"
৯৩ বছরের জগরাম যাদবের মতে, তাঁর মতো অনেকেই এ কথা বিশ্বাস করেন যে নেতাজিকে খুন করা হয়েছিল। তবে নেতাজির পরিবারের উপর নেহেরুর নজরদারি ইস্যুতে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৩ মাস নেতাজির দেহরক্ষী ছিলেন জগরাম যাদব।

Magazine 2015.indd 60 22/10/15 10:21 pm

'IB knew Netaji was alive, wanted to track him down'

Nehru's Trusted IB Czar BN Mullick Sought MI-5 Help To Find Bose, Reveals Ex-IB Man

Kingshuk.Nag
@timesgroup.com

TOI

A 1930 photo of Subhas Chandra Bose with Jawaharlal Nehru

Kolkata: The Intelligence Bureau (IB) was snooping on the relatives of Subhas Chandra Bose because while it did not know his whereabouts, it knew for sure that he had not died in any air crash. "We knew he was not dead, but were not sure where he was. We suspected he was in the Soviet Union or Japan," a retired top official of IB told TOI.

The entire operation was scripted by Bhola Nath Mullick, who was director of IB during 1948-68, the retired official revealed. He further said that Mullick had tremendous hold over the then Prime Minister Jawaharlal Nehru and was snooping on Netaji's relatives to serve the political interests of the latter. "We were aware that if Netaji made an appearance suddenly, he would have given Nehru a run for his position. This was the compelling reason why it was imperative that Subhas Bose's whereabouts be found out. But in the end we could never find out where Netaji was," the official said, refusing to be identified.

When asked why it was suspected that Subhas Bose was in Japan, which had lost World War II, the former sleuth said that was because Netaji was last officially heard of being in Japanese territory -- in Saigon.

For the purpose of tracing Subhas Bose, Mullick had also taken the help of MI-5, the British Intelligence agency. Intelligence gathered by the IB was shared with the British agency and sometimes help

TOI EXCLUSIVE

was taken from MI-5 to develop the leads further, the former sleuth said. In fact, an MI-5 liaison office was allowed to be operated from New Delhi. Often data about financial help given by the USSR to the Communist Party and other agencies was forwarded to MI-5 so that it could be analysed by the British agency.

London was interested in what was happening behind the Iron Curtain because the Cold War had begun almost immediately after the conclusion of World War II.

"It was for the yeoman's service rendered to Nehru that Mullick continued in his position for two long decades. Nehru could not think of allowing him to go," the retired sleuth, who later served in the Research and Analyses Wing, said.

Incidentally, Mullick belonged to Calcutta, the same city as Subhas Bose, but had cultivated an anti-Netaji sentiment because that is what worked in the Nehru regime, said the IB official who now lives in quiet retirement. He worked in India's Intelligence outfits from the 1950s through to the 1990s. Although an IPS officer, he spent his entire career in Intelligence.

▶IB spied upon Bose kin: P11

Magazine 2015.indd 61 22/10/15 10:21 pm

Netaji didn't die in plane crash, he was killed: Former bodyguard

Gurgaon, April 15, 2015 (IANS):

A former bodyguard of Netaji Subhash Chandra Bose on Wednesday claimed that the revolutionary leader did not die in a plane crash but was killed.

Indian National Army (INA) Sepoy Jagram Yadav, 93, said: "As a gunner, I often heard Netaji and top officers discussing on the issue of freedom struggle. It was believed that (former prime minister Jawaharlal) Nehru had a complex about Bose."

"We were in Chittagong jail in 1945 when the news came that Netaji died in a plane crash. None of us believed the news because Netaji had told us that news regarding his death may be spread to misguide INA fighters," he told IANS.

Yadav claimed that Bose, who is believed to have died in a plane crash in Taiwan in 1945, actually escaped to Russia (Siberia) and was the victim of "India's biggest cover-up".

He said Nehru believed Bose's image was much more bigger and stronger than him in the India and abroad.

"After China's independence in 1949, a Chinese messenger visited the Indian embassy in China and was informed that Netaji was in Russia and wanted to return to India," said Yadav, who was Netaji's bodyguard for nearly 13 months during 1943-44.

"The army attache, Brig Thakkar, attended to the messenger as then ambassador K.M. Panikar was not present there. Excited and happy over hearing the news about Netaji, an emotional Thakkar immediately informed Nehru, who recalled him by the very next flight saying he was not fit for the job," Yadav said.

"Not only me, many of my generation feel that Bose, who freed this country from the British, was killed," he said, adding that he was saying facts based on his experience and ground realities.

After declassified documents revealing the snooping on Bose's family from 1948 to 1968 made it to the headlines last week, Jadav said that he can't say anything on the issue but he was sure Netaji was killed..

নেতাজি মারফত বামপন্থা ছড়ালে অভ্যন্তরীণ সঙ্কটে পড়বে ভারত, বোঝান ব্রিটিশ গোয়েন্দারা

রাজীব চক্রবর্তী: দিল্লি, ১৩ এপ্রিল– নেতাজির পরিবারের ওপর নজরদারি সম্পর্কিত আরও বড় তথ্য প্রকাশ্যে এল। নেতাজির হাত ধরে ভারতে বামপন্থী সাম্যবাদ আন্দোলনের জোয়ার আছড়ে পড়তে পারে, স্বাধীনতার পর এদেশের সরকারের কর্তাব্যক্তিদের মনে এমন ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা! সেই কারণেই নেতাজি ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর পৌঁছে দেওয়া হত বিদেশি গোয়েন্দাদের কাছে। এমনই আশঙ্কা করছেন প্রাক্তন 'র' সচিব ভি বালচন্দ্রন। জানা গেছে, কলকাতায় নেতাজির আত্মীয়দের ওপর নজর রেখে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা সংগৃহীত তথ্য নিয়মিত ব্রিটিশ অভ্যন্তরীণ গোপন পরিষেবা সংস্থা 'এম আই ৫'-এর কাছে পৌঁছে দিত! সে সময় তিন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং ইন্দিরা গান্ধী– সকলেই ছিলেন কংগ্রেসি। খবরটা জানাজানি হতেই তিক্ত বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। রহস্য উন্মোচনের আর্জি নিয়ে বার্লিনে সফররত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করবেন নেতাজির প্রপৌত্র সূর্য বসু।

বছরখানেক আগে আই বি-র গোপন নথির একটি পাতা 'ভুল করে' জাতীয় আর্কাইভে প্রকাশ করে ফেলে সরকার। পরে তা সরিয়ে নেওয়া হলেও ততক্ষণে সেটি একটি ইংরেজি সংবাদপত্র গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। তা থেকে জানা গেছে, নেহরু সরকারের গোয়েন্দাদের নেতাজির পরিবারের ওপর নজরদারি চালানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিশেষত নেতাজির ভাইপোদের চিঠিপত্র, দেশ-বিদেশে যাতায়াত এবং তাঁরা কাদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, তার ওপর। ১৯৪৮ থেকে ৬৮ পর্যন্ত অত্যন্ত গোপনে এই নজরদারি চালিয়েছিল ভারত সরকার।

এদিকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর, পরে যার নাম হয় ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), কাছে থাকা নেতাজি সুভাষ সম্পর্কিত গোয়েন্দা ফাইল ২০১১-১২ সালেই ন্যাশনাল আর্কাইভ দপ্তরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গত বছরের ডিসেম্বরে সেই নথি গবেষণার জন্য সর্বসাধারণের কাছে সুলভ করে দেওয়া হয়। নেতাজির মৃত্যুরহস্য নিয়ে ইউ পি এ আমলে মুখার্জি কমিশন

Magazine 2015.indd 62 22/10/15 10:21 pm

ও খোসলা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পরেই রাজ্য সরকার গোপন ফাইলগুলো প্রকাশ্য করে দিয়েছিল। দিল্লির গোয়েন্দা দপ্তরকে বিষয়টি জানিয়েও দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ গোয়েন্দা দপ্তর। নেতাজির অনুগামীরা সমস্ত গোয়েন্দা ফাইলই প্রকাশ করার দাবি তোলেন। নেতাজির মৃত্যু নিয়ে এবং তাঁর আত্মীয়দের কাজকর্ম নিয়ে ভারতীয় ও ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের মধ্যে যে সব চিঠি চালাচালি হয়েছিল, তাও প্রকাশের দাবি তোলা হয়। যদিও সমস্ত নথি প্রকাশ্য হয় ব্রিটেনে। সেখানকার সারের কিউতে জাতীয় মহাফেজখানায় সেগুলো সংরক্ষিত রয়েছে।

১৯৪৭-এর ৬ অক্টোবর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'আই বি'-র ডেপুটি ডিরেক্টর বালকৃষ্ণ শেঠি দিল্লিতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা 'এম আই ৫'-এর আধিকারিক কে এম বার্নকে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন। তাতে আর এক স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা নেতাজির সহকর্মী ও বন্ধু এ সি এন নাম্বিয়ারের সুইৎজারল্যান্ড থেকে কলকাতায় নেতাজির ভাইপো অমিয়নাথ বসুকে লেখা চিঠি গায়েব করে তার প্রতিলিপি যুক্ত করেছিলেন। বালকৃষ্ণ দেশের প্রথম আই বি প্রধান সঞ্জীবী পিল্লাই এবং তার পর বি এন মল্লিকের অধীনে কাজ করতেন। রিপোর্টে তিনি নাম্বিয়ারের চিঠি প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'গোপন অনুসন্ধানে দেখা গেছে'। নাম্বিয়ার ১৯২৪-এ সাংবাদিক হিসেবে বার্লিনে যান। নেতাজির সঙ্গে কাজ করতেন। পরে নেহরুর সঙ্গেও কাজ করেছেন। সুইৎজারল্যান্ডে কূটনীতিক হিসেবে নিযুক্ত থাকার সময় কলকাতায় নেতাজির পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে তাঁর লেখা চিঠি মাঝপথেই নিয়মিত 'হজম' করা হত। কারণ, ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা মনে করত, নাম্বিয়ার সোবিয়েতের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতে পারেন। নেতাজির ভাইপোকে লেখা চিঠি তুলে দিয়ে এতটাই আপ্লুত হয়েছিলেন ভারতীয় আই বি'র ওই কর্তা যে, বার্নকে লিখেছিলেন, নাম্বিয়ারের লেখা চিঠি সম্পর্কে তাঁর মতামত পেলে ধন্য হবেন। নেতাজি রহস্য নিয়ে লেখা 'ইণ্ডিয়া'জ বিগেস্ট কভার-আপ' বইয়ের লেখক অনুজ ধর প্রশ্ন তুলেছেন, কে সেই প্রভু যাঁর নির্দেশে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা বিদেশি একটি গোয়েন্দা সংস্থাকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তথ্য জানাচ্ছে? 'র'-এর প্রাক্তন সচিব ভি বালাচন্দ্রন এই তথ্যকে হিমশৈলের চূড়ামাত্র মনে করছেন। একইসঙ্গে কে এম বার্নের নথিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে দেখছেন। বলেছেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু একজন 'এম আই ৫'-এর এজেন্টকে 'নিরাপত্তা যোগাযোগকারী অফিসার' হিসেবে দিল্লিতে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। ১৯৭০ পর্যন্ত এই পদটি রাজধানীতে ছিল। তাঁর মতে, এই নথি অনেক কিছু অজানা নথির একটি মাত্র। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দেশের মাটিতে বসে বসু পরিবারের ওপর গোপনে নজরদারি চালিয়ে গেছেন ব্রিটিশ গোয়েন্দারা। বালাচন্দ্রনের বিশ্বাস, আই বি-কে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ভারতের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ক্ষেত্রে সাম্যবাদ একটা বড় বিপদ হতে পারে। নেতাজির ভাইপো অর্ধেন্দু বসু এদিন অভিযোগ করেন, নেহরু-গান্ধী পরিবার জাতীয়তাবাদী নেতার উত্তরাধিকার ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়েছিল। ৬০ বছর বয়সী চর্ম প্রযুক্তিবিদ এদিন মুম্বইয়ে বলেছেন, ১৯৪৭ থেকে তারা (নেহরু)গান্ধী পরিবার- নেতাজির নাম ও তাঁর স্মৃতি ধ্বংস করতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছে। নেতাজি এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সরকারের উদ্বেগের কারণ ছিলেন। ভারতের ইতিহাস বইয়ে কোথাও নেতাজি বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির উল্লেখ নেই। প্যাটেলের অতি সামান্য উল্লেখ পাওয়া যায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আই এন এ-র কোনও সৈনিককে ভারতীয় সেনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকী সরকার আই এন এ-র ২০-৩০ হাজার প্রাক্তন সৈনিকের কোনও খোঁজ রাখেনি। অর্ধেন্দু বিখ্যাত একটি বস্ত্র নির্মাতা সংস্থার মডেল ছিলেন। এখন নিজের ব্যবসা সামলান। তাঁর বাবা শৈলেশচন্দ্র ছিলেন নেতাজির ভাই। ১৯৮৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে ছেলেকে সেই সময়কার সরকারি নজরদারির কথা জানিয়ে যান শৈলেশবাবু। অর্ধেন্দু আরও বলেন, বাবা বলেছিলেন, কেউ তাঁকে টেলিফোনে আড়ি পাতার কথা বলেছিল। সেসময় সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা আমাদের পরিবারের চারিদিকে ঘুরে বেড়াত। যখন তারা নজরদারি চালাত এবং টেলিফোনে আড়ি পাতত, তখন আমার পরিবারের সদস্যরা সবই বুঝতে পারতেন।

অন্য দিকে বার্লিনে নেতাজির প্রপৌত্র সূর্য বসু র সঙ্গে দেখা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার বিকেলেই তিনি হ্যানোভার থেকে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে পৌঁছেছেন। নেতাজি-প্রতিষ্ঠিত হামবুর্গের ইন্দো-জার্মান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সূর্য। কংগ্রেস দাবি মানেনি। তাই এন ডি এ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে সূর্য বসু নেতাজি-সংক্রান্ত সব গোপন ফাইল প্রকাশ করার দাবি জানাবেন।

Nehru was paranoid about Netaji even after his disappearance, shows IB memos & letters

Monday, 20 April 2015 - 6:59am IST | Place: New Delhi | Agency: dna | From the print edition
Sai Manish

- **1k**Prompt background checks were carried out on those in touch with Netaji family

Magazine 2015.indd 63 22/10/15 10:21 pm

The Nehru administration had snooped on many a communication between the kin of Subhas Chandra Bose. Intelligence Bureau memos and letters in dna's possession show that the snooping was not just limited to mails between the Bose family. Letters written by women who had kept Subhas Bose company in Europe were intercepted.

In addition, letters written to Bose's nephew Amiya Bose by his political associates and friends were detained, copied and sent to the Home Ministry. dna had earlier pointed out how Intelligence Bureau (IB) sleuths were stationed at the Elgin Road post office in Calcutta in a bid to open letters addressed to Amiya who at the time was staying at Woodburn road in Bengal's capital city.

At times, the writers of these letters engendered so much suspicion in the Nehru establishment that prompt background checks were carried out on these individuals. Handwritten notes were then dispatched to the Home Ministry as sleuths waited for further instructions on how to proceed against people in touch with the Bose family.

When Nehru Govt Sniffed Netaji in China

An IB memo (no:12586 TP. 605) dated July 30, 1949 shows that sleuths intercepted a letter addressed to Bose's nephew Amiya Bose at the Elgin Road post office. A copy of the letter was made and promptly sent to the Assistant Director of the IB at the Home Ministry in Delhi. The letter was allowed to be delivered to Amiya.

The letter was written by a Chinese national Chou Hsiang Kuang. Kuang was a scholar at Delhi University and a good friend of Amiya. Bose had helped one of Kuang's friends secure admission at the Jaipur Medical College. Amiya in previous letters to Kuang had asked him to help find out if Subhas Bose was somewhere in China.

The letter by Kuang to Bose dated July 22, 1949 reads: "I am so sorry I could not write to you earlier… As regards Netaji, I am still remembering what that appeared in the Central Daily News. It indicated that he was being kept at a camp somewhere in Manchuria."

This was not the first letter of the Chinese scholar to Amiya that was intercepted. An IB memo (no: 5010 CP. 893) shows another letter was intercepted on March 9, 1948, less than a year after India's independence. It reads: "I regret I could not find out about the news on Netaji that was published in a

Magazine 2015.indd 64 22/10/15 10:21 pm

Chinese newspaper in Nanking sometime ago. I still believe that he (Netaji) is alive."

It is quite ironical that the Nehru government was snooping on Kuang's letters to find clues about the whereabouts of Subhas Bose. In May 1949, Kuang was appointed a lecturer in Chinese at the School of Foreign Languages under India's Ministry of Defence.

The Mysterious 'Spy of Netaji' in First Kashmir War

Barely a month before India and Pakistan declared a formal ceasefire on January 2, 1949 to end the First Kashmir War, IB sleuths at the Elgin Road post office intercepted a letter from a man whose name was given but not address. The IB memo (no: 31942/CP. 893) shows that a letter from a man named Morad Khan, addressed to Amiya, was intercepted on November 16, 1949 in Calcutta. A copy was made and the letter was allowed to be delivered.

Interestingly, the interception was authorised by the Nehru administration through a government order (no: 1735 P.S) on September 20, 1948. This interception was ordered barely a month after a resolution containing terms of the ceasefire, including a plebiscite on Kashmir was laid out in the United Nations. Nehru had supported a plebiscite to decide on the status of Kashmir many times after the conflict began.

The letter (translated from Bengali by the IB) begins with 'Netaji Zindabad'. From the letter it becomes apparent that Morad Khan was a man with deep knowledge of the discussions going on in Pakistan after India gained a decisive edge over it in the conflict. He wrote the letter to Amiya while he was in Calcutta.

The letter reads: "I am to come and go without a passport. It is risky and expensive. I had been to Lahore and went to Quetta and Rawalpindi because Europeans are holding big meetings there nowadays. They have discussed Nehru's talks with Atlee and Liaquat Ali. Now the British officers are thinking of how to win the plebiscite in Kashmir.

"They will not agree to the judgment if they are defeated and a temporary war will break out again. All these are tricks of the British. Ofcourse we will try till the end that the votes are not in favour of Pakistan. We shall not allow Kashmir to go into their hands. Secret propaganda has already been started. Correspondence is going on (between Pakistan) and America. I could not secure the copies

Magazine 2015.indd 65 22/10/15 10:21 pm

of those correspondences only for my foolishness."

Morad Khan's letter goes on to talk about an American spy in India by the name of 'Mr Fredrick'. Khan warns Amiya that the 'American spy' is trying to foment trouble in India, especially in Bengal. The letter reads: "He (Fredrick) is surely behind the fire at the Calcutta Telephone Exchange. He has the support of the British monkeys and the Indian Communist Party. Occasionally he used to visit the Spencers restaurant in Calcutta opposite the Government House. He left for England on the same day when Nehru left. All the bloody Europeans also pay money to their India operatives like Ranaday, Bhattacharji, Chaudhri and others to create trouble. Amiya babu, be careful of these bastards. I heard they will blow a railway line somewhere."

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যুরহস্য

২৫ শে আগস্ট, ২০১১ সকাল ৯:৩৫

এই পোস্টটি শেয়ার করতে চাইলে :

আরও ঘনীভূত হল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যুরহস্য। তিনি বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হননি বলে জানিয়েছেন এক ব্যক্তি। নেতাজির গাড়িচালক দাবিদার ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন, যে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি নিহত হয়েছেন বলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, সে ঘটনার চার মাস পর তিনি নেতাজিকে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

১০৭ বছর বয়সী এই ব্যক্তির নাম নিজামুদ্দিন। পেশায় গাড়িচালক। বাড়ি আজমগড় জেলার বিলাড়িগঞ্জ এলাকার ইসলামপুরে। তিনি নিজেকে নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন সদস্য হিসেবে দাবি করেছেন। ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে নেতাজি ১৯৪২ সালে এ বাহিনী গঠন করেন। একটি পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজামুদ্দিন বলেন, তিনি নিশ্চিত নেতাজি কোনোভাবেই ১৯৪৫ সালের বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ওই বিমান দুর্ঘটনার তিন থেকে চার মাস পর তিনি নেতাজিকে মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছ দিয়ে প্রবাহিত সিতাংপুর নদীর তীরে নামিয়ে দিয়ে গেছেন। নেতাজি যে গাড়ি থেকে সেখানে নেমেছেন সেটার চালক ছিলেন তিনি নিজে। তাহলে তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলেন কীভাবে? নদীর তীরে নেমে যাওয়ার পর নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ভাগ্যে কী ঘটেছিল সে ব্যাপারে তিনি আর কিছুই জানেন না বলে জানান। নিজামুদ্দিন বলেন, তিনি নেতাজির সান্নিধ্য পেয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছেন। অজানা গন্তব্যের উদ্দেশে যাওয়ার আগে তিনি আবার স্বাধীন ভারতে ফেরার অঙ্গীকার করেছিলেন।

নিজামুদ্দিন দাবি করেন, নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহচর এস ভি স্বামীর সঙ্গেও তার বৈঠক হয়েছিল। স্বামী ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। নিজামুদ্দিন তার দাবির সপক্ষে সে সময় তাকে দেওয়া প্রত্যাবাসন সনদ দেখান। আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকার এটিই একমাত্র প্রমাণ। সুত্র : জি নিউজ

Magazine 2015.indd 66 22/10/15 10:21 pm

11.5K people sign on Bose petition

TIMES NEWS NETWORK

Kolkata: An online petition on declassification of Netaji files that are held in Delhi has clocked about 11,500 signatures.

The petition by Mission Netaji, whose members have spent years trying to unravel the mystery behind Netaji's disappearance, has called for declassification of all secret files on the freedom fighter, acceptance of the report of Justice Mukherjee Commission of Inquiry into his disappearance and establishment of a multi-disciplinary investigation team to unravel the truth.

The activists had written to Prime Minister Narendra Modi on May 23, 2014, urging him to take steps to solve the mystery related to Netaji's disappearance in the interest of the country. The team wrote to the PM on the matter again on August 13 last year. But, there was no response from the PMO.

"We believe that the time now is ripe, more than ever, to bring about a closure to this controversy. If anyone can lead the resolution of modern India's longest running mystery, it is you," reads the petition addressed to the PM.

Sugata Bose
5 hrs · Edited ·

WHEN THEY FELL APART

Netaji was arguably the greatest personality of India's struggle for freedom. He was far ahead of his times despite the fact that he was immersed in the thick of battle. His early advocacy of Purna Swaraj or complete

Magazine 2015.indd 67 22/10/15 10:21 pm

independence was later adopted by the Congress. In the 1938 Haripura Congress Session Subhas Chandra Bose as Congress President aired his view that the Congress needed a disciplined army of workers that would carry on the struggle along non-violent lines. His idea was that sporadic movements based on impulse and the sudden need of the hour was unlikely to be effective against the disciplined might of the British empire. To combat British imperialism the freedom struggle had to be well-organised, planned and activated along lines of martial discipline even if it was a non-violent struggle. However, his views were rejected by Gandhiji who set up Pattabhi Sitaramayya as his candidate for the Congress presidency the following year against Subhas Chandra Bose. When Bose emerged a clear victor in the elections, the Mahatma admitted that Pattabhi's defeat was his own defeat. However, this meant that Gandhiji could not get his way through democratic means and had now the remaining option of ousting Subhas through unconstitutional means which he readily applied violating all norms of political civility. Expediency was the criterion and not ethical propriety and the Mahatma, ever the non-member dictatorial leader of the Congress, resorted to the vilest political maneuvering to see to it that Bose, the duly elected Congress President, was left with a non-functional executive apparatus as the Mahatma's flattering followers resigned from the Congress Working Committee to paralyse the machinery. Gandhi, surely, must have mischievously justified his political pawn-play of perverting the members of the Congress Working Committee to resign from it on the basis of his flawed spiritual philosophy of non-violence and truth in their applied mode. The Congress President was now left with an empty house and had to resign. Thus, the leonine soul who could have unified India and, perhaps, prevented Partition, was sidelined from mainstream Congress politics, a myopic move of the Mahatma whose catastrophic consequence he lived to see in his twilight years. Subhas Chandra Bose and his 'pernicious' radicalism had been got rid of, so the Mahatma must have mused.

But Bose had other ideas. He quickly organised a section of the radical wing of the Congress to build up a new party, the Forward Bloc. He carried on his campaign for organised mass struggle against the British and was imprisoned for sedition. What followed was one of the epic tales of real-life history, a single man taking on the might of the British empire against all odds, worst of all, the political indifference, even animosity of the very Congressman he admired and had worked with all his life, Gandhi, Nehru, Patel and a host of others who did nothing to help his great mission of liberating India with the Indian National Army which he raised abroad and marched on to India. The hero came to the very doors of India, liberating 150 miles of Indian soil in Imphal, and was then driven back by the British Indian Army owing to the INA's lack of supplies when cooperation and coordinated effort by the Indian leaders like Nehru could have turned the tide of the Indian Revolution. But Netaji's men were driven back as Indians who had been rendered passive by the conjoined condition of anti-Bose British propaganda and weak Congress policy could not come to their aid at a time when they could have liberated India and prevented Partition. Thus, Netaji withdrew and has remained untraced till date. Who can tell what happened to India's greatest son? But more of that later. Jai Hind!

Written by Sugata Bose

THE TIMES OF INDIA

Declassify Netaji Files': Demand in Pujas abroad

Prithvijit Mitra,TNN | Oct 5, 2015, 05.48 AM IST

Declassification of Netaji files: CPI(M) questions Mamata govt

KOLKATA: The demand for declassification of Netaji files will travel abroad and feature alongside cultural programs this Durga puja. More than half-a-dozen sessions on the

Magazine 2015.indd 68 22/10/15 10:21 pm

issue have been planned by puja organizers across USA and UK in October and November, with Netaji researcher and author Anuj Dhar delivering lectures. These will be followed by interactive sessions in which more than 2000 non-resident Bengalis and members of the Indian diaspora are expected to take part. A social network campaign is expected to be kickstarted by the unique sessions that aim to put pressure on governments to release files on Netaji.

Bengali associations in Delaware, North Virginia and New York will be hosting four such sessions between October 17 and 24. While the Bengali Association of New York organizes the oldest Durga puja in USA, Delaware has a thousand-plus Bengali population who will be hosting two sessions coinciding with their puja. The Northern Virginia Bengali Association puja will be hosting the fourth session. Bengalis across US cities were eagerly looking forward to the sessions, according to Abhishek Bose of the Bengali Association of Delaware Valley. The sessions, titled "Prince Among the Patriots", will be rounded up with a rendition of "Kadam kadam badhaye ja" - the regimental song of the INA.

"So far, puja events in USA would largely centre around cultural programs with artists streaming in from Kolkata. But this time, we are looking ahead to the pujas to witness something more serious, but which is perhaps even closer to our hearts than cultural events. All Indian communities in USA have been following the declassification with great interest. With Prime Minister Narendra Modi about to meet the Bose family and researchers on the eve of the pujas, the interest has been heightened. It is time for the final push and we, as members of the diaspora, believe we have a role to play," said Bose.

THOUGHTS ON PATRIOT

Netaji sessions will be held at these venues in US during Durga Puja:

Date	Organization	Venue
October 17	Bengali Association of Delaware Valley	Hindu Temple, 760, Yorklyn Road
October 17	Udaan	Gender Road, Newark
October 18	Northern Virginia Bengali Association	McLean School, Davidson Road
October 24	East Coast Durga Puja Association	Gujarati Samaj Hall, New York

Durga Puja was the natural and ideal choice to hold these events, according to Saurav Das of Delaware, one of the puja organizers. "Pujas are the only time when Bengalis and

Magazine 2015.indd 69 22/10/15 10:21 pm

other communities come together over weekends. With the declassification about to happen, we are eager to know more about it and play a role in hastening the process. Netaji is an icon and a symbol of our freedom struggle and hence the pujas will be the right forum to discuss the declassification issue," said Das.

The four US sessions are likely to be followed by several more in UK around Diwali. It's significant that NRIs will be taking up the declassification cause since Netaji had fought the battle to free India largely with the support of the diaspora, felt Anuj Dhar. "It is time to make the issue an international one due to two reasons. First, there are files in USA and UK that need to be released along with the Indian files to solve the disappearance mystery effectively. Secondly, the diaspora needs to be involved more to sustain the pressure on governments. Also, NRIs would be enthused to carry on the campaign through social networks if they are made to play a more direct role," said Dhar.

He, however, added that the success of the sessions will hinge upon the outcome of the meeting with the Prime Minister on October 14. "Let's hope that the meeting throws up a definite roadmap for a quick release of the files, not only in India but in Russia, USA and UK as well. The sessions would then be extremely invigorating. It will also be a great victory for all those who took part in the declassification campaign, including myself. Till recently, declassification was not considered achievable. We have turned things around and managed to take it to the international platform," added Dhar.

দেশজোড়া হইচই । কেউ দুঃখিত, কেউ ক্ষোভিত আবার কেউ বা ক্রোধিত । তবে আমি কিন্তু নিরাসক্ত । কারণ আমি এটা জানতাম যে, নেতাজি সংক্রান্ত গোপন ফাইল গুলি ইঁদুরের গর্ভেই গেছে । কেউ বলবেন , জ্যোতিষ কবে থেকে চর্চা বা বিশ্বাস করছেন ! ! তা নয়, তবু কিন্তু আমি জানতাম, এতো সুস্বাদু কাগজ পত্র ধেড়ে ইঁদুর ছাড়া আর কারও গর্ভে স্থান পেতে পারে না । মুখ্য তথ্য অধিকর্তার কাছে আমি ঐ ধেড়ে ইদুরদের নামও জানতে চাই না, অনুরোধ করবো তাদের পদবীগুলি যদি একটু দেখেন ! ! কতজন গান্ধী বা নেহরু বা প্যাটেল বা রাও পদবিধারী আছেন ঐ ধেড়ে দের মধ্যে, একটু বলবেন প্লিজ ! ! সঙ্গে কিছু বসু পদবীও তো থাকার কথা, যারা " লোভে পাপ " করে ফেলেছেন । আর যারা সেদিন " সুভাষ বসু"কে " কুইসলিং " বা " তোজোর কুকুর " বলে ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন, তাদের পদবীগুলিও নিশ্চয়ই আছে ঐ ধেড়ে ইঁদুরদের মধ্যে, তাই না ! ! এখানে সুভাষ বসু বললাম এই কারণে যে, উল্লেখ টা যাদের সম্পর্কে, তারা অন্তত কয়েক বছর আগেও ওনাকে নেতাজী আখ্যা দিতো না । এক্ষুনি কি বলেন তা একটু খোঁজ নিলে জানা যাবে । বন্ধুবর Anuj Dhar, বিখ্যাত সঞ্চালক অর্ণব গোস্বামীর ভাষায় নেতাজী গবেষণার ক্ষেত্রে " one man army ", বলে উঠেছেন - - কিছু ফাইল এখনও আছে । অনুজ, এই একটা বড়ো ভূল করে ফেললে ভাই, ওগুলোকেও ইঁদুরের গর্ভে পাঠানোর সুযোগ করে দিলে । ধেড়ে ইঁদুরেরা এখনও যে সংসদের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে, তা তোমার বা Chandra Kumar Bose এর থেকে বেশি আর কে জানেন ! !

একজন মহান দেশপ্রেমিক, যিনি সর্ব ধর্ম, সর্ব বর্ণের ভারতীয়দের নিয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য জীবনপণ লড়ছেন, ছাব্বিশ হাজার আজাদ হিন্দ সেনার মৃত্যুর বিনিময়ে দেশের মাটিতে যুদ্ধ জয়ের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, দ্বীপ দুটির ভারতীয় নামকরণ করছেন " শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপপুঞ্জ " , - - সেই মানুষটি দেশে তখন ডান বাম নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক দলের চক্ষুশূল । কারণ, তিনি যে তখন বাস্তবেই অবিভক্ত ভারতবর্ষের " জন গণ মন অধিনায়ক " । স্বমহিমায় তিনি ফিরে এলে দেশের জনগণকে বোকা বানিয়ে " করে খাওয়া " নেতাদের তো ছুটি হয়ে যায়! ! তাই, ঐ গোপন ফাইলকে যেতেই হবে বিভিন্ন পদবিধারী ধেড়ে ইঁদুরের গর্ভে ।

ধিক্কার আমাদের নিজেদের প্রতি । ধিক্কারিত ভারতবাসী আমরা । আন্দামান, নিকোবর একই নামে রয়ে গেছে আজও, " শহীদ, স্বরাজ " হয়নি । আমার প্রায় 70 বছরের জীবনে তেমন কোনো আন্দোলনও দানা বাঁধতে দেখিনি তা নিয়ে । নেতাজী

Magazine 2015.indd 70 22/10/15 10:21 pm

রহস্য উন্মোচন করার দাবি রাখারও অধিকার আছে নাকি আমাদের, লজ্জায় ডুবে মরা উচিত যে জাতির, তাদের ! ! আজ যখন নেতাজী ফাইল নিয়ে সারা ভারতেই সামান্য আলোড়ন উঠেছে, তখন এই বাংলায় ! ! ! নেতাজীর পরিবারের সাথে নেহরুর কতোটা একাত্মতা ছিল, তাই তুলে ধরার চেষ্টা চলছে ঐ বসু পরিবারেরই একাংশের তরফে । এই পরিবারের উপর বিশ বছর ধরে নজরদারি চালিয়েছিলেন নেহরু, সে কথা প্রকাশ্যে আসার পরেও ।
সেই আলোড়নই বা কোথায়, নেতাজি রহস্য উন্মোচনের দাবি নিয়ে ।
আমরা নেতাজীকে জন্মদিনে ফুল দিয়েই তাকে ভূলে থাকতে ভালোবাসি । তাই, ঐ রহস্য উন্মোচনের দাবি শোভা পায় না আমাদের । সবই যাক ধেড়ে ইদুরদের গর্ভে । " বাতাবী বেড়িয়ে আয় " বলে কোনো মুনি যেন তাদের উদর বিদীর্ণ করে ফাইলগুলি বের করে নিয়ে না আসেন, কারণ আমরা তা যদি বা সইতে পারি, বইতে পারবো না সেই উত্তরাধিকার, কোনোভাবেই ।।

অকল্যান্ডে অকাল বোধন

দেবলীনা বসু চৌধুরী

দেখতে দেখতে আবার পূজো এসে গেলো। এইতো সেদিনের কথা – প্রবাসী'র দুর্গাপূজো, প্রাঙ্গণ সম্মিলিত মিলন মেলায় ভরে উঠেছিল নাচ, গান আর সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে। নিজের কথা দিয়ে শুরু করি। সেবারের পূজোয় সদ্য মা হয়েছি। একমাসের নবজাতক কোলে পূজো প্রাঙ্গণে সকলের শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ পেয়েছি। আর এবারের পূজোয় আমার পুত্রসন্তান ইতিমধ্যে একবছর অতিক্রম করেছে।

শৈশব থেকে বাংলা তথা কলকাতার জাঁকজমকপূর্ণ আলোক ঝলমল রঙ্গিন পরিবেশে বড় হয়েছি ; দেখেছি পূজোর রোশনাই আর মন মাতানো শারদ অর্ঘ্য এবং আগমনীর সুরে মুখরিত আকাশ, বাতাস। নববস্ত্র ও নবসাজে আকাল বৃদ্ধবনিতা শিশু, কিশোর সহ সব বয়সীদের সমান উদ্দীপনা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব মিলে আনন্দঘন পরিবেশে জমাটি আড্ডা আর অফুরান খাওয়া-দাওয়া। ঢাকের কাঠির বোলে, মাতৃআবাহন সম্পন্ন করে বিসর্জনের করুণসুরে, "আসছে বছর আবার এসো মা" বলে কাতর আর্তি।

তিনবছর কলকাতার এই জাতীয় উৎসব ছেড়ে অকল্যান্ডে এসেছি। আমাদের প্রবাসী'র দুর্গাপূজোয় সবই পেয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা প্রবাসীর এই শারদ উৎসব সত্যিকারের মিলনমেলা হয়ে উঠেছে। নিয়ম মেনে মহাষষ্ঠী তিথি থেকে শুরু করে মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী বিহিত পূজো, পাঠ, হোম, যজ্ঞ ও অঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে দেবী দশভূজা পূজিত হন।

এমনি করে মহাদশমী তিথিতে যথারীতি বিসর্জনের বাজনায় সকলের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এখানেও করুণসুরে বিষাদঘন পরিবেশে উচ্চারিত হয় – আসছে বছর আবার হবে। তারপর সিঁদুর খেলা সহ সমবেত সবাই শুভ বিজয়ার আলিঙ্গনে মিলিত হন। অকল্যান্ডেও এই শারদ উৎসব উপলক্ষে নিত্যদিন খাওয়া-দাওয়া আনন্দভোজে সকলে যোগ দেন। মনে হয় সবাই যেন এক পরিবারভুক্ত।

পরিশেষে বলি, দেশের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে আমরা সবাই এখানে এসে আত্মার আত্মীয়, বন্ধু-স্বজন হয়ে উঠেছি। সবাই সুখে, দুঃখে একসাথে চলেছি ছন্দে, গানে,কলতানে। ঘরছাড়া সবাই এক সুরে আপনজন হয়ে উঠেছি, নানা উৎসবে মেতেছি। সারাবছর আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সবাই অংশ নেন, নাটক করেন। বিদেশীরাও এতে অংশগ্রহণ করেন। এইভাবে বিদেশে এসে সবাই মিলে একাত্ম হয়ে আনন্দে মেতে উঠেছি। সব মিলিয়ে প্রবাসী'র সকলের সক্রিয় ভুমিকাকে স্মরণ করি ও সাধুবাদ জানাই। সবশেষে সবাইকে আমার শারদ-শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমার লেখা শেষ করছি।

Magazine 2015.indd 71 22/10/15 10:21 pm

ধ্রুবতারা

উজ্জ্বল ঘোষ

অল্প কয়েকদিন আগেকার কথা I কানাডা প্রবাসী এক বন্ধুর সাথে টেলিফোনে আড্ডা দিচ্ছিলাম I কথায় কথায় পুরনো হিন্দি ছবির গানের প্রসঙ্গ এসে পড়ল I

বন্ধুটি জানালো ভারী অবাক হার মত এক ঘটনা - টরন্টো'র এক ঝলমলে রোদ মাখা মন কেমন করা উদাসী হাওয়ার দুপুরে - রেডিওতে 'আজ মৌসম বড়া বেইমান হ্যায়' গানটি শুনে ওর ২১ বছরের ছেলে প্রশ্ন করে - ' মা এই অসাধরণ গানটি কে গেয়েছে ? এমন অসামান্য কণ্ঠস্বরটি কার ? এত সুরেলা, এত পাগল করা স্বরক্ষেপন (maddeningly soul touching voice thow), এত ধারালো গলা - কি দুর্দান্ত রেসনান্স - ঠিক যেন এই দিনটার জন্যই সৃষ্টি I

মা'এর কাছে সে জানতে পারে সেই গায়কের নাম নাম মহম্মদ রফি I এও জানতে পারে আজ ৩৫ বছর হল তিনি গত হয়েছেন ।

সব শুনে ২১ বছরের নব্য যুবক ' সিম্বা' (ওর ডাক নাম) - এই যুগের কানাডিয়ান বাঙ্গালী – বলে that is really cool ma – truly a gift of god to have a voice so melodius. Just fab ...

আমার বন্ধু বলতে থাকে - উজ্জ্বলদা কালোত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া বোধহয় একেই বলে I

এই ঘটনার উল্লেখ এই কারণেই করলাম যে পুরনো দিনের গান - তার সুরের মাধুর্য্য, সুর আর বাণীর ভারসাম্য এবং তার গায়কী, যারা সেই গানগুলিতে তাদের কণ্ঠ দিয়েছেন তাদের পারদর্শিতা , দক্ষতা প্রশ্নাতীতI

আর প্রতিভার কথা যদি বলা হয়, আমি মনে করি তারা সকলেই অতীব বিরল প্রতিভার এবং ক্ষমতার অধিকারী I এরা সকলেই ক্ষণজন্মা , সকলেই ঈশ্বরের কৃপা ধন্য I তা না হলে কেন তাদের সম মানের শিল্পী আজও এলো না I

একটু ভেবে দেখুন - গান তো অনেকেই গাইছেন বা গেয়েছেন কিন্তু সে যুগের শিল্পী মহম্মদ রফি, কিশোর কুমার, মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় - এই মানের গায়ক কি আমরা আর পেয়েছি?

কিছু কিছু বিশেষ গানের জন্য মুকেশ,মহেন্দ্র কাপুর বা পরবর্তী সময়ে কুমার সানু এবং উদিত নারায়ন এবং বর্তমান সময়ে রাহাত ফতেহ আলি খান, অরিজিত সিংহ, মোহিত চৌহান, অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং গুনি শিল্পী I আতিফ আসলাম, বেনি দয়াল , এরা খুবই জনপ্রিয়, এরা সকালেই ভালো গাইছেন , এদের গান সময় বিশেষে যথেষ্ট হিট করছে , জনপ্রিয়তার মাপে - চার্ট লিস্টিং এ শীর্ষ স্থান দখল করছে কিন্তু দু এক মাস পরই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে

যাচ্ছে দু লাইন মনে করে গুন গুন করা যাচ্ছে না বা মনে করতে কষ্ট হচ্ছে I অথচ আগের যুগের শিল্পীরা সবাই গত হলেও তাদের গাও গান গুলি মনের মধ্যে কত অনায়াসে চলে আসে – প্রায় পুরো গানটাই দেখি নিজের মনে গেয়ে দিতে পারি I

একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় শ্রেয়া ঘোষাল এবং কিছুটা সনু নিগম I বিশেষ করে শ্রেয়া সত্যি অনন্যা – আগামী দিনে , ফিল্ম সঙ্গীত দুনিয়ায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা গায়িকা সন্মান পাবার মত প্রতিভার বিচ্ছুরন শ্রেয়ার মধ্যে দেখা যাচ্ছে I

Magazine 2015.indd 72 22/10/15 10:21 pm

আজও সে যুগের শিল্পীদের গান তাদের পৃথিবী ছেড়ে চলে যার এত দিন পরেও নতুন রয়ে গেছে – এখনো বার বার শুনেও নতুন লাগে I সারাদিন মনে মনে প্রিয় সুরগুলি ঘুরে ফিরে আসতে থাকে I

ভারতবর্ষ এক সুবিশাল মহান দেশ I এত বড় দেশে গান তো কত শিল্পীরাই গাইছেন – কিন্তু কেন সেই ধরনের কণ্ঠ আজ অবধি আর পাওয়া যায় নি ? এই প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু রচিত ও পরিচালিত একটি নাটক ' রুদ্ধসঙ্গীত ' এর একটি দৃশ্য ও সংলাপ মনে দে পড়েI নাটকের মূল গল্পাংশ প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস এর জীবনের অপর আধারিত I গণ নাট্য আন্দোলেনে দেবব্রত র সহযোগী কর্মী বন্ধু ছিলেন সলিল চৌধুরী - biopic নাটক হওয়ার দরুন একটি চরিত্রে সলিল আছেন- তার মুখে একটি সংলাপ আছে- ভারতবর্ষের মধ্যে হয়ত ৫ লক্ষ লোক দারুন ভালো গান করেন কিন্তু তার মধ্যে কেবল একজনই মহম্মদ রফি হয় , একজনই লতা মঙ্গেশকার হয় !

ব্যাপারটা ঠিক তাই I

কম বয়েসী পাঠকদের অনুরোধ আমার লেখা পড়তে পড়তে ভুল বুঝবেন না - এখনকার গায়কদের প্রতি (মিকা সিংহ , হিমেশ রেশমিয়া – বা এদের মত কয়জন কে বাদ দিয়ে), প্রতি আমার কোনো বৈরী নেই – কিন্তু কোথায় যেন একটা দুরত্ব বা ফাঁক আছে যেটা ঠিক বলে বা লিখে বোঝানো শক্ত – ব্যাপারটা অনুভবের I

সঙ্গীত বিষয়ে লিখতে গেলে কতক গুলো কঠিন শব্দ প্রয়োগ করে থাকেন বিদ্বজনেরা – যেমন – শুদ্ধ স্বর, কোমল স্বর, ষড়জ, রেখাব, গান্ধার, পঞ্চম, নিষাদ ধৈবত, ইত্যাদি, গমক, তান, তারানা, লয়কারী, রাগ, লপেট, সপাট তান ইত্যাদি , প্রভৃতি আর কি!

আমি এসবের মধ্যে নেই তার কারণ আমি গান শুনি মনের আরাম আর প্রানের শান্তির জন্য I কোনো গান শুনে বা শোনার পর , সেই গান আমার মনে যদি বার বার ফিরে ফিরে আসে, আনমনে যদি আমার গুন গুন করে হঠাৎ হঠাৎ সেই গানটি গাইতে ইচ্ছা করে বা গান শুনে আমি যদি নিজের মনে বলি আহা বা বাহ বাহ – বা বহু বছর পর যদি সেই গান কোন আবছা হয়ে যাওয়া স্মৃতিকে মনের মধ্যে সজীব করে দেয় তাহলে সেই গানকে আমি ভালো গান বলে মনে করি I

বস্তুত – বলুনতো হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এর স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর , মান্না দে'র স্বপ্তসুরের প্রতিটি খাঁজে নিখুত ভাবে অনায়াস বিচরণ, কিশোর কুমারের অসামান্য প্রানখোলা ব্যারিটোন সমৃদ্ধ মন মাতানো কণ্ঠস্বর, কিছু কিছু গানে মুকেশের দরদ বা

Humm FM wishes all its listeners a happy Dashera!

Magazine 2015.indd 73 22/10/15 10:21 pm

মরমী গায়ন শৈলী বা মহম্মদ রফির অসম্ভব সুরেলা, যে কোনো স্কেলে (উদারা, মুদারা, তারা) অনায়াস বিচরন এবং যাকে বলে effortlessly এক পর্দা থেকে অন্য পর্দায় যাওয়া আসা – অথচ এত টুকু সুর বা স্বরের বিচ্যুতি নেই – এদের কি কোনো তুলনা চলে?

এ বিষয়ে অমিত কুমারকে একবার tv ইন্টারভিউতে বলতে শুনেছিলাম – ' আমি যখন ফিল্মে গান গাইতে শুরু করি তখন অবস্থাটা কেমন ছিল আজকাল কার গাঁওয়েকরা ধারণা করতে পারবে না – একদিকে বাবা (কিশোরকুমার) এক দিকে রফি সাহেব , সামনে মান্নাদা , পিছনে মুকেশজি তুমি যাবে তা কোন দিকে ?' বুঝুন কি রকম কঠিন ছিল ব্যাপারটা তখন আমার জন্য I

বিশেষ বিশেষ গানে এক এক জন ছিলেন যাকে বলে মহারাজা I রোমান্টিক ভাব সম্পন্ন গানে হেমন্ত, রাগাশ্রয়ী গানে মান্না, বিষাদের গানে মুকেশ, রোমান্টিক বা গভীর জীবনবোধের অনুভূতি সম্পন্ন দার্শনিক গান বা কৌতুক রসের গানে কিশোর কুমার অতুলনীয় I এর মানে এই নয় যে যে এর অন্য ধরনের গান গাইতে পারতেন না বা কখনো করেন নি I কিন্তু সব ধরনের গানে – রাগাশ্রয়ী হোক, বিষাদ এর গান হোক, কাওয়ালি হোক, গজল হোক, ভজন হোক, রোমান্টিক হোক বা জীবন বোধের হোক বা দেশ প্রেমের হোক বা কোতুক অথবা চটুল গান , লোক সুরের গান হোক বা ভাটিয়ালী চলনের হোক, দ্রুত লয়ের গান বা ঢিমা গতের, এমন কি আধুনিক কালের Rap চলনের গান , পাশ্চাত্য সঙ্গীতের jaz প্রভাবিত গান , মায় Elvis Presley গানের অনুপ্রেরনায় রক এন্ড রোল স্টাইল এর হিন্দি ফিল্মেরর গান - যাই ধরুন না কেন মহম্মদ রফি সাহেব ছিলেন একমেদ্বিতীয়ম !

বলিউড ছবির নেপথ্য গানের সাম্রাজ্যে তিনি ছিলেন সম্রাট I

প্রতিটি গানের অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায় – কিন্তু এই লেখার পরিসরে তা সম্ভব নয় I ইউ টিউব বা ইন্টারনেট এর দৌলতে আজকাল অনেক কিছুই খুব সহজে জানা যায় তাই উদাহরণ দিয়ে লেকাটি অনাবশ্যক দীর্ঘ করতে চাই না I

তার গানের রেঞ্জ যেমন বিশাল তেমনি তার দক্ষতার versatility – অথচ তার জন্য তিন যে অনেক গুরর কাছে নাড়া বেঁধে তালিম নিয়েছে তা কিন্তু নয় – কিছুটা তালিম ছিল তার নিজের কথায় উস্তাদ আব্দুল ওয়াহিদ খান সাহেব , পন্ডিত জীবন লাল নাতো ছিলেন তার সঙ্গীত জীবনের গোড়ার দিকের গুরু – পরে কিছুদিন তিনি উস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খান সেবার কাছেও কিছু দিন তালিম নিয়েছিলেন I গান গাইবার প্রথম প্রেরনা ছিলেন রফি সাহেবদের গ্রামে মাঝে মাঝে ভিক্ষI নিতে আস এক ফকির I দীর্ঘ ৩৬ বছরের সঙ্গীত জীবনে রেডিও এবং অনুষ্ঠানে গান গাওয়া শুরু ১৪ বছর বয়েস থেকেই I সুতরাং খুব বেশি দিন প্রথাগত ভাবে গান শেখা তার হয়ে হঠে নি I

যে কোনো সুর গলায় নিয়ে সুক্ষ হরকত তিনি অতি অনায়াসে করতে পারতেন - তার গানে ছিল এক দুর্দান্ত এক ঝোঁক যা নিখুত ভাবে কেউ অনুকরন করতে পারেনি I তার পরবর্তী কালে এত যে সব কপি সিঙ্গার এসেছে এই ঝোঁক অনুকরন করতে গিয়ে সমস্ত গানগুলি চৌদ্দটা বাজিয়ে দিত I

গানের এই ঝোঁক এবং সুরের মধ্যে - যে নায়কের হয়ে তিনি কন্ঠ দিতেন তার স্ক্রিন presence এর জাদু এবং ব্যক্তিত্ব বা charisma এমন এক দুর্দান্ত ক্ষমতায় অনায়াসে মিলিয়ে দিতেন - যে যার হয়েই তিনি গেয়েছেন পর্দায় মনে হত সেটি সেই নায়কের নিজ্জস্ব কন্ঠ I এর ওপর ছিল তার অনবদ্যএক্সপ্রেশন কন্ঠের মাধ্যমে I

Magazine 2015.indd 74 22/10/15 10:21 pm

এই বিরল ক্ষমতাটি তার মত আর কারুর ছিল না – যার জন্য তিনি অশোক কুমার থেকে মিঠুন চক্রবর্তী পর্যন্ত্য যার হয়ে কণ্ঠ দিয়েছেন কখনই বেমানান লাগে নি ! গুরু দত্ত , শাম্মী কাপুর, শশী কাপুর, সুনীল দত্ত, ধর্মেন্দ্র, রাজেন্দ্র কুমার , দিলীপ কুমার, দেব আনন্দ, বিশ্বজিত, জয় মুখার্জী এই নায়কদের হয়ে তিনি বহু সুপারহিট গান গেয়েছেন I এ ছাড়াও রাজ কাপুর, মনোজ কুমার, ফিরোজ খান, রাজেশ খান্না, অমিতাভ বচ্চন ,ঋষি কাপুর, মিঠুন চক্রবর্তী - কম বেশি সকলেরই হয়েই তিনি একাধিক সুপার হিট গান করেছেন । বস্তুত রফি সাহেবের গান শুনলে মনে হয় যে ২৮ – ৩২ বছর বয়েসের কোনো ঝক ঝকে তরুণ গানটি গাইছে পর্দায় ! তার কণ্ঠস্বরে এক অদ্ভুত তারুণ্য এবং ঝক ঝকে স্মার্টনেস ছিল যা কোনো হিন্দি ছবিতে সুদর্শন নায়কদের চেহারা সঙ্গে দারু ভাবে খাপ খেয়ে যেত I

এই স্মার্টনেস এর ব্যাপারটা কিন্তু আমি তার গান ছাড়া কারুর মধ্যে পাই নি I কোনো দৃশ্যের পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পীর অভনয় বা ব্যক্তিত্ব মিলিয়ে গান করার এই যে অভিনব ক্ষমতা তার ছিল এই জন্য একই ছবিতে তিনি নায়ক গুরু দত্ত আবার সেই ছবির কৌতুক অভিনেতা জনি ওয়াকার দুজনের জন্যই কণ্ঠ দিয়েছেন ।

প্রখ্যাত শিল্পী জেসুদাস একবার বলেছিলেন – 'ঈশ্বরের এ এক অবিচার, আমরা সকলেই গান গাই – আমরা অনেকেই অনেক মেহনত করে গান শিখেছি – কিন্তু গানের মধ্যে এক পর্দা থেকে অন্য পর্দায় গিয়ে সুর লাগাতে গিয়ে আমাদের সকলেরই কসরত করতে হয় – হয় সুর বিচ্যুত হয় নইলে মুখভঙ্গি বিকৃত হয় I রফি সাহেবের কিছুই হয় না - কত অনায়াসে উনি এক পর্দার সুর থেকে অন্য পর্দায় চলে যান নিখুত ভাবে অথচ ওনার মুখে সেই হাসিটি লেগেই থাকে – এটা রফি সাহেবের পক্ষেই সম্ভব!'

রফি সাহেবের এই সদা হাস্যময় চেহারা নিয়ে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল – একবার এক প্রযোজক ঠিক করেছিলেন sad songs of Rafi বলে একটি অ্যালবাম তৈরী করবেন তাই ওনার একটি বিষন্ন

এক্সপ্রেশন এর ছবি চাই অ্যালবামএর কভার এর জন্য – কিন্তু যত বারই ক্যামেরা তাক করে রফি সাহেব তার স্মাইল আর লুকোতে পারেন না – শেষ মেষ sad ছবি আর নেওয়া হয়নি অ্যালবামটির ওপরে অনন্য ছবি দিয়ে বার করা হয় রফি সাহেবের ছবি ছিল পিছনে.

১৯৫০ – ১৯৬৯ পর্যন্ত্য রফি সাহেবের জনপ্রিয়তা ছিল অটুট এবং তিনি ছিলেন নেপথ্য গায়কদের মধ্যে শীর্ষ স্থানে !

১৯৬৯ সালে আরাধনা ছবির পর থেকে কিশোর কুমার ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন মুম্বই ফিল্ম জগতের পুরুষদের মধ্যে এক নম্বর নেপথ্য গায়ক I

১৯৭২ পর্যন্ত্য রফি সাহেব কিন্তু নিজের সাম্রাজ্য হারিয়ে পিছনে চলে যান ! ১৯৭২ এর পর ধীরে ধীরে মুম্বইতে তার দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হয় এবং ক্রমশ নিজের কাজ ও হারানো জনপ্রিয়তা ফিরে পেতে থাকেন I

ব্যক্তিগত জীবনে অতীব সাদাসিধে, সরল এবং স্বজ্জন মানুষ ছিলেন I কর্ম জীবনে যেমন বহু নায়কের ছবির সাফল্যর পিছনে তার বিশাল অবদান আছে , বহু পরিচালকের অনুরোধে অনেক সময়ই প্রায় বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেছেন তিনি I ব্যক্তিগত জীবনেও তেমনি অনকে সাধারণ দরিদ্র মানুষকে আড়াল থেকে অর্থ সাহায্য করেছেন I

রেকর্ডিং এর পর তার গান শুনে কেউ যখনই বলত রফি সাহেব দারুন গেয়েছেন – তিনি বলতেন আমি নই – ' সব উপরওয়ালে কি দেন হ্যায় 'I রেকর্ডিং যদি কারুর মনঃপুত না হত তিনি বলতেন ভালো লাগে নি - আচ্ছা আবার গেয়ে দেব I

Magazine 2015.indd 75 22/10/15 10:21 pm

মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত - জীবনের শেষ রেকর্ডিং এর পরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি (তু কিতনা আস পাস হ্যায় দোস্ত) I এতটাই বিনয়ী ছিলেন তিনি I

ঘটনাটি এরকম – ইউ টিউব থেকে দেখা – একটি ইন্টারভিউ তে প্রযোজক জে ওমপ্রকাশ এর সাক্ষাৎকার - রেকর্ডিং এর পর রফি সাহেব ওমপ্রকাশজির অফিস ঘরে গিয়ে দেখেন যে তিনি কোনো কারণে বেজার মুখ করে বসে আছেন I রফি সাহেব তাকে বলেন – 'ক্যা হুয়া সাব – আপকো মেরে গানা ঠিক নাহি লগা? কই বাত নহি - কাল আকে ফিরসে রেকর্ড কর দুঙ্গা – আজ তবিয়ত ঠিক নাহি লাগ রহা হ্যায় – তো ফির ম্যায় আজ চলু' ?

ওমপ্রকাশজি পরে বলেছেন – মুঝে থোড়াই পতা থা কে রফি সাহাব হামেশা কে লিয়ে জানে কি ইজাজত মাঙ রাহে থে মুঝসে - অগর মালুম হোতা তো কভি ভি উনহে জানে নহি দেতে I

ধর্মভীরু মুসলিম হলেও তার মতন এত বেশি সংখ্যায় এত হৃদয় স্পর্শী ভজন খু বেশি আরে কেউ গান নি I আসলে নিজের আরাধ্য কর্মে নিমগ্ন শিল্পীদের কোনো জাত হয় না শিল্পই কেবলমাত্র এদের ধর্মI

ইন্ডাস্ট্রিতে তার কোনো শত্রু ছিল না – লতা মঙ্গেশকার এর সাথে একটি বিষয়ে মন মালিন্য হওয়া ছাড়I আর কারুর সাথে তার কোনো ঝামেলা হয়েছে বলে শোনা যায়নি I

সাধারনত মুম্বই ষ্টুডিও তে ধর্মঘট হলে কাজ হয় না – একবার রফি সাহেব না জেনে ধর্মঘটের দিন ষ্টুডিও পৌছে গিয়েছিলেন – আগে থেকে রেকর্ডিং এর ডেট ছিল – উনি অবগত ছিলেন না যে সে দিন ধর্মঘট ডেকেছে ইউনিয়ন থেকে I ষ্টুডিও পৌছানোর পর সব টেকনিশিয়ানরা দেখে রফি সাহেব হাজীর – তখন সবাই একজোট হয়ে এক্ষিনের জন্য ধমঘট প্রত্যাহর করে নেয় এবং রেকর্ডিং সম্পন্ন হয় I এমনি ছিল ইন্ডাস্ট্রিতে তার ওপর কলকা কুশলীদের ভালবাসা I

মান্না দে এক সাক্ষাৎকারে বলছেন আমরা অনেকেই ভালো গাইতাম – কিন্তু আমাদের সবারই সিমাবদ্ধতI ছিল – ফিল্মি সঙ্গীত এর গায়ক হিসেবে রফির কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না – ও সব কিছুই গাইতে পারত গায়ক হিসেবে ছিল শ্রেষ্ঠ I

প্রকারন্তরে মান্না দের কথা বাস্তবিক ভাবে এক নিদারুন সত্য কথন I

যতদিন ছায়াছবিতে নেপথ্য গায়ন থাকবে ততদিন থাকবেন – ততদিন তিনি থাকবেন তার অমলিন অসামান্য গান নিয়ে নিয়ে - তাই আজও তার মৃত্যুর ৩৫ বছর পরেও সারা পৃথিবীর প্রতিটি ভারতীয় রেডিও স্টেশন এ দিনে অন্তন্ত পাঁচটি করে তার গান বাজে, এখনো তার বার্ষিকী পালিত হয়, এখনো নানা tv চ্যানেল এ রিয়ালিটি শোতে এখনকার তরুণ বা যুব সমাজের উদীয়মান শিল্পীরা রফি সাহেবের গান গায় I তাকেই প্রেরণা হিসেবে মনে করে I

নানান লেখায়, নানান আলোচনায় , তর্কে, বিতর্কে এবং সর্বপরি তার গানে তিনি আজও আমাদের মধ্যে প্রবলভাবে অছেন Iনেপথ্য গায়ন ব্যাপারটা চলচ্চিত্র মাধ্যমে তিনি এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন তাকে বাদ দিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের ইতিহাস রচনা করা যাবে না I

ধ্রুব তারার মত তার উপস্থিতি – চির উজ্জ্বল – চির কালীন I

Magazine 2015.indd 76 22/10/15 10:21 pm

With Best Compliments

from

Smart Deal Bazaar
Fresh vegetables distributers, importers, wholesalers & retailers

Indian & Srilankan spices & groceries

40 Stoddard Road, Mt. Roskill, Auckland **Ph:** 09 620 6821

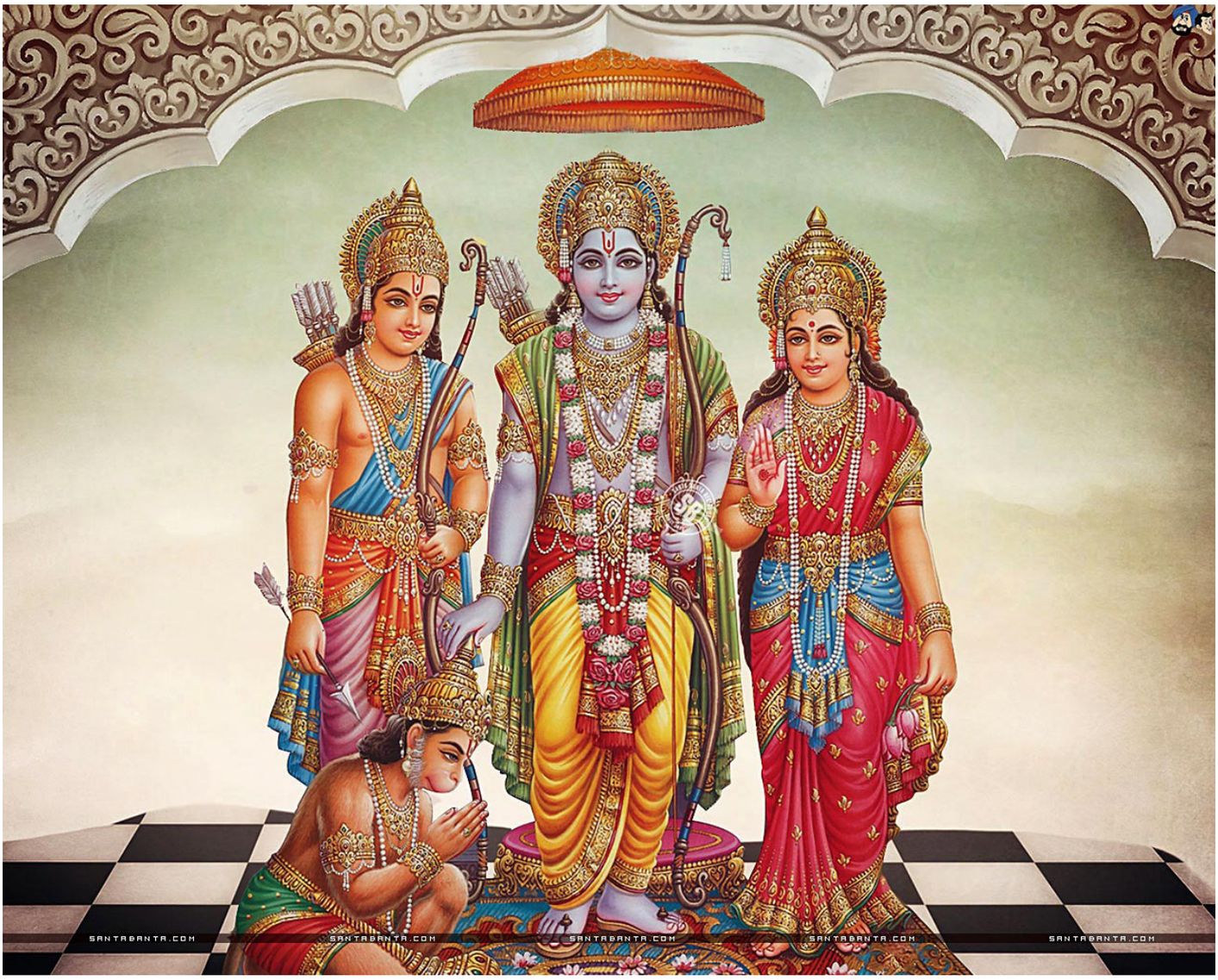

Shri Ram Mandir

Opening Hours 7.30 am to 8.30pm

Bhagwan Shayan on Weekdays from 12pm-4pm

Morning Arti 8.15am Evening Arti 7.15pm

Bhagwat Pravachan on Sunday's from 10.30-11.30am followed by Arti and Mahaprasad

Tuesday's Ramayan from 7.30pm

Friday's Kirtan from 7.30pm

Magazine 2015.indd 78 22/10/15 10:21 pm

What is a Stroke, and what can you do to prevent it?

Dr Rita Krishnamurthi, Mr Rohit Bhattacharjee, Professor Valery Feigin

National Institute for Stroke and Applied Neurosciences, AUT University, Auckland, New Zealand (http://www.nisan.aut.ac.nz/)

Stroke is one of the biggest causes of disability and death in the world. In New Zealand, there are about 9000 strokes every year and about 50,000 people living with stroke. Strokes have enormous economic, psychological and social burden for patients, families and caregivers. However, despite the huge impact of stroke, very few people outside the health sector are aware of what a stroke is, how to identify a stroke, what the risk factors of stroke are and how they can reduce their chances of having a stroke. This article will aim to answer some of those questions, and give people the information needed to prevent them from suffering a stroke.

What is a stroke?

A stroke is a medical emergency where blood circulation in the brain is disrupted, due to either a blockage in the blood vessel (ischaemic stroke) or if the blood vessel ruptures or bursts (haemorrhagic stroke). This results in a part of the brain not receiving adequate blood supply, which leads to the death of brain cells in the affected part. The severity of symptoms is related to where in the brain the disruption occurs, as this affects how much of the brain (and which area of the brain) is affected.

Sometimes, the blockages can be temporary. If symptoms last for less than 24 hours, the event is called a Transient Ischaemic Attack (also known as TIA or mini-stroke). These may be warnings for more severe strokes in the future and one should always seek medical attention – even if the symptoms go away quickly.

However, the impact of stroke can be greatly minimised if people act quickly and seek medical attention as soon as possible.

How can you tell if someone is having a stroke?

The **F.A.S.T.** is an easy way to detect some sudden signs and symptoms of a stroke and prompt immediate actions:

Face drooping: Does one side of the face droop? Ask the person to smile. Is the face symmetrical?

Arm weakness: Is one arm weak or numb? Ask the person to raise both arms. Does one arm drift downward?

Magazine 2015.indd 79 22/10/15 10:21 pm

Speech difficulty: Is speech slurred, are they unable to speak or understand? Ask the person to repeat a simple sentence.

Time to call: Time to call an ambulance if the person shows any sign of these symptoms, even if the symptoms go away very quickly

Although two thirds of strokes occur without any warning signs, approximately one third of strokes do have warning signs, including transient ischaemic attack (TIA or mini stroke). An ambulance should be called immediately if any of the following symptoms occur (especially symptoms with sudden onset):

- loss of strength (or sudden clumsiness – such as being unable to stand up, or dropping items) in some part of the body, especially on one side, including the face, arm or leg;
- numbness (sensory loss) or other unusual sensations in some part of the body, especially if one-sided;
- complete or partial loss of vision on one side;
- inability to speak properly or to understand language;
- loss of balance, unsteadiness or an unexplained fall;
- any other kind of transient spells (vertigo, dizziness, swallowing difficulties, acute confusion, or memory disturbances);
- headache that is unusually severe, abrupt, or of unusual character (including unexplained change in the pattern of headaches);
- sudden alterations of consciousness or convulsions/seizures etc.

These warning signs may occur alone or in any combination. They may last a few seconds or up to 24 hours and then disappear (TIA), or as a single episode during a day or repeated. During the first 24 hours it is impossible to know for sure if symptoms are due to stroke or due to TIA. However, symptoms can indicate a hidden problem with blood flow in the brain, which, if ignored, could result in a severe stroke.

What are the risk factors of stroke?

While stroke is a serious health issue, current research suggests that up to 80% of strokes are preventable.

The main risk factors for stroke are:

- High blood pressure (hypertension): The lower your blood pressure, the lower your risk of stroke. The usually recommended target for blood pressure reduction is blood pressure below 140/90 mm Hg (or below 130/80 mm Hg in diabetics).

- Heart disease: People with heart disease, atrial fibrillation and left ventricular hypertrophy are at significantly higher risk of stroke. Regular medical advice on controlling these conditions are essential in reducing stroke risk.

- Diet and lifestyle: A healthy lifestyle and well balanced diet can significantly reduce your chances of having a stroke. What you eat and how often you exercise should be balanced to maintain a healthy body weight.

Magazine 2015.indd 80 22/10/15 10:21 pm

- Smoking and alcohol: Smoking tobacco makes you 4 times more likely to have a stroke. Smoking constricts and hardens the arteries throughout the body, thus reducing the blood flow, and makes the blood more likely to clot. Even second hand smoking (being in the same room as someone smoking) can increase your risk of stroke significantly.

There are some risk factors for stroke that we cannot control. Your age, sex, ethnicity and genetics can influence your risk of stroke, but the effects of these factors is greatly reduced if you the controllable risk factors are well managed.

How high is your risk?

Unfortunately, even if someone is trying to manage the risk factors, it is very hard to determine what their actual risk of stroke is. Until recently, the only way to determine if you were at risk of stroke was if your doctor told you. However, the National Institute for Stroke and Applied Neurosciences has recently developed an app that can calculate your risk of stroke. The Stroke Riskometer™ is available for both Android and iPhone platforms, and assesses both absolute risk (i.e. how likely you are to have a stroke in the next 5 or 10 years) as well as relative risk (i.e. how likely you are to have a stroke compared to someone your age and sex with no risk factors). Relative risk is particularly important in trying to determine whether you need to make any changes to your lifestyle, as the absolute risk (particularly for young people) can often be quite low. In addition to your risk factor, the app also lets you see what your risks are, and in the Pro version, gives you guidance on what you can do to minimise these risks. More information is available at www.strokeriskometer.com

Having a stroke is a serious incident with potentially devastating consequences. However, you can greatly lower your risk of having a stroke by being aware of what your risk factors are, and taking the correct steps to maintain a healthy lifestyle.

Researchers at AUT's National Institute for Stroke and Applied Neurosciences are striving to conduct high quality research in the field of stroke, measuring it's burden, investigating ways to prevent strokes, as well as engaging with the community to disseminate information about stroke. For more information please visit http://www.nisan.aut.ac.nz/. For further information and help with stroke related inquiries, contact the Stroke Foundation of New Zealand at http://www.stroke.org.nz/.

Magazine 2015.indd 81 22/10/15 10:21 pm

Best

Compliments and

Greeting for Dashera

from

Royal Sweets & Cafe

531 Sandringham Road, Sandringham, Auckland **Ph:** 09 845 3232

Magazine 2015.indd 82 22/10/15 10:21 pm

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ এবং সলিল চৌধুরী

কৃত্তিবাস দাসগুপ্ত

একটি বিচ্ছেদের গল্প

শুধু একটা ছোট্ট দু অক্ষরের শব্দ – " বিধি" | তাতেই যত গন্ডগোলের সূত্রপাত | ১৯৫৩ সাল | বিমল ঘোষ "মৌমাছি" র কথায় লেখা কবিতায় সুর দিয়ে গান বাঁধলেন সলিল চৌধুরী – "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে " | অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশনা করলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় | কিন্তু হলে কি হবে ? প্রথম অন্তরার শুরুতেই হোচট খেলেন ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিট এর কট্টরপন্থী পার্টির দাদারা |

"হায় বিধি বড়ই দারুন ,

পোড়| মাটি কেঁদে মরে ফসল ফলে না

হায় বিধি বড়ই দারুন .."

কি সাংঘাতিক ! বামপন্থী আন্দোলনের গানে "বিধি", "কপাল" এই সব শব্দ ব্যবহার করার স্পর্ধা কি করে হোলো সলিলের ? তৎকালীন সংস্কৃতি নেতারা গানটাকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে ban করে দিলেন ! সলিলের ভাষায় – " কমিউনিস্ট শিল্পী হয়ে ভগবানের নাম নেওয়া কেন ? 'হা ভগবান !' বা 'হায় আল্লা !' যে বাংলা ভাষায় একটি exclamation বা উচ্ছাসের প্রয়োগ – শাব্দিক অর্থে তার মানে হয় না – একথা বোঝানো গেলো না | আমি তখন প্রশ্ন তুললাম – ' আপনারা "আল্লা মেঘ দে পানি দে" গানটা কি করে গান গণনাট্যের মঞ্চে ? ওদের যুক্তি হোলো এটা প্রচলিত গান | কাজেই তাতে বাধা নেই |"

কিন্ত এই টানাপোড়েন হঠাত একদিনে শুরু হয়নি | সলিলের বিরুদ্ধে গুজ গুজ ফুস ফুস চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই, কারণ স্লোগানধর্মী গানের গন্ডি পেরিয়ে সম্পূর্ণ মৌলিক উজ্জ্বল কালজয়ী গান লিখে যাচ্ছিলেন একের পর এক | একটু পিছিয়ে দেখা যাক ঠিক কি পরিপ্রেক্ষিতে গণনাট্য আন্দোলন শুরু হয় , এবং তাতে কি পর্যায়ের প্রতিভাশালী মানুষেরা প্রথম দিকে দিগদর্শী হয়েছিলেন |

গণনাট্য সংঘের বীজ বোনা হয় ১৯৩৬ সালে, লন্ডনে Progressive Writers Association এর প্রতিষ্ঠা থেকে | মুলকরাজ আনন্দ , সাজ্জাদ জাহির, আর সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী র প্রয়াসে হাত মেলান হিরেন মুখোপাধ্যায় | PWA র অনুপ্রেরণা পেয়ে পর পর আরো কয়েকটি প্রগতিশীল সংস্থা তৈরী হয় – যার মধ্যে Youth Cultural Institute (Y.C.I) এবং ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ সবথেকে উল্লেখযোগ্য | বিজন ভট্টাচায, গোপাল হালদার, জ্যোতি বসু, বিনয় ঘোষ, সুধী প্রধান , সুবোধ ঘোষ প্রমুখ কিম্বদন্তী লোকেরা এই উর্বর জমি থেকে নিজেদের পথ চলার রসদ খুঁজে পেয়েছিলেন |

১৯৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয় – যেটা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে বেশি পরিচিত | দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন পুরোদমে দুনিয়া কাঁপাচ্ছে, আর বাংলার মাটিতে কালোবাজারীরা তার সুযোগ নিতে রাতারাতি বাজার থেকে চাল ডাল ময়দা লোপাট করে দিলো | সোনার বাংলা র আকাশ বাতাস তখন বিদীর্ণ হচ্ছে "ফ্যান দাও" আর্তনাদে | মহানগরীর রাস্তায় রাস্তায় কঙ্কালসার গ্রামবাসীদের মিছিল | কুকুরে মানুষে কাড়াকাড়ি ডাস্টবিনে ফেলা জঞ্জাল নিয়ে | এই পরিস্থিতে বিবেকবান শিল্পীরা প্রতিবাদমুখর হয়ে রাস্তায় না নেমে থাকতে পারলেন না | জ্বলন্ত সূর্যের মত প্রকাশ পেলেন বিনয়

Magazine 2015.indd 84 22/10/15 10:21 pm

রায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, খালেদ চৌধুরী এবং সলিল চৌধুরী | গড়ে উঠলো "ভারতীয় গণনাট্য সংঘ" – Indian People's Theatre Association, সংখেপে IPTA | বঙ্গদেশে দ্বিতীয় Renaissance বলে যদি কোনো সময়কে সূচিত করতে হয় , তবে সেটা চোখ বুজে IPTA র গোড়ার ১০ বছর কে বলা যেতে পারে |

এই দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে জন্ম নিলো কালজয়ী বেশ কিছু সৃষ্টি | জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কলমে : " আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম --- না, না , না |...সুর আর কথা মনের বেদনা ও যন্ত্রণার রুদ্ধ উৎসমুখ থেকে ঝরনার মতো বেরিয়ে এল | শুরু হোলো 'নবজীবনের গান':

না না না |

মানবো না মানবো না |

কোটি মৃত্যুরে কিনে নেব প্রানপণে

ভয়ের রাজ্যে থাকবো না |"

বাংলাদেশে র রাস্তায় অনাহারে পিপড়ের মত মরার বিরুদ্ধে জীবনের লড়াই নিয়ে এরকম মহৎ opera আর লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ |

ওদিকে সলিল দেখলেন দুপুরের কাঠফাটা রোদে ভাতের লাইনে দাড়িয়ে থাকা একটি কালো মেয়ে কে, যাকে দেখে অদ্ভুতভাবে তাঁর মনে পড়ল সেই ময়নাপাড়ার মাঠের কৃষ্ণকলির কথা :

"হয়ত বা,সেই ময়নাপাড়ার মাঠের কালো মেয়ে হয়ত বা

মেঘলা দিনের কবির স্বপ্নের ছবির কালো মেয়ে হয়তো বা |"

কিন্ত সাদৃশ্যের সেখানেই ইতি |

"দুটি শীর্ণ বাহু তুলে

ও সে ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে –

অন্ন মেগে মেগে ফেরে প্রাসাদ পানে চেয়ে |

কে জানে হায় কোথায় বা ঘর কি নাম কালোমেয়ের |"

সুচিত্রা মিত্র (তখন মুখোপাধ্যায়) IPTA র সক্রিয় সদস্য তখন , তাঁকে দিয়েই গানটি গাওয়ালেন সলিল | "সেই মেয়ে" গানটির র সঠিক মূল্যায়ন আমরা বোধ হয় আজ ও করে উঠতে পারিনি |

পশ্চাৎপট টা যখন এই, তখন শুরু হোলো পার্টি এবং কিছু মৌলিক স্রষ্টার মধ্যে চাপা ঝামেলা, যা চরমে পৌছল "আয় বৃষ্টি ঝেপে " গানটার সময়ে |

সলিল কৈশোর থেকেই বাম আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত | প্রধানত দক্ষিন চব্বিশ পরগনায় প্রথমে বিদ্যাধরী নদী dredging এর আন্দোলন থেকে শুরু করে তারপর হরিনাভি, কোদালিয়া, সোনারপুরে নিজের হাতে গণনাট্য সংঘের বুনিয়াদ গড়েছেন | এবং activist ছিলেন, পার্টি HQ তে বসে থাকা রাজনৈতিক strategist নয় | ১৯৪৬ সালে নেতাজীর INA র উদ্যোক্তাদের বিচারের নামে প্রহসন শুরু হোলো | প্রতিবাদ মিছিলে সলিল অল্পের জন্য পুলিশের গুলি থেকে রক্ষা পান | কিন্তু সহযোদ্ধা রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ তাঁর কোলে লুটিয়ে পড়ে | পরবর্তী

Magazine 2015.indd 85 22/10/15 10:21 pm

কালে বেশ কিছু গানে শহীদ রামেশ্বারের উল্লেখ আছে | এরপর ১৯৪৮ সালে CPI কে বেআইনি ঘোষণা করল ভারত সরকার | রাতারাতি ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিটের অফিস তল্পিতল্পা গুটিয়ে তালাবন্ধ করে সব সদস্যরা গা ঢাকা দিলেন | বিনয় রায় কে প্রায় চোরাই মালের মত বাংলাদেশ (তখন পূর্ব পাকিস্তান) এর পথে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হোলো | আর তখন সলিলের নামে তিনটে এরেস্ট ওয়ারেন্ট জারি হোলো | দু বছর প্রায় কুকুরের মত পালিয়ে বেড়ালেন সলিল কিন্তু ধরা দেননি |

এই আন্দোলন মুখী মানুষ কে যখন পার্টির কাছে জবাবদিহি করতে হোলো, স্বভাবতই প্রচন্ড বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন |সলিলের নিজের ভাষায় – " তখন পার্টি বলতে কতগুলো মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো যাঁরা সংস্কৃতির ধারক বাহক হয়ে বসেছেন | আমার আত্মত্যাগের এক শতাংশও যাঁরা করেননি – শহরে বসে লাঠি ঘুরিয়ে যাঁরা ইন্টেলেকচুয়াল হয়েছেন | মৃত্যুর মুখোমুখি জীবনে কোনদিন হননি |"

সলিল কে কাঠগড়ায় চড়ানো হোলো | শুধু "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে " নয়, "কোনো এক গাঁয়ের বধু" ও নাকি প্রতিক্রিয়াশীল গানের পর্যায়ে পড়ে | কেন ? না এতে গাঁয়ের বধুর আশা ভঙ্গের কথা বলে সলিল বাম আন্দোলন কে ছোট করতে চেয়েছেন | কে জানে , হয়তো এই সব কোথা স্মরণ করেই সলিল পরে লিখেছিলেন " এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, সব সত্যি, সব সত্যি |"

দলের এই সম্মিলিত আক্রমনের সামনে যখন সলিল পর্যুদস্ত এবং বীতশ্রদ্ধ , ঠিক সেই সময়ে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে | রুগ্না মা এবং অবিবাহিত বোন এর ভার এসে পড়ল তরুণ বিপ্লবী শিল্পীর কাঁধে | তখন তিনি জ্যোতি র সঙ্গে সদ্যবিবাহিত | কিছুটা অর্থনৈতিক তাগিদে, অনেকটা মৌলিক শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতার খোঁজে সলিল বম্বে পাড়ি দিলেন | বম্বের বিশাল ফিল্ম জগতের শিল্পী মহল সাদরে আপন করে নিলো এই যুগান্তকারী সুরস্রষ্টাকে |

তার পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর ঘর ছাড়া , বাম আন্দোলন, IPTA থেকে শত হাত দুরে | তা সত্তেও নিজের মনকে সাম্যবাদের চেতনা থেকে পুরোপুরি সরিয়ে রাখতে পারেন নি | ১৯৭০ সালেও সুকান্তর "ঠিকানা" কবিতায় সুর দিয়ে রেকর্ডিং করানো তারই প্রমান |

Magazine 2015.indd 86 22/10/15 10:21 pm

Dr. VENU

B.H.M.S(OSM); RC.Hom(NZ)

HOMOEOPATHIC PHYSICIAN

- 25 Years (19yrs.NZ)Experience
- Successfully treated Asthma

Kidney/Gall Stones, Blood Pressure,
Psoriasis, Eczema, Skin Allergies &
Various Other Chronic Diseases

127B Mt.Albert Road
Mount Albert; Auckland
For Appointment:

Ph.(09) 6209977

Mob:0275 DR VENU

(378 368)

Homoeopathy The 21st Century Medicine

email: doctorvenuc@gmail.com

www.drvenuhomeopathy.co.nz

At Thirty Seven thousand feet in the sky.

By Shopan Dasgupta

"Flying with children on board"- your own or others. One of the worst mistakes to make is to assume that the last time you flew everything went well and so it will all go well again. I know it is said – lighting never strikes the same place twice.

September' 2004 and we were flying as a family of three – my wife, my son Deep who was 11 months old and myself. We had got a special airfare on Qantas flights to Mumbai from Sydney.
So early in the morning we were on board a Qantas flight QF 40 a Boeing 767- 300/ER to Sydney from Auckland. Departure from Auckland at 07:05am and arrival at Sydney at Australia time 07:35am. We got a seat where a baby bassinet could be fitted and rightfully so it was fitted after the aircraft reached cruise altitude. The flight took off at 07:05am from Auckland and off we were on our very long journey across half the globe to India.

In about three hours and a little over we were hovering the skies over Sydney getting ready to land and procedure would have it – one has to buckle their child with the child belt that has to be passed through the adult seat belt to hold the child in a sitting position. One of the toughest 'ask' thus far. Deep being barely a year old had a mind of his own and he simply wasn't prepared to sit quietly when the aircraft was landing and he was going on wailing due to pain in his ears due attributed to the sudden change in air pressure due to gradual loss of altitude.

It was tough but finally we were on the ground. On deplaning and going through the rigmarole of security process we head towards the departure gate for our next flight – QF 123 Sydney to Mumbai on board a Qantas 747- 300. Departure 09:00am and arrival in Mumbai at IST 4:30pm. The aircraft being used on this route was clearly one of the older version of Boeing 747 family - a relic. It was fitted with four Rolls Royce engines off the old.

Well! the flight took off on time and quickly climbed to cruise altitude of over 37,000 feet. On this flight we were again seated in the middle of the aircraft against the galley wall where the bassinet could be fitted facing us. Deep did look a lot unsettled at the start of the flight and he was throwing a few tantrums but about 5 hours into the flight in the afternoon when the outside sun was shining bright and it was actually quite hot inside the aircraft; Deep's condition worsened. It became so bad that he would not stop crying. He was crying intermittently for almost an hour and a half and we began to panic. So did all passengers around us who could hear his wailing.

My wife tried every which way a mother can to try and pacify her child to get him to feel comfortable and calm. We took turns and paced down the aisle of the aircraft and stood near the galley area near the toilets in the middle of the aircraft as well as at the rear near the pantry. All passengers seated in an around us were becoming concerned hearing the constant wailing by Deep.

When the crying did not stop we approached a senior steward on the board the aircraft who in turn called for the Inflight customer services manager and they all became concerned for the safety and personal well-being of Deep. They asked on the intercom for any doctor that was present on board the aircraft and to our luck we had three doctors among the passengers who

Magazine 2015.indd 88 22/10/15 10:21 pm

immediately made their presence known and they came down to the central galley to discuss the next course of action to tackle this situation.

All of a sudden I look behind me and I look behind and find that the Captain of the aircraft has left the cockpit and he too has become a part of the discussion with the doctors. The Captain then says that he is going to dial for medical advice and that he will be making a few calls to FAA in America. Not sure why he was taking advice from America but I guess that is their protocol to deal with mid-air emergencies.

The captain re-joined us in about 20 minutes and asked me to move Deep up to the Business Class deck which is above the economy class on a Boeing 747 and they found us spare seats to try and make Deep feel more comfortable. The captain then went back to the cockpit to seek advice whether they should inject and give Deep a sedative. After a while the pilot came out again from the Cockpit and said that he had authority to ask any of the doctors on board to administer the dose, only it was now up-to the parents to consent.

The Captain also said that the problem they faced in terms of taking the option for a medical-emergency landing was that they were basically just starting the stretch of flight over the Indian ocean and there wasn't any airport insight and neither any land for the next four hours until they fly over the southern borders of India.

The three doctors and the Captain and the Inflight Customer Service Manager have a quick discussion and they decide to administer a dosage of 'Pamol' and then they ask us to relieve him of a few clothes to bear minimum so that he feels a more comfortable. They tell us that in case he has breathing problems they can administer oxygen as well. Eventually he fell asleep on my chest and he carries on sleeping for the next two and a half hours.

Intermittently the pilot and or the co-pilot would pop out of their cockpit and check on his condition. I had passengers coming up from the lower deck to 'Business Class' to check on how Deep was doing. The pilot took further control of the situation by reducing altitude and flying at a lower air corridor. The pilot did state that doing this would lengthen the flying time but it was in the interest of Deep and his oxygen intake. The Captain has already radioed the air traffic controls informing them about the on board situation.

Eventually when we were close to Mumbai airspace, it was made known to the pilot of the aircraft that there was an ongoing Air Show in Mumbai and due to the heavy air traffic all aircraft had to spend nearly an hour extra in the air before they finally got their clearance to descend and land at Chattrapati International Airport Mumbai.

But the Qantas Captain took control of the situation and he radioed in and said that QF 123 had a sick child on board who needed medical attention and so they need to give him priority to land and make way for the Boeing 747-300 to touch down as soon as possible. At about 17:35hrs our flight began making its final decent – going in to land into Mumbai. We were requested by the Inflight Customer Services Manager to return to our seats in the lower galley with Deep and to fasten our seat belts and get ready for the landing. As we were coming in to land Mumbai was barely visible – thanks to the fog, no not fog……SMOG.

It was a brilliant landing and all passengers in and around our area burst out applauding as the passengers in our rear section of the aircraft were happy for Deep and possibly for all of us and the ordeal that we had underwent for the last five or six hours was finally over. The

Magazine 2015.indd 89 22/10/15 10:21 pm

crying and constant wailing in pain had stopped and it was after many agonising hours of flying that Deep managed a 'smile.' What happens on touch down in Mumbai is now history. It was one harrowing experience.

We as parents were held hostage to the relentless nerve jangling wailing of my inconsolable infant and so were the other hundred passengers who were around us or the section of the aircraft where we were seated. We're talking about a gruelling flight to a time zone so far away you lose a whole day of your life to get there. The constant whirring sound of the aircraft engines giving you company every minute of the journey. By the time you have reached your destination, crumpled children in tow, the trauma of the journey will have aged you beyond recognition. I have sufficient grey hair to prove that.

Whew!! That was a really steep learning curve. That was a real mid-air drama, something that put us through unimaginable amounts of mental and physical stress. What are the chances of this repeating itself the next time we take to the skies as a family?

Year 2008. We have a new addition to our family - our daughter Diya. We visit India to be with family over the Durga Puja festival and to share our joy of an addition to the family. Everything has been clockwork until now; our return trip 15th October'08 from Mumbai departure in the morning at 11:45am. Mumbai was hot and we were simply left sweating and exhausted with the heat.

On the day we reach the airport on time, all processes go to clockwork and we board SQ 421 (Boeing 777 – 200 series aircraft which is a fabulous part of the 777 family) half an hour prior to departure. As soon as we enter the aircraft my daughter Diya shows initial signs of discomfort and by the time boarding is over and the aircraft has taxied out to the runway she starts wailing incessantly and quite loud. It throws me into a bit of a panic. With doctor's advice and under prescription we were prescribed a 'sedative' and were told that we needed to administer a dosage just prior to getting on board. We had followed every bit of instruction but it did not change the situation one bit.

When the aircraft finally settled into a corridor at 37,000 feet the air hostesses bought some warm milk and some goodies for Diya and it distracted her a bit. She was given a children's kit and she started fiddling with a few toys before finally falling off to sleep. I thought that crisis has been evaded. Within a couple of hours as the flight begins its decent into Singapore, Diya again starts wailing in pain…we go through one hell of a landing in terms of her loud and shrill wailing. It is 7:30pm Singapore local time. I just thought to myself – 'Not Again'. This is Déjà vu.

Immediately on deplaning we had to board the longest sector of our journey to reach Auckland and so we changed terminals by taking the SKY TRAIN. Our next flight was SQ 285 (Boeing 777-300 ER) departure was around 20:40hrs. We boarded the aircraft after Security check and on putting foot inside the aircraft Diya started crying again. She kept on crying and we knew that the alarm had been initiated. We deplaned and ground staff escorted us to the medical clinic at Changi International Airport. Diya was visibly disturbed and something about her was not right. The doctors at Changi airport check her out and put her under observation for the next couple of hours. In the process the Customer Service Desk - at Changi International take Diya's passport in their custody and we are told that we could only get it back when the Changi Airport doctors certify that Diya is airworthy to fly. That meant –

Magazine 2015.indd 90 22/10/15 10:21 pm

WE were GROUNDED at CHANGI. Grounded at 22:50hrs. Thought to ourselves – "Welcome to Singapore."

Would you believe it! You must have seen the movie 'THE TERMINAL – the story revolves around a Russian migrant who is grounded at an American Airport for days. Our story felt similar. The funny part is that we got our passport back within four hours of Diya being sent into observation as the doctors – gave her the all clear. It was a case of 'colic'. They administered the proper medication and she was all 'OK'.

But ALAS! we were grounded at Changi International Airport for over 72 hours. Changi International Airport became our home our residence for the next couple of days, until the ground staff at Changi Airport could find four seats for us on one of the two flights that leave Changi International each day for Auckland. It was 'peak season' and all flights were full.

What happens next was a pure adventure of a life-time. I can actually write another story simply on the 72 hours at Changi International Airport. But that is not the purpose of this article. The true purpose of this article is – should parents with infants or children up-to the age of 7 fly; not just fly but also undertake these long journeys across the half or three quarters of the globe at an altitude of over 37000 feet.

Having had the real life experience of infants falling sick on board long haul flights I honestly believe it is not worth putting the safety of the infant as well as the safety of the other 250 plus passengers at risk. I am aware that these days doctors prescribe mild sedatives. This over-the-counter medicine contains promethazine, a sedating antihistamine. Usually administered on the advice of a GP to treat motion sickness or discomfort from certain allergies, it has become the secret weapon for many middle-class parents embarking on long-haul flights.

If you're not capable of occupying your offspring on a plane then perhaps you should stay at home.' One outraged mother suggests taking a bagful of small toys to unwrap as distracting 'surprises' every 20 minutes for the duration of the journey. By the time you have reached your destination, crumpled children in tow, the trauma of the journey will have certainly aged you beyond recognition. This is surely very true with the experiences that we have had as a family.

Should we wait to be reunited as a family until the children are old enough to sit still, without noise or fidgeting, for hour after tortuous hour? I think not. So ever since that first overseas flight with Deep and eventually with Diya, I have clutched my bottle of over-the-counter antihistamine tighter than my passport. Indeed, it used to be the first item to go in my flight bag, ahead of toothbrushes and Barbie dolls or teddy bears. But honestly, I don't think it is a proper thing to do –sedating your infant or child simply so that you and your fellow passengers can have a stress free flight. The after-effects of those medicines is something that I never thought off and we are not very aware off. A decent dosage will have significantly increased effect – on the infant or the child and it could have problem or problems that could damage a particular organ or organs for life. The ramifications are unknown. The manifestations are unknown. We will never know.

Recipe for perfect disaster!!

Magazine 2015.indd 91 22/10/15 10:21 pm

মাছের মাথার নানা রকম

শ্রীমতী শীখা ভৌমিক

১) মাছের মাথা দিয়ে বাধা কপিঃ

সামগ্রীঃ বড় বাধাকপি-১টা, বড় রুই মাছের মাথা-১টা, মাঝারী সাইজের আলু- ৪টে, মটর-১০০ গ্রাম, জীরা- ৫০ গ্রাম, আদা- একটি বড় টুকরো, শুকনো লঙ্কা- ৫/৬টা, তেজপাতা- ৪/৫টা, লবন-হলুদ আন্দাজমত, কাঁচা লঙ্কা ২টা টুকরো-টুকরো করে রাখুন। তেল ২৫০ গ্রাম।

প্রণালীঃ কপিটা ছোট ছোট করে কেটে নিন, মাছের মাথাটাকে কেটে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখুন, আলুগুলো টুকরো-টুকরো করে কেটে রাখুন। এর পর কড়াইতে তেল দিয়ে, নুন-হলুদ মাখানো মাথাটাকে ভেজে একটা পাত্রে তুলে রাখুন। এর পর জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা দিয়ে ফোড়ন দিন। এরপর আলু ভেজে উঠিয়ে নিন। কড়াইতে আরও তেল দিয়ে আদা, জিরে, শুকনো লঙ্কা, হলুদ দিয়ে মশলাটা ভাল করে ভাজা হলে কপিগুলো দিন। টমেট, মটর, কাঁচালাঙ্কা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়া-চাড়া করে ঢেকে রাখুন। যখন কপিটা আধ সেদ্ধ হবে তখন মাথার টুকরো আর ভাজা আলুর টুকরো গুলোও দিয়ে দিন। যখন জল শুকিয়ে যাবে তখন কড়াইটা নামিয়ে ঘি আর গরম মশলা দিয়ে ৩/৪ মিনিট ঢেকে রাখার পর পরিবেশন করুন।

২) মাছের মাথার মুরিঘন্টঃ

সামগ্রীঃ বড় মাছের মাথা ১টি, বড় আলু ২টি, বড় পিঁয়াজ ১টি, রসুন ১টি, বড় এক টুকরো আদা, টমেট ২টি, জিরা ২ চামুচ, ধনে ২ চামুচ, শুকনো লঙ্কা ৬/৭ টা, দারচিনি, ছোট এলাচ ৫/৬ টা, গোল মরিচ, লবন, তেজপাতা ৩/৪টা, কাচা লঙ্কা, ধনে পাতা, তেল ২০০ গ্রাম।

প্রণালীঃ প্রথমে মাছের মাথাটা ছোট ছোট করে কেটে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখুন। আলুটা মিডিয়াম সাইজ করে কেটে নিন। পিয়াজটা ছোট ছোট করে কেটে নিন। কড়াইতে তেল দিন। এবার তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, জিরা দেবার পর পেয়াজটা কড়াইতে ছেড়ে দিন। পেঁয়াজ কিছুটা লাল লাল হলে সব মশলা ও আলু দিয়ে দিন। এসব গুলি ভাজা হলে মাছের মাথা দিয়ে লবন, হলুদ, কাচা লঙ্কা, টামেট দিয়ে আচ কমিয়ে ঢেকে দিন। মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলে নাড়াচাড়া করুন। মাছের মাথাটা ভাজা হয়ে গেলে সামান্য একটু জল দিয়ে ঢেকে দিন। ভাজাটা মাখা-মাখা হলে নামিয়ে ধনেপাতা ছোট ছোট করে কেটে দিয়ে দিন।

৩) মাছের মাথার ছ্যাচড়াঃ

সামগ্রীঃ পুঁইশাক ৫০০ গ্রাম, মুলো ১টি, কুমড়ো ২৫০ গ্রাম, বেগুন ২টি, আলু ২টি, কাঁচা লঙ্কা ৫/৬, ছিম ১০০ গ্রাম, আদা এক টুকরো, টমেট ২টি, তেল ২০০ গ্রাম, হলুদ লবন আন্দাজমত। এবং একটা বড় মাছের মাথা।

প্রণালীঃ প্রথমে মাছের মাথাটা ভালো করে ভেজে নিন। তারপর তরি-তরকারী গুলি কেটে ভালো করে ধুয়ে নিন। কড়াইতে তেল দিয়ে তেল গরম হলে পাঁচ ফোরন ও একটি শুকনো লঙ্কা দিয়ে ফোরন দিন। ভাজা হলে আদাটা দিন

Magazine 2015.indd 92 22/10/15 10:21 pm

এবং সঙ্গে তরি-তরকারী দিয়ে দিন। এর সঙ্গে টমেট, কাঁচা লঙ্কা, হলুদ লবন দিয়ে ভালো করে ভাজুন। তারপর মাছের মাথাটা ভেঙ্গে তরকারির ভেতর দিয়ে সামান্য একটু জল ও চায়ের চামুচের দুই চামুচ চিনি দিয়ে ঢেকে দিন। সেদ্ধ হবার পর ধনে পাতা দিন। মাখা-মাখা হলে নামিয়ে দিন।

৪) মুগ ডালের মুড়িঘন্টঃ

সামগ্রীঃ মুগের ডাল ২৫০ গ্রাম, মাছের মাথা ১টি, জিরা ২ চামুচ, শুকনো লঙ্কা ৪/৫, ধনে ১ চামুচ, হলুদ লবন আন্দাজ অনুযায়ি, টমেট ২টি, কাঁচা লঙ্কা ৩/৪, তেজ পাতা, গরম মশলা, তেল ২৫০ গ্রাম।

প্রনালীঃ প্রথমে ডালটা বাদামী রঙের মত ভালো করে ভেজে সিদ্ধ করে নিন। মাছের মাথাটা ছোট ছোট কোরে কেটে নুন হলুদ মাখিয়ে ভেজে নিন। তারপর জিরা তেজপাতা শুকনো লঙ্কা ফোরন দিন। পেশা মশলা ফোরনের মধ্যে দিয়ে ভেজে নিন। তারপর টমেট কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে ডাল ও মাছের মাথা দিয়ে দিন। আন্দাজ অনুসারে জল দিয়ে লবন ও হলুদ দিয়ে বেশ কিছুক্ষন কম আঁচে রাখুন। ডাল যখন গাঢ় হয়ে যাবে তখন ঘি আর গরম মশলা দিয়ে নামিয়ে ৪/৫ মিনিট ঢেকে রাখুন।

Magazine 2015.indd 93 22/10/15 10:21 pm

Growing up in the 21st century

We have entered the 21st century, a time of great change. The ways of life and frames of thinking have evolved, leaving a large gap between what the world is now and what it used to be. From the perspective of someone who has been brought up in this generation within New Zealand I would like to express my thoughts based on my experiences growing up.

We are often called the troublesome generation, the one that is hard to understand. We can be mistaken as rebellious because of our views on the world. In fact one of the teachers I had during primary, got frustrated one day and said, "your generation is generation Y, you know why? Because no one has yet understood why you are the way you are." None of us truly understood what she meant at the time. But our perspectives changed over time.

When our parents, grandparents, and great grandparents were growing up there were various differences in their upbringing. For one, there was no concept of questioning what was said to them. If you were told something by someone who was older than you, then it was right and there was no explanation required. On the other hand, our minds can't always work this way. We tend to question everything instead of believing what we are told, and unless we get explanations behind a point made to us we often challenge it. We live by the thinking that just because people have believed something is right for many years doesn't mean it is true. For instance 30 years ago, if someone told a child that 2+2 is 4 they would accept it straight away with no explanation required. If you ask us the same thing today the child will probably ask why? Why is it 4 and not 5?

The same goes for many traditions. We are brought up in a multicultural environment meaning that we are exposed to many cultures and rituals which we wouldn't necessarily be accustomed to in our homeland. This broadens our horizons and patterns of thinking when we are at the stages of developing our values and identity. It means that though we try our best to adopt the values taught by our parents, these are accompanied by external influence. This may lead to us to question the reasons behind rituals of our culture, and incorporate those of other cultures. An example of this is, in India a cultural ritual for some religions is to avoid eating beef because cows are sacred. Over here however most people eat beef and it is the only choice present in some places. People here are encouraged to eat beef to develop strength, and a lot of our generation has started asking why they should be any different. A lot of us have started eating beef, but in saying this, we still respect our parent's decisions in maintaining their traditions and we understand where and when we should have beef and when we should avoid it.

Our parents and the generations before us aren't used to these changes which is why we are often faced with conflict. When we would ask for explanations when we were young we would often be faced with consequences. This was followed by a telling off, about how our parents always listened to what their elders said and they would never question

Magazine 2015.indd 94 22/10/15 10:21 pm

anything because they knew what their elders will say is always right. As time progresses though a lot of teachers, parents, and lecturers have started changing their view of thinking to try and adapt for us.

One aspect which I think parents don't always realise because of their love for their children is when they are being over protective. We all know our parents care more about us than themselves and they always want the best for us but at the same time parents often need to let their children take risks, and try new things in order to learn. A small example of this which I have seen a lot, is parents keeping kids away from dogs. It is understandable that some dogs are aggressive and it is best to keep little children away from particular dogs. However it is important that children are not constantly under the influence that all dogs bite. I have seen many of my friends talk about their immense fear for dogs because they have never actually been exposed to dogs. When I introduce the same friends to my dog, they fall in love with him and they realise their fears are irrational. This showed me that if we are always stopped from trying something without even experiencing it, unnecessary fear can build up in our minds and this fear can linger on and be hard to overcome.

As I grew up and became more aware of what was happening around me I noticed a repetitive trend of students who were scared of their parents. It was not the kind of fear that is inevitable if we do something wrong, but it was a strong fear of asking or telling their parents simple things which were on their mind. This may seem normal to some, but it came as something shocking and surprising to me. Though I wouldn't say my parents aren't strict, they also made it a point to make sure that I was never afraid to tell them things. They made sure they take their place in my life as friends as well as parents. It's important for us to feel like we can tell our parents anything without being worried. I've seen my friends and so many other people around me be forced into decisions, or make wrong decisions just because they don't talk to their parents. I have a friend right now who is doing pre medicine and she hates it. Her dad is forcing her to do it and she doesn't have a strong enough relationship with her dad where she could express her feelings. Her dad no doubt wants her to do well and be successful in her future but this is most likely not the key to her happiness and she is unable to tell him that.

We may be different in many ways from the generations before us but we will take everything you teach us and make this world a better place. Help us get answers and help us see evidence because we find it hard to accept information without proof. Love us ample but let us experience the world, take risks, and learn from mistakes.

- *Svetlana Banerjee*

Magazine 2015.indd 95 22/10/15 10:21 pm

56 White Swan Road, MT. Roskill, Auckland 1041, NZ
T: 09 627 0009 **M:** 022 106 0913 **E:** sandhya_badakere@yahoo.com

Swar Sadhana Academy of Indian Music

This Institute was formed in January 2008 in Auckland.

It has an Affiliation with Sur Jhankaar Academy of Mumbai. .

A course has been designed to provide training ranging from:-

Voice culture and voice production technique,

A strong base in Hindustani Classical Raags and semi classical forms

Rendition of bhajan, ghazals and Bollywood songs.

Our main focus has been to offer a four year training course up to a certificate level recognized be government of Maharashtra.

We maintain a good Guru Shishya Parampara at the Academy.

Group coaching for children of 5 years to 12 years

Individual training for children above 12 years and for adults.

For further details please contact

Sandhya Rao Badakere (director)

096270009
0221060913

Magazine 2015.indd 96 22/10/15 10:21 pm

With Best Compliments from

Importers and Distributors of well known brands and quality FMCG products

Urja
Edible Oils, Rice, Mango Pulp, Rusks, Biscuits, Spices, Pickles, Curry Pastes & Papads

MTR
Ready To Eat Meals, Rice, Drinks & Pre-mixes

Bikano
Snacks & Sweets

Frooti Appy & Cafe Cuba
Drinks

Midas
Papads, Pastes, Chutneys & Pickles

India Gate
Basmati Rice

Dabur & Fem
Herbal Products

Super Max
Shaving Range

Rasoi Magic
Pre-mixes

Nestle India
Maggi Noodles

Jabsons
Flavoured Nut Snacks

Tata
Salt

Vicco
Cosmetics

Bajaj
Cosmetics

Mavana
Incense Sticks

AB INTERNATIONAL LTD | *"Bringing Together a World of Goodness"*

T (09) 256 1400 F (09) 256 1402 E orders@abinternational.co.nz

Magazine 2015.indd 97 22/10/15 10:21 pm

Lotus Supermarket

World of Taste

- Fresh Fruit & Vegetables
- Dry Fruit & Nuts
- Bulk Foods & Spices
- Vegetarian & Halal Products
- Heaps of International Groceries

BEST QUALITY ★ BEST PRICE ★ BEST PRICE ★ BEST
BEST CHOICE
★★★

64 Stoddard Road Mt Roskill 1041
Ph. 09 620 7557 Fax. 09 620 7559
www.lotussupermarket.co.nz